শ্রীগৌরমোহন গাঙ্গুলী

দেশবন্ধু বুক ডিপো
৫৪-এ বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীরাধিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
ঠিকানা—দেশবন্ধু বুক ডিপো,
৫৪-এ, বিবেকানন্দ রোড,
কলিকাতা

প্রচ্ছদপট এঁকেছেন—উদীয়মান শিল্পী শ্রীলক্ষ্মী দাস

প্রথম সংস্করণ
অগ্রহায়ণ, ১৩৫২

দাম সওয়া দুই টাকা

ছেপেছেন—শ্রীবিভূতিভূষণ বিশ্বাস
শ্রীপতি প্রেস
১৪নং ডি, এল, রায় ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বাবা ও মায়ের

শ্রীচরণ কমলে

প্রণতঃ

গৌর

পূর্ণিমা, অগ্রাণ, ১৩৫২

৩০-৬ মদন মিত্র লেন,

কলিকাতা

আমার কথা

আমার ছন্নছাড়া ভবঘুরে জীবনের কাহিনী "রূপান্তরিত যাযাবরকে" ছাপার অক্ষরে রূপায়িত করবার জন্য আমাকে যাঁরা দীর্ঘ দিন ধরে সাহায্য করেছেন, তাঁদের কাছে আমি বাস্তবিকই ঋণী। বন্ধুবর শ্রীরাধিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় আমার "রূপান্তরিত যাযাবরকে" শুধু যে প্রকাশ করেছেন তাই নয়, তাঁর আন্তরিক প্রেরণায় বইখানি ছাপার অক্ষরে রূপায়িত হয়েছে। বন্ধুবরের কাছে আমার ঋণ চিরদিনই থাকবে।

এই প্রসঙ্গে আমি প্রীতিভাজন শ্রীমান্ ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমান্ লক্ষ্মী দাস, শ্রীমান্ অজিত মজুমদার, শ্রীমান্ সুনীলকুমার ঘোষ, শ্রীমান্ গোপীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতিকে তাঁদের সক্রিয় সহানুভূতির জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই প্রসঙ্গে অধুনা দিল্লী প্রবাসী বন্ধুবর দেবকুমার গুপ্তকেও আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ইতি

লেখক

লেখক

রূপান্তরি[illegible] যাযাবর
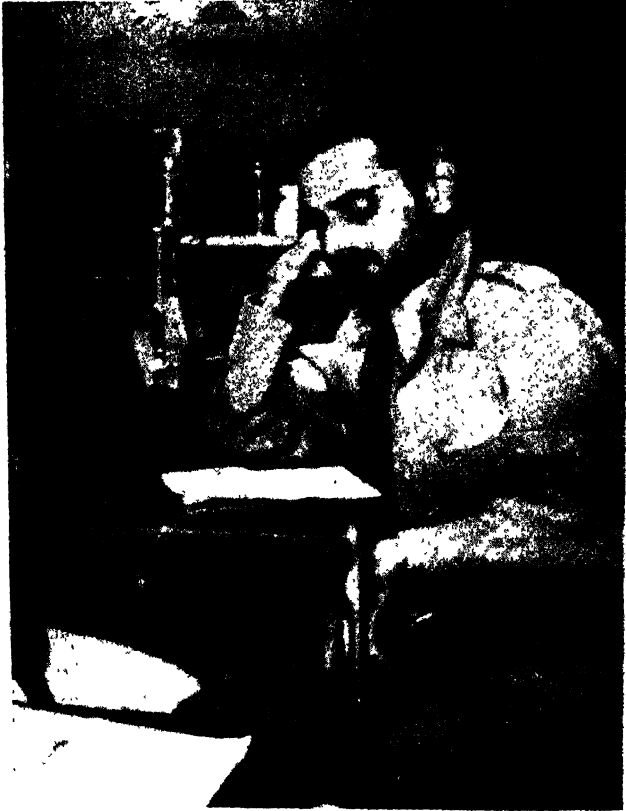
সীমান্তের পথে

কলিকাতা—৪

আমি একজন ভবঘুরে। পিঠের বোঝা আর হাতের লাঠি সম্বল ক'রে ইংরাজী ১৯৩৬ সালের ১লা জুন কাশ্মীর পাহাড়ের শ্রীনগর মাল-ভূমিতে যখন গিয়ে পৌঁছুলাম, তখন শ্রীনগরের চারিধারের মনোরম দৃশ্য দেখে মনে হ'য়েছিল, আমার ভবঘুরে জীবনের সমাপ্তি বোধ হয় এইখানেই হবে। সরু ঝিলাম নদীর ধারে একখানি ছোট ঘর বেঁধে জীবনটা কাটিয়ে দেব। মনের কথা কাজে খাটাবার জন্য উঠে প'ড়ে লেগেও গিয়েছিলুম; কিন্তু হঠাৎ, আকস্মিকভাবে একদিন একটি অ-ভারতীয়ের সঙ্গে দেখা হ'য়ে আমার মনের সে সঙ্কল্প ব'দলে গেল। তাঁর সঙ্গে পরিচয় ক'রে জানলাম, তিনি জাতিতে মোঙ্গল; প্রতি বৎসরই গ্রীষ্মকালে শ্রীনগর মালভূমিতে এসে থাকেন—কাশ্মীর পাহাড় পার হ'য়ে চাইনিজ তুর্কীস্থান থেকে ব্যবসার খাতিরে।

তাঁর সঙ্গে ঘণ্টাদু'য়েক কথাবার্ত্তা হ'লো—মোঙ্গল ও তাতার জাতি সম্বন্ধে, বরফভরা পাহাড়ী দেশ সম্বন্ধে ও সে দেশের লোকের আচার-ব্যবহার—আরও কত কি! আলাপের শেষে তিনি চ'লে গেলে পর আমার শ্রান্ত ভবঘুরে মন আবার যেন ক্ষেপে উঠল—মনে হ'ল, আবার আমাকে আগের জীবন সুরু ক'র্ত্তে হবে। কাশ্মীর পাহাড় পার হ'য়ে যাযাবরদের এই দেশ দেখবার জন্য প্রাণ বড়ই চঞ্চল হ'য়ে উঠল।

চাইনিজ তুর্কীস্থান ভারতবর্ষের সীমান্তে এসে যেখানে মিশেছে, তারই পাশ দিয়ে একটি পথ চলে গিয়েছে বিখ্যাত তাতার-যাযাবরদের

দেশে। ২০ বৎসর আগে এই দেশটির নাম ছিল তুর্কীস্থান। ভারতের সীমান্ত থেকে কাস্পিয়ান সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল এর পরিধি। এই দেশে যারা বাস ক'রত তারা ছিল যাযাবর। তাজিক, তুর্কমেন, উজবেক, কিরঘিজ—এই চারিটি তাতার-যাযাবর জাতি ছিল এখানকার অধিবাসী। এদের নির্দ্দিষ্ট কোন বাসস্থান বা ঘরবাড়ী ছিল না, তাঁবুই ছিল এদের ঘরবাড়ী। বালুকাময় প্রান্তর ও তার চারি ধারের শুষ্ক পাহাড় এই দেশকে ঘিরে রেখেছিল—এরা সেই বালু ও পাহাড়ের বুকে তাঁবু ফেলে জীবন কাটাত। কখনও এক জায়গায় তারা থাকত না। স্থান হ'তে স্থানান্তরে ঘুরে বেড়ানই ছিল তাদের প্রকৃতি। পশু পালন ক'রে এরা জীবিকা নির্ব্বাহ ক'রত। এই সকল পশু এরা আফগানিস্থান, ইরান ও আশেপাশের দেশগুলিতে নিয়ে যেত এবং পশুগুলির বিনিময়ে এরা সে সকল দেশ থেকে খাদ্য ও বস্ত্র নিয়ে আসত। ক্ষেত-খামার কি ক'রে ক'রতে হয় তা তারা মোটেই জানত না। মেয়েরা যে কোনদিন বোরখার বাইরে আসতে পারে, তা' এরা স্বপ্নেও চিন্তা ক'রতে পারতো না। মেয়েরা ছিল পুরুষদের ভোগ্য সম্পত্তি। নির্য্যাতন ও পীড়ন ছিল মেয়েদের নিত্য দিনের ঘটনা। সম্পত্তির মধ্যে ছিল তাদের তাঁবু, নারী ও পালিত পশু। যে ভাষায় এরা কথা ব'লত তার লেখার কোন অক্ষর তখন পাওয়া যেত না।

তাজিক, তুর্কমেন, উজবেগ, কিরঘিজ এই চারিটি জাতি ছিল মুসলমান। নিজেদের মধ্যে এরা প্রায়ই খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে মারা-মারি ক'রত। একই ধর্ম্মাবলম্বী হ'লেও এদের পরস্পরের মধ্যে কোন বিবাহের আদান-প্রদান হ'ত না। তুর্কস্থানের প্রধান সহর ছিল বোখারা এবং সমরখন্দ। এই সহরে থাকত তাতার আফগান আমীরের দল—আর থাকত আমীরের নিযুক্ত মৌলভী। মৌলভীর দল

মাঝে মাঝে যাযাবরদের তাঁবুতে গিয়ে, ধর্ম্মের নাম ক'রে ও আমীরের নাম ক'রে যাযাবরদের কাছ থেকে খাদ্য, বস্ত্র ও পশু প্রচুর পরিমাণে নিয়ে আসত। আমীর বা মৌলভীর দল কোনদিনই চেষ্টা ক'রত না যাযাবর জাতির জীবনের সুখ দুঃখ দেখার জন্য।

সমস্ত রাত্রি আমার ঘুম হ'লনা, খালি মনের মধ্যে ভেসে উঠতে লাগ্‌ল এইসব যাযাবরদের কাল্পনিক ছবি। ভদ্রলোকটি আমাকে অনুরোধও ক'রেছিলেন বিদায় নেবার সময়—আপনি একবার ঘুরে আসুন এদের দেশে, দেখবেন কত পরিবর্ত্তন হয়েছে এখন এদের!

পরের দিন ভোরের আলোর ছোঁয়াচ পেয়ে আমার ভবঘুরে মনকে তৈরী ক'রে নিলাম পুরাতন তুর্কীস্থান আর নূতন রাশিয়ান তুর্কীস্থানের দিকে পা চালিয়ে দেবার জন্য। দিন সাতেকের মধ্যে শ্রীনগর থেকে পাশপোর্ট ও ভিসা (visa) এবং পাহাড়ে চলার প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্র যোগাড় ক'রে রওনা হলুম যাযাবরদের দেশের দিকে। মাস দু'য়েক পাহাড়ে চলার পর চাইনিজ্ তুর্কীস্থানকে ডান পাশে ফেলে যাযাবরদের তুর্কীস্থানের সীমান্তে যেদিন এসে পৌছুলাম, সেদিনটি ছিল বড় সুন্দর—ঝক্‌ঝকে রোদ, পরিষ্কার আকাশ,—আশেপাশের পাহাড়গুলির বরফ তখন গ'লতে সুরু হ'য়েছে।

একটি পাহাড়ের চড়াইয়ে উঠে কিছু দূরে সুন্দর একটি কাঠের বাংলো পেতে পেলাম। প্রথমে একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলাম বাংলোটি দেখে। যদিও শ্রীনগরে চাইনিজ তুর্কীস্থানের সেই ভদ্রলোকটি আমাকে ব'লেছিলেন—যাযাবররা এখন অনেক ব'দলে গিয়েছে, কিন্তু বাংলোটি দেখে মনে হ'লো তাঁর বর্ণিত যাযাবরের দেশ বোধ হয় এটা নয়। যাই হোক, বাংলোটির কাছে গিয়ে যখন দাঁড়ালাম, তখন একটি সাদা প্রকাণ্ড বোর্ড নজরে প'ড়ল। নানা অক্ষরে বোর্ডটিতে অনেক কিছু লেখা ছিল।

প্রথম ২।৩ লাইন বুঝতে পারলাম না—ওদের ভাষায় লেখা ছিল। তার নীচে ইংরাজীতে লেখা ছিল—প'ড়ে বুঝতে পারলাম যে রাশিয়ান তুর্কীস্থানের সীমান্ত এই খান থেকেই আরম্ভ হ'য়েছে। ইংরাজীতে লেখা ছিল—Absolutely forbidden to cross the territory of the Asiatic Republican country without Passport and Visa.

বোর্ডটির কাছে দাঁড়িয়ে লেখাগুলি প'ড়ছিলাম, হঠাৎ কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দে আমার চমক্ ভাঙ্‌লো। সামনের দিকে চেয়ে দেখি বাংলোটির বারান্দায় একটি প্রকাণ্ড পাহাড়ী কুকুর বাঁধা রয়েছে; একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক, পরণে ব্রীচেস্, গায়ে লাল ফ্রক কোট্, গায়ের রং লাল টকটকে, তিনি কুকুরটিকে শান্ত ক'রছেন। আমার চোখে চোখ প'ড়তেই ভদ্রলোকটি সুন্দর ইংরাজী ভাষায় জিজ্ঞাসা ক'রলেন—আপনি কোন্ দেশের মানুষ?

আমি একটু হেসে ব'ললাম—ভারতবর্ষের। ভদ্রলোকটি বাংলো থেকে নীচে নেমে এসে হাত দু'টি ঘস্‌তে ঘসতে মৃদু হেসে আমাকে ব'ললেন—ও! ইণ্ডিয়া! আপনার পাসপোর্ট কোথায়? ভিসা? আজ আপনি কোথা হ'তে আসছেন?

একসঙ্গে এতগুলি কথা শুনে প্রথমে আমি একটু ঘাবড়ে গেলাম। আমি ইংরাজী ভাষায় ব'ললাম—Passport, Visa আমার আছে। কিন্তু আপনি কে?

ভদ্রলোক একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলেন। আমাকে ব'ললেন—আমি এই Frontier এর Passport officer, আমি একজন তাজিক। তাজিকদের সম্বন্ধে শ্রীনগরে আমি অনেক কিছু গল্প শুনেছিলাম। কিন্তু আমি বিশ্বাস ক'রতে পারছিলাম না যে, ২০ বৎসরের মধ্যে অসভ্য যাযাবর তাজিক আমার সামনে দাঁড়িয়ে ইংরাজী ভাষায়

কথা ব'লছে এবং জগতের সভ্য জাতির মত ব্যবহার ক'রছে। পিঠের বোচ্‌কা নামিয়ে তার ভিতর থেকে Passport খানি বার ক'রে officerটির হাতে দিলাম। তিনি Passportখানি খুলে মিনিট ছ'য়েক দেখে আমাকে ফেরত দিলেন। মুখের ভাব দেখে বুঝলাম তিনি আমার Passport দেখে সন্তুষ্ট হ'য়েছেন। আমার সাহস বেড়ে গেল, তাঁর সঙ্গে ভাল ক'রে আলাপ ক'রবার জন্য। কথার মধ্যে আন্তরিকতার সুর টেনে নিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলাম—আমাদের দেশ থেকে এসেছি আপনাদের নূতন-গড়া দেশ দেখতে। আমরা অনেক শুনেছি আপনাদের দেশ সম্বন্ধে। আপনাকে দেখে, আপনাদের সারা দেশটাকে ভাল ক'রে দেখবার জন্য আমার প্রবল ইচ্ছা ক'রছে। আমার কথা শুনে অফিসারটি আমার ডান হাত খানি ধ'রে ঝাঁকানি দিয়ে ব'ললেন—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। আপনাকে আমাদের দেশ খুব ভালভাবে নেবে। আপনি আমাদের দেশের সব কিছুই দেখতে পাবেন। কিন্তু আমার একটা অনুরোধ—আমাদের দেশ দেখে গিয়ে এদেশ সম্বন্ধে আপনাদের দেশে গল্প ক'রবেন। তারপর তিনি আমাকে তাঁর সঙ্গে কফি খাবার জন্য বাংলোর মধ্যে যেতে অনুরোধ ক'রলেন।

বাংলোটির বারান্দার উপর গিয়ে যখন দাঁড়ালাম, তখন আমি বাস্তবিকই ভুলে গিয়েছিলাম যে বাংলার মাটি থেকে বহু শত মাইল দূরে আছি। পাশে যে ভদ্রলোকটি—তাঁর সঙ্গে আমার যে রক্তের কোন সম্বন্ধ নেই, ক্ষণিকের জন্য তাও আমার মনে হ'লো না। একটু অন্যমনস্ক হয়ে প'ড়েছিলাম, কানে এলো একটি মেয়ের কণ্ঠস্বর। তাজিকি ভাষায় মেয়েটি অফিসারটিকে কি যেন ব'লছিলেন। আমি অফিসারটিকে যখন জিজ্ঞাসা ক'রলাম—ইনি কে? তখন তিনি মেয়েটির সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। মেয়েটি হ'চ্ছেন একটি তাজিক, বয়স প্রায় ২৩।২৪ বৎসর হবে, গায়ের রং ফর্সা ধবধবে, মাথায়

কালো ওড়না, গায়ে ব্লু জ্যাকেট্, পরণে রেড ফ্রক্, পায়ে চামড়ার হাইবুট। মুখশ্রী তত সুন্দর নয় বটে; একটু চোয়াড়ে গোছের যদিও, কিন্তু মেয়েটির চোখ দুটি দেখবার মত।

এই মহিলাটি সীমান্তের সেকেণ্ড অফিসার। যে সকল বিদেশী মহিলা পরিব্রাজক তাজিক রিপাব্লিকের মধ্যে প্রবেশ করেন ইনি তাঁদের পাসপোর্ট দেখে তত্ত্বাবধান করেন। পুরুষ অফিসারটির বাংলোর পাশেই হ'চ্ছে তাঁর বাংলো। মহিলাটি আমার সঙ্গে করমর্দ্দন ক'রে ভাঙ্গা ইংরেজী ভাষায় আমাকে ব'ললেন—আমরা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক কিছু জান্‌তে চাই। আপনি নিশ্চয়ই আপনাদের দেশ সম্বন্ধে আমাদের কমিউনে ব'লবেন। আপনাদের ডক্টর ট্যাগোর (রবীন্দ্রনাথ) যখন মস্কোতে এসেছিলেন তখন আমি সেখানে ছিলাম। এখন চলুন কফি খেতে খেতে আপনার সঙ্গে ট্যাগোর সম্বন্ধে আলোচনা ক'রবো।

বাংলোর ভিতর একটি ঘরে গিয়ে তিন জনে প্রবেশ ক'রলাম। ঘরটির চারিধারে কাঠের দেওয়াল, বেশ প্রশস্ত। এক দিকের দেওয়ালে একটি প্রকাণ্ড কাস্তে ও হাতুড়ি আঁকা লাল সোভিয়েট ফ্ল্যাগ ঝোলানো। তার দু'পাশে ষ্ট্যালিন এবং লেলিনের ফটোগ্রাফ, আর একদিকের দেওয়ালে একটি প্রকাণ্ড মানচিত্র। মানচিত্রের মধ্যে একটা বিশেষত্ব নজরে প'ড়ল—একটা দেশ যেখানে আর একটা দেশের সঙ্গে মিশেছে, সেখানে একটি বড় লাল বিন্দু আছে। ভারী চমৎকার লাগল ঐ ম্যাপটি দেখে। ঘরের মাঝখানে একটি প্রকাণ্ড টেবিল ও খানকয়েক চেয়ার, এক কোণে একটি পিয়ানো। একটি ছোট টেবিলে কিছু পোর্সেলিনের বাসন।

একটি চেয়ার টেনে নিয়ে লেলিনের ফটোগ্রাফের দিকে মুখ ক'রে ব'সলাম। অফিসার দু'টি তখন ব্যস্ত আমাকে কফি খাওয়াবার জন্য। দেখি, তাঁরা নিজের হাতেই সব কিছু ক'রছেন। খানিকক্ষণ চুপ

ক'রে তাঁদের কাজগুলি দেখলাম। পরে যখন খাবার সরঞ্জাম নিয়ে চেয়ারে এসে ব'সলেন, তখন আমি একটু সঙ্কোচের ভাব নিয়ে দু'জনকেই জিজ্ঞাসা ক'রলাম—মাফ ক'রবেন কমরেড, আপনাদের নাম কি? যদি আপত্তি না থাকে ব'লবেন কি? আমার কথা শুনে দু'জনেই এক সঙ্গে হো হো করে হেসে উঠলো। তারপর মেয়েটি কাপে কফি ঢালতে ঢালতে ব'ললেন—টেগোরের দেশের লোক আপনারা, অত্যন্ত ভাবপ্রবণ দেখছি। আমাদের নাম জানতে চেয়ে এত সঙ্কুচিত হ'চ্ছেন কেন?

পুরুষ অফিসারটি মেয়েটিকে দেখিয়ে ব'ললেন—এঁর নাম কমরেড সোফিয়া, তাজিক রিপ্লাবিকের আস্কাবাদ সহরে এঁর বাড়ী। মস্কো ওরিয়েণ্ট্যাল ইউনিভার্সিটি থেকে সাহিত্য এবং নার্সিং বিষয়ে শিক্ষা পেয়ে এসেছেন। আর আমার নাম মামুদ। আমি অবশ্য মস্কো ওরিয়েণ্ট্যাল ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষা পাইনি।

বুঝলাম, মামুদ তাঁর নিজের পরিচয় নিজে দিতে চান না। কি জানি কেন গত কালের যাযাবরের দেশে প্রথম এঁদের আমি দেখে মুগ্ধ হ'য়েছিলাম। এঁদের সরল, উন্নত এবং ভদ্র ব্যবহার বাস্তবিকই আমাকে মুগ্ধ ক'রেছিল।

কমরেড সোফিয়া কফির কাপটি আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে টেবিলের উপর দু'টি কনুয়ের ভর দিয়ে তখন সুরু ক'রলেন রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অনেক কথা। তিনি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এমন নিখুঁতভাবে বর্ণনা ক'রলেন যে কবিগুরুর দেশের মানুষ হ'লেও কবির সম্বন্ধে অমন বর্ণনা আমার পক্ষে অসাধ্য ছিল।

বেলা তখন প'ড়ে এসেছে। ধীরে ধীরে কুয়াশা নেমে এসেছে পাহাড়ের বুকে। কিছুক্ষণ পরে ঘরে এসে ঢুকল একটি জোয়ান, লম্বা-চওড়া ধরণের তাতারী লোক—পিঠে রাইফেল, মাথায়

বুশ-হ্যাট, পরণে রেড আর্ম্মির লাল পোষাক। ডান হাতটি উঁচু ক'রে মামুদকে Salute ক'রলে। মামুদ লোকটিকে কি যেন জিজ্ঞাসা ক'রলেন। লোকটি তার জামার পকেট থেকে একটি চিঠি বার ক'রে মামুদের হাতে দিতেই মামুদ আমাকে ব'ললেন —মাফ ক'রবেন, আমি একটু বাইরে যাচ্ছি, পরে দেখা হবে। কমরেড সোফিয়া আপনার আজ রাতের থাকার ব্যবস্থা ক'রে দেবেন। এই ব'লে কমরেড মামুদ সৈনিকটিকে নিয়ে ঘরের বাইরে চ'লে গেলেন।

কমরেড সোফিয়া আর আমি ঘরের মধ্যে রইলাম। মিনিট দশেক আমরা দু'জনে চুপ ক'রে ছিলাম। ঘরের বাইরে আঁধার তখন নিবিড়ভাবে নেমে এসেছে। কুয়াশা ভেদ ক'রে পেঁজা তুলার মত বরফ পড়ে চ'লেছে পাহাড়ের বুকে। আমি মুগ্ধ হ'য়ে জানালার দিকে তাকিয়ে এ অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখছিলাম। চমক ভাঙলো আমার, ঘরের ভিতর ইলেক্‌ট্রিকের আলো জ্বলে উঠতে। কমরেড সোফিয়া আমাকে তন্ময় হ'য়ে থাকতে দেখে হেসে ব'ললেন—আপনি কি কবি? আমি নিজেকে একটু সামলে নিয়ে ব'ললাম—আমি কবি ছিলাম না, আপনাদের এই দেশের সীমানায় পা দিয়ে আজ থেকে আমার কবি হ'তে ইচ্ছা ক'রছে।

কমরেড সোফিয়া একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে নিজের মনেই ব'লে যেতে লাগলেন—আজ থেকে কুড়ি বৎসর আগে তুমি যদি আসতে আমাদের দেশে, তবে দেখতে বন্ধু, আমাদের দেশে ছিল কত ব্যথা, কত বেদনা, কত নির্য্যাতন! মানুষের প্রতি মানুষের ছিল কত ঘৃণা, কত বিদ্বেষ, কত হিংসা। কিন্তু এখন—আমি কমরেড সোফিয়ার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ব'ললাম—জানি কমরেড, আমি এখন কি দেখবো; সে আভাস আমি প্রথম তোমাদের দেশে পা

দিয়েই পেয়েছি। আমি বেশ ভাল ক'রেই বুঝতে পেরেছি গত দিনের তুর্কীস্থান আমার চোখে ধরা দেবে না। আমি দেখবো—সুন্দর একটি দেশ. যে দেশের লোকের মহান আদর্শ সারা জগতে ছড়িয়ে প'ড়েছে। আমাদের কবি রবীন্দ্রনাথ, তোমাদের দেশ সম্বন্ধে বহু প্রশংসার কথা জানিয়েছেন তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে। কবির যে কত গভীর শ্রদ্ধা তোমাদের দেশের উপর—তা ব'লে শেষ করা যায় না। কমরেড সোফিয়া ব'ললেন—আমার সঙ্গে আসুন, আপনার রাতের বিশ্রামের জায়গা দেখিয়ে দি, আপনি নিশ্চয়ই খুবই পরিশ্রান্ত হ'য়েছেন। বাংলোটি থেকে প্রায় এক ফার্লং দূরে আর একটি ছোট বাংলোয় আমরা কথা কইতে কইতে গিয়ে উঠলাম।

রাতের অন্ধকার তখন পাহাড়ের বুকে জমাট হ'য়ে ব'সেছে। বরফের কুঁচি পথে আসতে আসতে গায়ে জমে উঠলো। বাংলোর বারান্দায় উঠতেই কমরেড সোফিয়া তাঁর চামড়ার দস্তানা-ঢাকা ডান হাতটি দিয়ে আমার গা থেকে বরফের কুঁচি ঝেড়ে দিলেন। তারপর আমরা গিয়ে ঢুকলুম পরিষ্কার একটি সাজানো ঘরে। টেব্‌ল-ল্যাম্পের আলোয় ঘরটি বাস্তবিকই সুন্দর দেখাচ্ছিল। এক কোণে একটি স্প্রিংএর খাটে গরম বিছানা—টেবিল, চেয়ার সাজানো। দেওয়ালে রয়েছে লেলিনের একটি ফটো। কমরেড সোফিয়া আমাকে ব'ললেন—আপনি বিশ্রাম করুন, আমি আপনার রাতের খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি—আমাদের সঙ্গে আবার আপনার দেখা হবে সকাল বেলায়। এই কথা ব'লে শুভ রাত্রি (Good Night) জানিয়ে কমরেড সোফিয়া চ'লে গেলেন।

খাটের উপর ব'সে আছি একদৃষ্টে লেলিনের ফটোর দিকে চেয়ে। মনে হ'তে লাগলো, এই সামান্য ছবিখানির মধ্যে কত না বিপুল শক্তি র'য়েছে! ঘরের বাইরে খট্‌ খট্‌ শব্দ শুনে দরজা খুলে দিয়ে দেখি,

একটি কিশোরী মেয়ে সর্ব্বাঙ্গে চামড়ার ক্লোকে শরীর ঢেকে দু'হাতে একটি প্রকাণ্ড ট্রে নিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকলো। আমি তাকে ব'লতে যাচ্ছিলাম—"Good Evening" কিন্তু কিশোরীটি আগেই ব'লে উঠলো—"তাইস্তা কমরেড"। ভাষা আমি বুঝতে পারলাম না। নিরুপায় হয়ে যখন কিশোরীটির দিকে তাকিয়ে আছি, সে আমায় নিরুপায় ভাব দেখে ট্রের উপরকার ঢাক্‌না খুলে আমাকে ইসারায় জানিয়ে দিলে—আমার রাতের খাবার। তারপর মৃদু হেসে 'তাইস্তা' ব'লে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সাধারণ খাবার—একটি প্লেটে সোনালী রংএর গরম স্যুপ, আর একটি প্লেটে খানিকটা মাংস আর কিছু রুটি। একটি মগে লালচে রংএর খানিকটা তরল পদার্থ। বেশ ক্ষুধা পেয়েছিল, তারপর ঘুমেও চোখ বুজে আসছিল। কোনরকম ক'রে খাবারগুলির সদ্ব্যবহার ক'রে মগের তরল পদার্থটির খানিকটা চুমুক দিতেই শরীরে কি যেন এক সুন্দর আমেজ এলো। চোখ আমার ঢুলে আসছিলো। জুতা খুলে দিনের পোষাক না বদলিয়েই শুয়ে প'ড়লাম বিছানায়। মাথা পর্য্যন্ত টেনে দিলাম ভেড়ার লোমের পুরু কম্বল। গভীর নিদ্রা তখন ধীরে ধীরে আমাকে আকর্ষণ ক'রলো।

পূবদিকের আকাশের কুয়াশা ভেদ ক'রে প্রভাত রবির এক ফালি আলো কাঁচের জানালার ভিতর দিয়ে আমার মুখে এসে প'ড়তেই ঘুম ভেঙে গেল। শীঘ্রই নিদ্রাভঙ্গের জড়তা ঘুচে গিয়ে আবার মনে এনে দিল এক মধুর আনন্দের রেশ। বিছানায় উঠে ব'সে যখন চোখ চেয়ে দেখলুম, তখন প্রথম চোখে প'ড়লো সামনের দেওয়ালের লেলিনের ফটোখানি। ভোরের আলো ছবিখানির উপর প'ড়ে—যে দীপ্তিময় মাধুর্য্যমণ্ডিত হ'য়ে আমার চোখে ভেসে উঠলো তা ভাষায় প্রকাশ ক'রতে পারি না।

দরজার বাইরে দু'তিনবার টোকা প'ড়লো। বিছানা থেকে উঠে শরীরের দিকে চেয়ে দেখি, দিনের পোষাক প'রেই রাত্রে শুয়ে প'ড়েছিলাম। পোষাকের দিকে চেয়ে নিজের মনে একটু হাসি এলো। দরজা খুলেই দেখি কমরেড মামুদ দাঁড়িয়ে আছেন—গায়ে গাঢ় লাল রঙের গলা থেকে পা পর্য্যন্ত আলখাল্লা প'রে। তাঁর লাল আলখাল্লাটিতে রোদের আলো লেগে মনে হ'ল, সারা ঘরটিতে কে যেন লাল আবির ছড়িয়ে দিয়েছে। ভারী চমৎকার লাগলো—মুখ দিয়ে অজানিতভাবে বেরিয়ে প'ড়লো—কমরেড, 'লাল প্রভাত'। এই কথা বলার পরেই যেন মনে হ'লো, আমার এইভাবের কথা মামুদের হয়ত' ভাল লাগলো না। কিন্তু কমরেড যখন হেসে ব'ললেন 'লাল সেলাম বন্ধু'! তখন আনন্দে আমার সারা শরীর শিউরে উঠলো। তারপর তিনি ব'ললেন—আমাদের দেশের প্রথম রাত্রি আপনার কেমন কাটলো?

আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে ব'ললাম—চমৎকার বন্ধু! বড় সুন্দর লাগলো আপনাদের দেশকে—এত সৌন্দর্য্য আমি জীবনে কখনও উপভোগ করিনি।

কমরেড মামুদ আমাকে ঠাট্টা ক'রে ব'ললেন—আপনি যে দেখছি একজন কবি, এক রাত্রির মধ্যেই আমাদের দেশকে এত ভালবেসে ফেলেছেন। আমি বললুম—আমি কবি নই বটে, কিন্তু আমাকে কবি ক'রেছে আপনাদের দেশের লাল প্রভাত।

তারপর কথাবার্ত্তার পালা শেষ হ'লো—মামুদ আমাকে তাঁর বাংলোতে নিয়ে গেলেন সকালের খাবার খাওয়াতে।

বেলা তখন ১২টা। অল্প কুয়াশা আর রৌদ্র পাহাড়গুলির মাথার উপর ছড়িয়ে আছে। কমরেড সোফিয়া, মামুদ ও আমি একটি পাহাড়ের উপর এসে দাঁড়ালুম। সোফিয়ার কাঁধে ছিল একটি

বাইনাকুলার। সেটিকে ঠিক ক'রে নিয়ে তিনি আমার হাতে দিয়ে ব'ললেন—দেখুন সামনের দিকে, আপনাকে কাল যেখানে রওনা হ'তে হবে। বাইনাকুলার চোখে দিয়ে প্রথমে ঝাপ্‌সা দেখতে লাগলুম। একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে ব'ললাম—কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। সোফিয়া ত' হেসে ফেটে প'ড়লেন। মামুদ সোফিয়াকে কৃত্রিম তিরস্কার ক'রে ব'ললেন—ছি! সোফিয়া! বিদেশী মানুষকে কি এইরূপ অপ্রস্তুত ক'রে দিতে হয়। সোফিয়া একটু লজ্জিত হ'লেন। মৃদু হেসে ব'ললেন—আমাকে মাফ ক'রবেন কমরেড। আমি অন্য কিছু ভেবে হাসিনি, আপনার কথার ধরণ শুনে হেসেছি।

আমি তখন সোফিয়াকে ব'ললাম—আমি আপনাকে মার্জ্জনা ক'রতে পারি এই সর্ত্তে, আপনি যদি আজ আমাকে সমস্ত দিন হাসাতে পারেন আপনার হাসি দিয়ে। সোফিয়া তখন ব'ললেন—আপনি ত' দেখছি খুব লোভী। আমি উত্তর দিলাম—লোভী ছিলাম না, আপনাদের দেশের মাটীতে পা প'ড়ে আমাকে লোভী ক'রেছে। মামুদ ও সোফিয়া দু'জনেই হেসে উঠলেন।

বাইনাকুলারের আবছা ভাব কেটে গিয়ে দূরে চোখে প'ড়লো—গাছ পালা, নদীর রেখা, মাঝে মাঝে ছোট ছোট সারবন্দী বাড়ী; আর জমির উপর দিয়ে একটি কৃশ সূক্ষ্ম রেখা ঠিক সাপের মত এগিয়ে চ'লেছে। দূরবীণে চোখ রেখে কমরেড মামুদকে জিজ্ঞাসা ক'রলুম,—দূরের সমান মালভূমিতে একটি কি যেন সারবন্দী জিনিষ এগিয়ে চ'লেছে। মামুদ ব'ললেন—ওটি হ'চ্ছে ইলেকট্রিক ট্রেন—এই রেলপথের নাম—ট্রান্স্-কাস্পিয়ান রেলওয়ে।

দূরবীণ থেকে চোখ নামিয়ে সোফিয়ার দিকে চেয়ে ব'ললাম—আমি নিজেকে আর সামলে রাখতে পারছি না, সামনের সমতল ভূমি যেন

আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাক্‌ছে। আশা করি আপনারা কাল সকালেই আমাকে বিদায় দেবেন।

কমরেড্ মামুদ ব'ললেন—এত শীঘ্রই আপনি আমাদের ছেড়ে চ'লে যাবেন! কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার মধ্যে পাহাড়টির চারিদিকে ঘুরে আমরা এসে ব'সলাম একটি পাহাড়ী ঝরণার ধারে। কমরেড্ সোফিয়া আগ্রহের সঙ্গে আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন—কমরেড! আপনার দেশের মেয়েদের কথা বলুন। প্রথমটা নিজের মনেই সঙ্কুচিত হ'য়ে গেলুম। সোফিয়ার মত মেয়ের কাছে আমাদের দেশের মেয়েদের সম্বন্ধে কি-ই বা ব'লবার আছে?

যাই হোক হঠাৎ মনে হ'লো আমাদের ভারতের মেয়েদের দুঃখ-দুর্দ্দশা, তাদের ব্যথা ও বেদনার কাহিনী কমরেড সোফিয়ার মত দরদী বন্ধুর কাছে বলার এইত' সুযোগ। ভারতের নির্য্যাতিতা নারীজাতির ইতিহাস কমরেড্ সোফিয়ার নিকট ব্যথা-মাখান সুরে শোনালাম। আমার বর্ণনা শেষ হ'তে দেখি, কমরেড সোফিয়া তখনও চুপ ক'রে ব'সে আছেন। বুঝলাম, তিনি আমার কথা খুবই মন দিয়ে শুনেছেন। আমি জিজ্ঞাসা ক'রলাম তাঁকে—আমাদের দেশের মেয়েদের কথা কেমন শুনলেন?

কমরেড্ সোফিয়া একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে ব'ললেন—বড় অসহায় আপনাদের দেশের নারীরা। আপনাদের দেশের পুরুষরা নারীদের যদি এই অসহায়তা দূর না করেন, তা হ'লে আপনাদের দেশের মেয়েদের এ দুঃখ দুর্দ্দশা ঘুচবে না। কুড়ি বৎসর আগে আমাদের দেশের মেয়েদের অবস্থা আপনাদের দেশের মেয়েদের চেয়ে বেশী শোচনীয় ছিল। কিন্তু এই কুড়ি বৎসরের ভিতর বিপ্লবের মধ্য দিয়ে আজ এ দেশের নারী জাতি, রাষ্ট্রে পুরুষের মতই সমান অধিকার লাভ ক'রেছে। এর মূলে ছিল নারী জাতির প্রতি এদেশের কয়েকজন

বিপ্লবী পুরুষের শ্রদ্ধা ও দরদ। সোফিয়ার কথাগুলি আমার প্রাণে বড় লাগলো। কত সত্য এ সব কথা! তারপর সোফিয়া ও মামুদের সঙ্গে খুঁটিনাটি অনেক কথা হ'লো।

পরের দিন সকালে পরিষ্কার আকাশে রৌদ্র যখন ঝলমল ক'রছিল, তখন সোফিয়া, মামুদ এবং ফ্রন্টিয়ারের অন্যান্য কর্ম্মচারীগণের নিকট বিদায় নিয়ে আস্কাবাদের দিকে রওনা হলাম। পাহাড়ী রাস্তা দিয়ে চ'লতে চ'লতে আমার তখনকার বিচ্ছেদ-বেদনাতুর মন ক্ষণে ক্ষণে আন্দোলিত হয়ে উঠছিল পেছনে-ফেলা গত দু'দিনের মধুর স্মৃতি মনে করে।

আস্কাবাদের পথে

ঘণ্টাকয়েক ধ'রে তিন-চারটি পাহাড়ী বাঁক ঘুরবার পরে দেখতে পেলাম, বিকেলের পড়ন্ত রোদ্দুর পাহাড়ের বুকে ফিকে হ'য়ে এসেছে ; অদূরে দেখা গেল একটি গ্রাম। পথশ্রমে ক্লান্ত আমি, আশ্রয়ের আশায় তাড়াতাড়ি পা চালালাম। গ্রামটির নাম তোগা। দেখে স্পষ্টই মনে হ'লো, গ্রামটির বয়স বেশী নয়। কুড়ি বৎসর আগে তুর্কীস্থান রিপাব্লিক সৃষ্টির সঙ্গেই এই গ্রামটিরও সৃষ্টি হ'য়েছে। পাহাড়ী রাস্তার ধারে সারবাঁধা কতকগুলি বাড়ী। রাস্তার উপরে পাহাড়েও কতকগুলি বাড়ী দেখলাম। এই গ্রাম থেকে দূরে দেখা যাচ্ছে, তাজিক রিপাবলিকের সহর আস্কাবাদের অস্পষ্ট ছবি। ঠিক ক'রে নিলাম—গ্রামে কিছুক্ষণ বিশ্রাম ক'রে সন্ধ্যার সময় গিয়ে প'ড়বো আস্কাবাদ সহরে।

গ্রামের মধ্যে ঢুকেই প্রথমে একটি কাঠের তিনতলা বাড়ীর পাশে এসে দাঁড়াতেই মিষ্টি পিয়ানোর সুর কানে এসে আমার পথ চলা থামিয়ে দিল। প্রায় মিনিট পাঁচেক সেখানে তন্ময় হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। পিছন থেকে একটি বালকের কণ্ঠস্বর আমার তন্ময়তা ভেঙে দিল। পিছন ফিরে দেখি, ফুট্‌ফুটে একটি ৮।৯ বছরের ছেলে ; মাথায় লাল বাঁকান টুপি, গায়ে আঁটসাট ব্লু রংয়ের সামরিক পোষাক, আমার দিকে তাকিয়ে কি যেন জিজ্ঞাসা ক'রছে। ছেলেটিকে দেখে মনে হ'লো, যেন এক ফালি চক্‌চকে সকালবেলার দুষ্ট রোদ্দুর আমার সামনে প'ড়েছে। ফুট্‌ফুটে রং, দাঁতগুলি দুধের মত ধব ধব্ ক'রছে। আমি প্রথম তাজিকী ভাষা শেখার পরিচয় ছেলেটিকে দিলাম—'তাইস্কা কমরেদ"। ছেলেটি তার বড় বড় চোখ দুটি আরও বড় ক'রে প্রত্যুত্তর

দিলে—"তাইস্কা"। তারপর তাজিকী ভাষায় আগ্রহের সঙ্গে আমাকে কি যেন জিজ্ঞাসা ক'রলে। ছেলেটির আগ্রহের মানে বুঝলাম, কিন্তু তার ভাষার মানে বুঝলাম না। নিজেকে সামলে নিয়ে পকেট থেকে এক টুক্‌রা কাগজ আর পেন্সিল বার ক'রে বড় বড় ইংরাজী অক্ষরে লিখ্‌লাম 'India', তারপর একটু হাসির রেশ টেনে, লেখা কাগজখানি ছেলেটির দিকে আগিয়ে দিলাম। ছেলেটি আমার পাশে দাঁড়িয়ে আগ্রহের সঙ্গে India লেখাটি বানান ক'রে প'ড়লো। তারপর ছেলেটির মুখের বিস্ময়ের ভাব কেটে গেল। ছেলেটি তখন আমার হাত ধ'রে ইসারায় সামনের বাড়ীটির দিকে যেতে ব'ললো। এর মধ্যে ছেলেটি নিজের মনে দুই তিন বার India কথাটি মৃদুস্বরে উচ্চারণ ক'রছিল। ছেলেটির ভাব দেখে মনে হ'লো, যেন সে খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে India কথাটির মধ্যে আমার পরিচয় পেয়ে।

বাড়ীটির মধ্যে প্রবেশ ক'রতেই সামনে চোখে প'ড়লো প্রকাণ্ড একটি হলঘর। দেওয়ালে অসংখ্য দেশ-বিদেশের ম্যাপ, নানা রঙের রঙীন ছবি ও পোষ্টার টাঙান রয়েছে। হলের মাঝখানে একটি উঁচু টেবিল। টেবিলটির উপরে একটি গোল গ্নোবষ্ট্যাণ্ড্‌। সামনে সারবন্দী প্রায় শ'দুয়েক বেঞ্চ এবং ড্রয়ার-টেবিল। হলটির এক কোণে জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে একটি পাহাড়ে ঝরণা। তার দিকে মুখ ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন সাদা ফ্লানেলের ঘাগরা-গাউন পরা একটি তরুণী। মাথার চুল একটু লাল্‌চে রংয়ের; বেণী ক'রে বাঁধা। ছেলেটি আমাকে ছেড়ে দিয়ে তরুণীর কাছে গিয়ে তাড়াতাড়ি কি ব'ললো। তরুণীটি কি যেন ভাবছিলেন—একটু চমকভাঙ্গা সুরে ছেলেটিকে তাজিকী ভাষায় কি ব'ললেন। ছেলেটি আমার দিকে হাত দিয়ে দেখিয়ে দিলে পর তিনি তখন আমার দিকে মুখ ফেরালেন। বিকেলের পড়ন্ত রোদ্দুরের আলো জানালার ভিতর দিয়ে হলে এসে প'ড়েছে। তরুণীটি মুখ

ফেরাতেই আমার যেন মনে হ'লো—আমার সামনে জীবন্ত ম্যাডোনার প্রতিমূর্ত্তি।

আমাকে দেখেই তরুণীটি জানালার ধার থেকে স'রে আমার কাছে এগিয়ে এলেন। তারপর মধুর স্বরে ইংরাজী ভাষায় জিজ্ঞাসা ক'রলেন—আপনি শুনলাম ভারতবাসী, কতদিন এসেছেন আমাদের দেশে? আমি ব'ললাম—মাত্র তিন দিন। তিনি ব'ললেন—চলুন আমার সঙ্গে অফিস রুমে গিয়ে বসি।

হল পেরিয়ে একটি প্রশস্ত অফিস ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকলাম। ঘরটির চারিধারের জানালায় কাঁচ লাগানো ব'লে প্রচুর আলো ঘরের মধ্যে আছে। ঘরের মধ্যে একটি প্রকাণ্ড টেব্‌ল, খান কয়েক চেয়ার। চারিধারে শেল্‌ফে বহু ছোট ছোট খেলনার বন্দুক, মেসিনগান, এরোপ্লেন প্রভৃতি সাজানো। এক দিকের দেওয়ালে একটি প্রকাণ্ড লাল রঙের ম্যাপ।

ঘরের মধ্যে চোখ বুলিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রলাম ম্যাপটির দিকে চেয়ে—এই ম্যাপটি কি সারা এসিয়াটিক রিপাব্‌লিকের? তিনি আমার পাশে দাঁড়িয়ে ম্যাপটির দিকে তাকিয়ে ব'ললেন—সারা এসিয়াটিক রিপাব্‌লিকের নয়? শুধু তাজিক রিপাব্‌লিকের। এই ম্যাপের মধ্যে আপনি তাজিক রিপাব্‌লিকের প্রত্যেক ইঞ্চির পরিচয় পাবেন। তিনি যখন কথাগুলি ব'লে যাচ্ছিলেন, তখন আমার মনে হ'চ্ছিল—ছোট বেলাকার আমাদের ভূগোল পড়ার কথা। ম্যাপটির সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের দেশের স্কুলে মানচিত্র দেখানর রীতির কথা মনে হ'তে, মনের মধ্যে বিশেষ বেদনা অনুভব ক'রতে লাগলাম।

তারপর আমার চোখে প'ড়ল, শেল্‌ফের খেলনাগুলির দিকে। তরুণীটি আমার মুখের ভাব দেখেই বোধ হয় আমার মনের প্রশ্ন ধ'রে ফেলেছিলেন। শেল্‌ফটির দিকে তাকিয়ে আছি দেখে ব'ল্লেন—

ও'গুলো যা দেখছেন, আমাদের স্কুলের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের খেলতে দেওয়া হয়। আমি প্রশ্ন ক'রলাম—আপনাদের স্কুলে খেলার ছলেই কি ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানো হয়? তিনি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ব'ললেন—হ্যাঁ তাই। সারা সোভিয়েট রিপাব্লিকের মধ্যে যেখানেই যাবেন, দেখবেন—খেলার ছলেই ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানো হয়। সারা জগতে এমন ব্যাপক-ভাবে এই রীতিতে শিক্ষা দেওয়া আর কোথাও দেখবেন না।

আমি তাঁকে ব'ললাম—আমার কত আনন্দ হ'চ্ছে, আপনাদের দেশে এই তিন দিন মাত্র এসে। শুধু এই দেখে যে, আপনারা সত্যই মনুষ্যত্বের পূজারী। তরুণীটি তখন হেসে ব'ললেন—আপনি ত' ভারতবাসী, আপনারা শুনেছি ভয়ানক ভাবপ্রবণ। আপনাদের সঙ্গে আমাদের খুব মেলে। আমাদের যা কিছু গ'ড়ে উঠেছে, তার মধ্যে রয়েছে পবিত্র ও সুষ্ঠু ভাবপ্রবণতা। তারপর তিনি আমাকে পাশের আর একটি ঘরে নিয়ে গেলেন। ঘরটি অফিসরুমের প্রায় দু'গুণ। চারিধারে কাঁচের জানালা, দেওয়ালে রোমারোল্যাঁ, বাট্রাণ্ড রাসেল, বার্ণার্ড শ, রবীন্দ্রনাথ, লেলিন, ষ্ট্যালিন, ম্যাক্সিম্ গোর্কী প্রভৃতি মনীষিদের তৈলচিত্র র'য়েছে। ঘরটি দেখে মনে হ'ল—একটি লেক্চার রুম।

রবীন্দ্রনাথের ছবি দেখে আমার বাংলার কথা মনে প'ড়ল। বাংলাতে কোথাও ত' রবীন্দ্রনাথের ছবি দেখে এত আনন্দ হয় নাই। নিজের অজ্ঞাতে করযোড়ে রবীন্দ্রনাথের ছবির দিকে তাকিয়ে প্রণাম ক'রলাম। তরুণীটি যে পাশে দাঁড়িয়ে আছেন, ভুলে গেলাম। তিনি হেসে ব'ললেন—ডাঃ টেগোরকে আপনারা খুব ভক্তি করেন, না? আমি একটু লজ্জিত হ'য়ে ব'ললাম—হ্যাঁ, কম্রেড। মুখ হ'তে উত্তর বেরিয়ে আসছিল—তোমাদের দেশের সঙ্গে আমাদের দেশের

এ বিষয়ে অনেক তফাৎ—তোমাদের দেশের মানুষরা, মনীষিদের প্রতিভাকে সত্যিকার শ্রদ্ধা করে, প্রতিভার নামে বৃথা ঢাক বাজিয়ে বেড়ায় না। আজ তিন দিন ধ'রে আমার দেশের ও দেশবাসীর দৈন্য অনুভব ক'রে নিজের মনে যে ব্যথা পাচ্ছি, লজ্জায় তা' আর প্রকাশ ক'রতে পারলাম না।

আমার কথার মোড় ঘুরিয়ে নেবার জন্য তরুণীটিকে হেসে ব'ললাম—আচ্ছা কম্‌রেড, বলুন ত, আমি আপনার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত, বিদেশী; আমার খুঁটিনাটি পরিচয় না নিয়ে পরিচিত লোকের মত আমার সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে এরূপ আলাপ ক'রছেন! তিনি তখন মৃদুহাস্যে ব'ললেন—কমরেড, সারা দুনিয়ায় কোন মানুষই আমাদের অপরিচিত নয়। দুনিয়ার সকলেই আমাদের কমরেড। তারপর গলার স্বর সহজ ক'রে নিয়ে ব'ললেন—আপনি যখন আমাদের দেশে এসেছেন, তখন ত' আপনি আমাদের দেশের অতিথি। বুঝলাম সন্দেহ এরা কাউকে করে না; অপরকেও সন্দেহ ক'রবার সুযোগ দেয় না।

রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ আবার তুলে তরুণীটি ব'ললেন—ডাঃ টেগোর আমাদের দেশে আসার পূর্ব্বে কমরেড গোর্কী তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আমাদের অনেক কথা জানিয়েছেন। মৃদু হেসে তখন তিনি মিষ্টিস্বরে ব'ললেন—আমাদের দেশের বিপ্লবী সাহিত্যিকদের কথা আপনাকে ব'লবো; এখন কিছু খাবেন চলুন। আমার তখন ক্ষিদেও পেয়েছিল খুব, তখনই রাজী হলাম। তিনি তখন আমাকে সঙ্গে ক'রে, হলঘর পেরিয়ে প্রশস্ত সিঁড়ি দিয়ে নিয়ে গেলেন দোতালার একটি কক্ষে। ঘরটির চারিধারে কতকগুলি ইজি চেয়ার ও ব'সবার চেয়ার আছে। এককোণে একটি ছোট সেক্রেটারিয়েট টেব্‌ল। টেব্‌লের পাশে শেল্‌ফে স্তূপাকার বই ও

কাগজপত্রের রাশি। একটি ছোট টি-পয়ের উপরে নীল ছোট একটি টেবল্-ল্যাম্প। সাধারণ আসবাবপত্র দিয়ে এলোমেলো সাজান এই ঘরখানি আমার বড় ভাল লাগলো। সন্ধ্যার ঠাণ্ডা হাওয়া ঘরটিকে ভরিয়ে দিয়েছে। তরুণীটি আমার নিশ্চল ভাব দেখে জিজ্ঞাসা ক'রলেন—কমরেড, কিছু ভাবছেন, না কি?—আমি নিজেকে সামলে নিয়ে ব'ললাম—না; এমন কিছু নয়—এই আপনাদের দেশ সম্বন্ধেই ভাবছিলাম। তিনি একটু হেসে ছোট্ট ধন্যবাদ জানিয়ে টেবল্-ল্যাম্প্ জ্বেলে দিলেন। একটা ইজি চেয়ার আমার সামনে এগিয়ে দিয়ে, ব'সতে ব'লে আমার জন্য খাবার আনতে গেলেন।

মিনিট পনেরো পরে তিনি ঘরে ঢুকলেন একটি ট্রেতে কিছু খাবার নিয়ে। সামনের ছোট টেব্লটিতে খাবার রেখে আমরা দু'জনে খেতে লাগলাম। কালো গমের রুটিতে কামড় দিয়ে তাঁকে ব'ললাম—বাঃ! ভারি মিষ্টি তো আপনাদের এই রুটি! আপনাদের দেশের মাটিতে এই গম হয়? তিনি চামচ দিয়ে সুপ খেতে খেতে আমাকে ব'ললেন—এই গম্ তাজিকস্থানেই হয়, কিন্তু কুড়ি বছর আগে হ'তো না। আমি তাঁর কথা বুঝে নিলাম, কেন তিনি এ কথা ব'ললেন? আজ তিন দিন ধ'রে খালি এদেশের মানুষের পরিচয়ের মধ্য দিয়ে জানতে পাচ্ছি—পুরাতন তুর্কীস্থানকে ঝেড়ে, মুছে ফেলে এরা নূতন তুর্কীস্থানকে কত সুন্দর ভাবে দেখে! খাওয়া শেষ ক'রে তিনি আমাকে ব'ললেন—আপনি এইখানেই আজ রাত্রে বিশ্রাম করুন, সকালের দিকে আস্কাবাদের দিকে রওনা হবেন।

আমি তাঁকে ঠাট্টা ক'রে ব'ললাম—আপনি কি জ্যোতিষী?

তিনি তেমনি ঠাট্টার সুরে ব'ললেন,—তার মানে?

—তা না হ'লে আপনি আমার মনের কথা জানলেন কি ক'রে?

আমি ত' ঠিক ক'রেছিলাম, আমি আস্কাবাদ যাবো না—এই খানেই থাক্‌বো।

তরুণীটি মিষ্টি হেসে ব'ললেন—জ্যোতিষীকে নিয়ে আমাদের রিপাব্‌লিক মাথা ঘামায় না—আমাদের রিপাব্‌লিকএর মানুষরা যাদুবিদ্যা সম্বন্ধে মাথা ঘামায়। এই কথা ব'লে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। তাঁর কথা তখনও আমার কানে বাজছিল—যে আমরা যাদুবিদ্যা নিয়ে মাথা ঘামাই। সত্যিই এরা যাদুকর! এই দেশকে জগতের কাছে বাস্তবের আদর্শ নিয়ে মহান ক'রে গ'ড়ে তুলেছে—এই যাদুকররাই।

নিজের অজ্ঞাতে কখন জানি না ইজি চেয়ারে ঘুমিয়ে প'ড়েছি। তন্দ্রার মধ্যে যেন স্বপ্ন দেখছি—একটি কচি হাত আমার ডান হাতটি ধ'রে টানছে। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। দেখি,—সন্ধ্যায় যে ছেলেটিকে স্কুলবাড়ীর সামনে পেয়েছিলাম, সেই ছেলেটি ধপ্‌ধপে, পাত্‌লা, গরম কাপড়ের আলখাল্লা প'রে আমাকে ভাঙা ভাঙা ইংরাজীতে ব'লছে—কমরেদ, 'স্থপ, ইত'। আমি বুঝে নিলাম, ছেলেটি ইংরাজী শিখতে সুরু ক'রেছে। আমাকে ইংরাজীতে বোঝানর জন্য সে যে চেষ্টা ক'রছে, তার ইংরাজী শুনে তা' বুঝলাম। মনে হ'ল, সত্যি আনন্দ পায় না ছেলেটি আমাকে ইংরাজীতে কিছু ব'লে!

তরুণীটি আরও কিছু খাবার নিয়ে আবার ঘরে ঢুকলেন। খাবার টেবিলে, তাঁর সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে জানতে পারলাম—এদেশের ছেলেদের বিদেশীর সঙ্গে আলাপ ক'রবার কত আগ্রহ! কিন্তু ভাষার বাধার জন্য অনেক সময় সুবিধা হয় না। তাই বিদেশীদের যদি এ দেশের ভাষা জানা থাকে তবে কত না সুবিধা হয়!

আমি তাঁকে ব'ললাম—বিদেশীর পক্ষে কি সম্ভব আপনাদের দেশের ভাষা সহজে শিখে নেওয়া? তিনি তখন ব'ললেন—আমাদের

সোভিয়েট থেকে চেষ্টা চ'লছে—Moscow Foreigu Literature Societyকে দিয়ে সারা জগতে সোভিয়েট রিপাব্লিকের ভাষা প্রচার করবার জন্য।

আমি ব'ললাম,—কিন্তু আপনাদের ছেলেমেয়েদেরও ত' কিছু বিদেশী ভাষা শেখা দরকার। তিনি খাবারের ডিস্‌টি আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে ব'ললেন—কিন্তু আমরা ত' চেষ্টা ক'রছি খুবই বিদেশী ভাষা সংগ্রহ ক'রে শেখবার, কিন্তু বিদেশীদের আগ্রহ এখনও পর্য্যন্ত আমরা ততটা পাইনি। আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন তিনি—আচ্ছা, আপনাদের ভারতবর্ষ ত' প্রকাণ্ড। আমার বড় দেখতে ইচ্ছে করে। আমি ব'ললাম—আমাদের দেশে আপনার মত মেয়েকে পেলে সকলেই খুবই আনন্দ পাবে। আপনাদের উপর আমাদের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আছে। তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ব'ললেন—সেদিন কবে আসবে, যেদিন জগতের সমস্ত নরনারী আমরা হবো একটি মিলিত পরিবার।

ঘণ্টাখানেক খাবার টেব্‌লে এইভাবে আলোচনা চলার পর, আমি তাঁকে শুভরাত্রি জানিয়ে আমার নির্দ্দিষ্ট শয়নকক্ষে এসে দেখলাম—ঘরটির একটু পরিবর্ত্তন হ'য়েছে।

আসবাবপত্র সরিয়ে মাঝখানে একটি ল্যাম্প্‌ খাট, তার উপর পুরু বিছানা। পাশে টি-পয়, তার উপরে একটি পোর্সেলিনের মগে কি যেন ঢাকা র'য়েছে। পিঠের বোঝা থেকে রাতের পোষাক বার ক'রে দিনের পোষাক বদলাবার সময় মনে হ'ল—আমার জন্মভূমিতে রাতের বিশ্রামের সময় এত নির্ভরতা, এত অনাবিল আনন্দ ত' কোনদিন অনুভব করিনি, যত আজ অনুভব ক'রছি জন্মভূমি থেকে বহু হাজার মাইল দূরে এসে! এরা সত্যিই যাদুকর! মানুষ হ'য়ে জীবনের একঘেয়েমিকে দূর ক'রে এদের সরল, নিয়মিত, সুষ্ঠু কর্ম্মময় জীবন কাজ ও আনন্দের ভিতর দিয়ে রোমাঞ্চময় ক'রে তোলে।

ঘুমে চোখ ঢুলে আসছিল। বিছানায় নিজেকে এলিয়ে দিলাম। তারপর কখন যে ঘুমিয়ে প'ড়েছি খেয়াল ছিল না। ঘুম যখন ভাঙল—বেলা তখন কত হবে জানি না—কাঁচের জানালার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে বাহিরের আলো অস্পষ্টভাবে। প্রচুর কুয়াশা এসে নেমেছে পাহাড়ের বুকে। পাশের বাড়ীগুলো আবছায়ার মত দেখা যাচ্ছে। কি জানি কেন ইচ্ছা হ'লো না বিছানা ছেড়ে উঠতে। ভাবলাম, এমন কুয়াশা-ভরা সকাল—কি হবে এত তাড়াতাড়ি উঠে! খানিকটা আরও ঘুমিয়ে নেওয়া যাক। কিন্তু আমার সে সাধে বাদ সাধলো—গতদিনের সেই ছেলেটি। প্রথমেই যে পোষাকে তাকে দেখেছিলাম, সেই লাল রঙের পোষাক প'রে ঘরে এসে ঢুকলো। আমাকে শুয়ে থাকতে দেখে. একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলো। খাটের কাছে এসে যখন দেখলে—আমি চোখ চেয়ে আছি, তখন একটু মিষ্টি ভর্ৎসনার স্বরে ব'ললে—আপনি এখনও বিছানায় শুয়ে আছেন? আমাদের কিন্তু কুয়াশার দিনেও সকালে উঠতে হয়। সিস্‌তার বলেন—এতে আমাদের স্বাস্থ্য খুব ভাল থাকে। উঠুন! উঠুন!!

আমি ছেলেটির ভাঙা ইংরাজীতে মৃদু ভর্ৎসনা পেয়ে সত্যই লজ্জিত হ'লাম। তারপর বিছানা ছেড়ে দিনের পোষাক প'রে নিলাম। ছেলেটি আমাকে নিয়ে ঘর থেকে বিরিয়ে গেলো। পাশের একটি ঘরে গিয়ে ঢুকতেই দেখি—প্রায় পঞ্চাশজন ছেলেমেয়ে—পাঁচ হ'তে দশ বৎসর পর্য্যন্ত সবারই বয়স—গায়ে লাল রঙের আঁটশাঁট পোষাক, মাথায় বাঁকান লাল রঙের টুপি—সারি দিয়ে বেঞ্চিতে ব'সে আছে। তা'দের মাঝখানে গত রাত্রের তরুণীটি, একটি পিয়ানোর সামনে ব'সে যেন আমারই জন্য অপেক্ষা ক'রছিলেন।

আমি ঘরে ঢুকতেই তরুণীটি উঠে দাঁড়িয়ে তাজিক ভাষায় ছেলে-মেয়েদের কি যেন ব'ললেন। প্রত্যেক ছেলেমেয়ে অমনি সঙ্গে সঙ্গে

সামরিক কায়দায় আমাকে নমস্কার জানাল। যন্ত্রচালিতের মত আমিও নূতন যুগের এই শিশুদের অভিবাদন জানালাম। তারপর তিনি পিয়ানোর ধারে একটি টুল দেখিয়ে দিয়ে আমাকে ব'সতে ব'ললেন।

টুলের উপর ব'সে আমি তরুণীটিকে জিজ্ঞাসা ক'রলাম—এখন বুঝি আপনাদের গানের ক্লাস হ'চ্ছে। তিনি ব'ললেন—হাঁ; আজকের সকাল নিশ্চয়ই আপনার ভাল লাগবে আমাদের স্কুলের ছেলেমেয়েদের সমবেত সঙ্গীত শুনে। আমি হেসে তাঁকে ধন্যবাদ দিলাম, আর একথা জানাতেও ভুললাম না—আজ প্রভাতে উঠে আমি গানের সুরই আশা ক'রেছিলাম।

তারপর পিয়ানোর তালে তালে চ'লল, ছেলেমেয়েদের সমবেত সুমিষ্ট সঙ্গীত। জানি না—কি ভাষায় এ সঙ্গীতের বর্ণনা দোবো! তবে এইটুকু আমার মনের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হ'চ্ছিল যে বাংলাদেশের ছেলেমেয়েদের মুখে সমবেত সুরে কখনও কখনও যে জাতীয় সঙ্গীত শুনে আমার ভাল লাগতো, আজও এ জিনিষটা যেন তেমনি মধুর, তেমনি সুন্দর লাগলো!

ঘণ্টাখানেক পরে স্কুল বাড়ী থেকে বিদায় নিয়ে কুয়াশায় ঢাকা রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চ'ললাম আস্কাবাদ সহরের দিকে। মনের মধ্যে গত দিনের এবং আজিকার প্রভাতের পিছনে ফেলা স্মৃতির টুক্‌রোগুলো নিয়ে মালা গাঁথতে গাঁথতে চ'লেছি। দু'ঘণ্টা পথ চ'ললাম একেবারে বিভোর হ'য়ে। হঠাৎ কিসের তীব্র আওয়াজ কানে আসতে পাশের দিকে চেয়ে দেখি একটি ফ্যাক্‌ট্রি। পাহাড়ী পথ যেখানে এসে সমতল ভূমিতে মিশেছে, ঠিক সেই জায়গাটিতে লাল রঙের টিনের ছাদ ও সাদা দেওয়ালে ঘেরা ফ্যাক্‌ট্রিটি বড় চমৎকার লাগলো!

কারখানার চারিপাশে চোখে প'ড়লো সুন্দর বাগান। বিভিন্ন বয়সের শ্রমিক নরনারী কথায়, হাস্তে পথ মুখরিত ক'রে ফ্যাক্‌টির মধ্যে ঢুক্‌ছে। কিছুক্ষণ ভেবে নিলাম—সহরের দিকে এগিয়ে যাবো—না এই কারখানার মধ্যে ঢুকে প'ড়বো। সহরের আকর্ষণ আমাকে বিচলিত ক'রতে পারলো না—আমি কারখানাটির দিকেই পা চালিয়ে দিলাম।

বাগানটি পেরিয়ে যখন প্রথম ফটকের কাছে এসে দাঁড়িয়েছি, কানে এলো শুধু ঘর্ ঘর্ শব্দ। দু'চার জন নরনারী গেটের ধারে একটি ছোট্ট ঘরে ব'সে দাঁড়িয়ে কথাবার্ত্তা ব'লছে। আমাকে দেখে একটি মহিলা সঙ্গের একটি পুরুষকে কি যেন ব'ললেন—সঙ্গে সঙ্গে পুরুষটি আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকালেন। আমি তখন সাহস পেয়ে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে ইংরাজীতে পুরুষটিকে সম্বোধন ক'রে ব'ললাম—Good morning Comrade! লোকটি আমার কথা শুনে একটু হেসে হাত তুলে অভিবাদন জানালেন—তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। আমার সামনা সামনি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলেন ভাঙা ভাঙা ইংরাজীতে—আপনি কি একজন Traveller? কোন দিক থেকে আসছেন?

তাঁর ইংরাজী শুনে হাসি পেল; কিন্তু ভারী ভাল লাগলো। উত্তর দিলাম ইংরাজীতে—হাঁ, আমি একজন Traveller, ভারতবর্ষ থেকে আসছি। মনে হ'লো তিনি যেন বেশ খুসী হয়েছেন—আমি ভারতবর্ষের লোক শুনে। আনন্দের সঙ্গে বিনয় মিশিয়ে তিনি ব'ললেন—ও! চমৎকার! এখানে একজন ভদ্রলোক আছেন; তিনি ভারতবর্ষের শ্রীনগরে গিয়েছেন—চলুন, আপনাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাই।

সামনের ছোট ঘরটি পার হ'য়ে আমরা যখন কারখানার মধ্যে

ঢুকতে যাচ্ছি, শ্রমিক বন্ধুটি অল্প সময়ের মধ্যে ঘরের নরনারীর সঙ্গে আমার মোটামুটি পরিচয় করিয়ে দিলেন। সবাই আমাকে মিষ্টি অভিবাদন জানালেন—যেন তাঁদের কাছে আমার পরিচয় কত প্রিয়, কত বাঞ্ছনীয়! বাহির থেকে ফ্যাক্‌ট্রিটিকে যা ভেবেছিলুম তা’ নয়। ভিতরে গিয়ে দেখি—চৌকো ধরণের বিল্ডিং—বহু ঘর, মাঝখানে ফুলের বাগান, মাঝে মাঝে টেব্‌ল ও লম্বা বেঞ্চ বিছানো। বাগানটি দেখে মনের মধ্যে প্রচণ্ড কৌতূহল হ’লো শ্রমিক বন্ধুটিকে জিজ্ঞাসা ক’র্ত্তে, এখানে শ্রমিকরা কাজের অবসরে বেড়াতে পারে কি না? আমার মনের কথা শ্রমিক বন্ধুটি যেন জানতে পেরেছিলেন। বাগানটির উপর দিয়ে নিয়ে যেতে যেতে বন্ধুটি ব’ললেন—আমাদের কাজের অবসরে এই বাগানটি বিশ্রামের জায়গা। এখানে আমরা বসি, কথা কই, খাওয়া-দাওয়া করি।

বাগান পেরিয়ে গিয়ে উঠলাম একটি বড় ঘরে। পর্দ্দা সরিয়ে দু’জনে ঘরটির মধ্যে ঢুকলাম। ঘরটি দেখে প্রথমে আমার মনে হ’চ্ছিল—ছোট খাটো একটি রংয়ের দোকান। নানা রংয়ের সূতা ঘরটির চারি ধারে সাজানো র’য়েছে। মধ্যে লাল রংয়ের বনাতে ঢাকা একটি প্রকাণ্ড টেব্‌ল। বহু বড় বড় কাগজপত্র ছড়ানো রয়েছে। টেব্‌লটিকে ঘিরে চারিটি লম্বা বেঞ্চ সাজানো। বুঝতে পারলাম এটি ফ্যাক্‌ট্রির ম্যানেজারের ঘর। সামনেই একটি যুবক চেয়ারে ব’সেছিলেন, তাঁকে অভিবাদন জানালুম। তিনি আমাকে প্রত্যভিবাদন জানিয়ে শ্রমিক বন্ধুটিকে তাজিক ভাষায় কি জিজ্ঞাসা ক’রলেন—বন্ধুটি কি যেন উত্তর দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে যুবকটি চেয়ার ছেড়ে আমার সামনে এসে ডান হাতখানি বাড়িয়ে ইংরেজী ভাষায় ব’ললেন—আমি বড় আনন্দ পেলাম বহুদিন পরে ভারতবর্ষের লোক দেখে।

তাঁর সঙ্গে আলাপ ক'রে জানতে পারলাম, তিনি একজন মোঙ্গলিয়ান। চাইনিজ তুর্কীস্থান রিপাব্লিক হওয়ার পরই তিনি ভারতবর্ষের শ্রীনগরে তাঁর বাবার সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলেন। তিনি ভারতবাসীদের আচার-ব্যবহারের যেমন প্রশংসা ক'রলেন, তাদের দুঃখ-দুর্দ্দশা সম্বন্ধেও দুঃখ জানালেন খুবই। বছর-পাঁচেক হ'লো তিনি এই ফ্যাক্‌টি্রতে বদলী হয়েছেন চাইনীজ তুর্কীস্থান রিপাব্লিকের রাজধানী কাস্‌গার থেকে। তারপর প্রায় ঘণ্টা দু'য়েক আমাকে সঙ্গে নিয়ে গোটা ফ্যাক্‌টি্রটি দেখিয়ে নিয়ে বেড়ালেন।

শুষ্ক পাহাড়ের পাদদেশে এই ফ্যাক্‌টি্র। কিন্তু যতক্ষণ এই ফ্যাক্‌টি্রর মধ্যে ছিলাম, আমি ভুলে গিয়েছিলাম, আমি একটি গ্রামের ফ্যাক্‌টি্র দেখছি। নানা রকমের আধুনিক কলকজা দিয়ে তৈরী উলের কাপড় বোনা কল, ফ্যাক্‌টি্রর মধ্যে পশমী কাপড় তৈরী ক'রে চ'লেছে। পুরুষ ও স্ত্রী উভয় শ্রমিকই এই কাজে ব্যস্ত দেখলাম। সকলেই নিজের কাজ কি গভীর মনোযোগ দিয়ে ক'রে চলেছে—যেন তারা কত ভালবাসে তাদের কাজকে! তাদের চোখে মুখে কি স্বাচ্ছন্দ্য, কি মাধুর্য্য যে ফুটে উঠেছে তা' বলবার নয়। নিশ্চিন্ত মনে তারা কাজ ক'রে চ'লেছে।

ফ্যাক্‌টি্রর বাইরে এসে যুবকটি আমাকে খানিকটা এগিয়ে দিলেন আস্কাবাদের দিকে।

গ্রামের বাড়ীগুলি ছাড়িয়ে এসে যখন গ্রামের সীমান্তে এসে দাঁড়ালাম, সামনে পেলাম প্রকাণ্ড সমতল ভূমি, পথের ধারেই দাঁড়িয়ে আছে একটি বিরাট স্তম্ভ। তার মাথায় লাগানো চারিটি পাখাযুক্ত একটি প্রকাণ্ড রিং। কখনও প্রচণ্ড বাতাস এসে মাঝে মাঝে সেই প্রকাণ্ড গোল জিনিসটিকে জোরে ঘুরিয়ে দিচ্ছে, কখনও বা আস্তে আস্তে। যুবকটি সেই দিকে দেখিয়ে ব'ললেন—এটি হ'চ্ছে

উইণ্ড মিল; এর দ্বারা আমরা অনেক কিছু শক্তি পাই। আমাদের ব্যবহারের জন্য বহু জিনিষ এর সাহায্যে সৃষ্টি ক'রতে পারি। গ্রামের স্বাস্থ্যরক্ষার কাজে এর দান অতুলনীয়।

যুবকটির কাছ থেকে এগিয়ে চল্লুম দূরের **আস্কাবাদ** সহরের দিকে। কুয়াসা কেটে গিয়ে ঝক্‌ঝকে রূপালি রোদ মাঠে এসে প'ড়েছে। ক্ষেতের উপর রোদ লেগে চক্‌চক্ করছে গত রাত্রের পড়া শিশির বিন্দুগুলি। একবার কৌতূহল হ'লো ক্ষেতগুলি দেখবার। দেখলাম, ছোট ছোট ধানের শীষের মত একরকম শস্য। প্রথমে ধানের ক্ষেত বলে ভুল হ'য়েছিল, কিন্তু ক্ষেতের ধারে গিয়ে একটি শীষ তুলে নিয়ে গিয়ে বুঝলাম, এগুলি ধান নয়—গম। সঙ্গে সঙ্গে মনে প'ড়লো গ্রামের দ্বিতীয় দিনের সন্ধ্যায় কালো গমের রুটি খাওয়ার কথা।

আস্কাবাদ

এমনিভাবে তিনদিন গ্রামের মধ্য দিয়ে চলার পর গিয়ে পৌছুলাম **আস্কাবাদ** সহরে। সন্ধ্যা তখন নেমে এসেছে পৃথিবীর বুকে। আকাশ থেকে নেমে আসছে রাতের অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে ঘন কুয়াশা। রাস্তার আশে পাশে ছড়িয়ে প'ড়ছে পাঁজা তুলোর মত বরফের টুক্‌রো।

প্রথমে ঢুকেই চোখে প'ড়লো প্রকাণ্ড একটি গোল থামওয়ালা একতলা বাড়ী। বাড়ীটার কাঁচের জানালার ভিতর দিয়ে ঘরের ভিতরে দেখতে পেলাম, বহু নরনারী ব'সে আছে প্রকাণ্ড কয়েকটি টেব্‌ল ঘিরে। আলোয় ঘরখানি ভ'রে গেছে। ভাবলাম—আমার প্রবেশ করা উচিত কিনা এই বাড়ীটির মধ্যে। রাত্রের আশ্রয় আমাকে যোগাড় ক'রতেই হবে। সামনের দরজায় গিয়ে আঘাত ক'রতেই দরজাটি খুলে গেল। সামনে কাউকে দেখলাম না; ভয়ে ভয়ে ভিতরে ঢুকলাম।

ছোট্ট একটি দালান পার হ'য়ে দু'টি যুবক নজরে প'ড়লো। তাঁরা মুখোমুখি হ'য়ে কি যেন বলাবলি ক'রছেন। আমি তাঁদের কাছে গিয়ে যখন দাঁড়ালাম, তখনও তাঁরা আমাকে লক্ষ্য ক'রেননি। কয়েক সেকেণ্ড ধ'রে ভাবছিলাম—কি ব'লে এঁদের সঙ্গে কথা আরম্ভ ক'রবো—এমন সময় পাশের হ'ল ঘর থেকে মিষ্টি অরকেষ্ট্রার সুর ভেসে এল। যুবক দু'টি একটু চঞ্চল হ'য়ে উঠতেই আমার দিকে দৃষ্টি প'ড়লো। বিস্ময়ের সঙ্গে আমার দিকে একটুখানি চেয়ে নিয়ে তাঁরা নিজেরাই আমার সঙ্গে কথা ব'লতে আরম্ভ ক'রলেন—

—আপনি কাকে চান ?

—আমি ব'ললাম—আমি একজন ট্র্যাভলার, আজ সন্ধ্যায় আপনাদের সহরে এসে পৌছেছি ভারতবর্ষের দিক থেকে। আমার উত্তরে যুবক দু'টি সন্তুষ্ট হ'লেন না—তাঁদের মুখ দেখে তা' মনে হ'লো। হঠাৎ মনে পড়লো ফ্রন্টিয়ারে কমরেড সেফিয়া ও মামুদের কথা। পকেট থেকে তাঁদের শিল-মোহর করা ভিসাখানি বার ক'রে প্রথম যুবকটির হাতে দিলাম। যুবকটি ভিসাখানি ভাল ক'রে দেখে হেসে ব'ললেন—ওঃ আপনিই বুঝি কমরেড গাঙ্গুলী ?

কথাবার্ত্তা অবশ্য ইংরাজীতেই চ'লছিল, কিন্তু যুবকটি ইংরাজী ভাষায় তত পটু নয় তা' বুঝতে পেরেছিলাম। দ্বিতীয় যুবকটি তারপর আমাকে সন্ধ্যার সম্ভাষণ জানিয়ে পাশের হলঘরটিতে তাঁর সঙ্গে প্রবেশ করবার জন্য অনুরোধ ক'রলেন। আমি নূতন বন্ধু দু'টির সঙ্গ লাভ ক'রে সমস্ত দিনের পথ চলার ক্লান্তি ভুলে গেলাম। তাঁদের সঙ্গে হলঘরের মধ্যে প্রবেশ ক'রে দেখি, ঘরটিতে বসে আছেন প্রায় শ'তিনেক নরনারী। ঘরের এক ধারে একটি কাবারেট। কাবারেটের উপরে নানারঙের গাঢ় পোষাক প'রে জন বার নরনারী বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে চলেছেন। ঘরের মধ্যে সবাই তন্ময় হয়ে সেই বাদ্য শুনছেন। আমি যুবক দু'টির পাশে একটি চেয়ারে ব'সে প'ড়লাম। লক্ষ্য ক'রলাম—সকলে বেশ তন্ময় হ'য়ে বাজনা শুনছেন।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে পাশের যুবকটির ডাকে বুঝতে পারলাম যে বাজনা থেমে গেছে। বড় সুন্দর, বড় মধুর লাগছিলো, সমস্ত ক্ষণ ধ'রে এই যন্ত্র-সঙ্গীত শুনতে। নিজেকে এক রকম ভুলে গিয়েছিলাম। তাই, বাজনা শেষ হ'তে সুরের রেশ আমার কানে তখনও মেলায়নি। যুবকটি ব'ললেন—আসুন, আপনার সঙ্গে সহরের নামজাদা লোকদের পরিচয় করিয়ে দোবো। আমি আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে

আমার আগ্রহ জানালাম। ক্রমশঃ আমাকে ঘিরে নরনারীর ভীড় জমতে লাগলো। সেই ভীড়ের মধ্যে প্রায় ৪০ বৎসর বয়স্ক এক তাজিক ভদ্রলোককে দেখিয়ে যুবকটি আমাকে ব'ললেন—এঁর নাম কমরেড সলেমান। ইনি আমাদের আস্কাবাদ সহরের মিউজিক্ কালচারের একজন প্রধান। এঁর অধীনে আস্কাবাদ সহরে বারটি মিউজিক স্কুল আছে। তা' ছাড়া তাজিক রিপাব্লিকের বহু গ্রামের স্কুলের মিউজিক সেক্সনের দেখাশুনা করেন।

তাঁর পরিচয় পেয়ে, করমর্দ্দন করবার জন্য আমার ডান হাতটি তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিলাম প্রফেসার সলেমান আমার ডান হাতটি দু'হাতে ধরে মৃদু ঝাঁকানি দিয়ে হেসে তাজিক ভাষায় ব'ললেন—তাইস্কা। তারপর ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজীতে ব'ললেন—নিশ্চয়ই আমার ভুল হবে না, যদি আমি আপনাকে ভারতবাসী ব'লে মনে করি। বিনীতভাবে উত্তর দিলাম—না, আপনার ভুল নয়, আপনি আমাকে ভারতবাসী ব'লে বিশ্বাস ক'রতে পারেন।

তারপর ভদ্রলোক একটু ব্যস্ত হ'য়ে বললেন—নিশ্চয়ই, সমস্ত দিন ভ্রমণের পর আপনার বিশ্রামের দরকার, আপনি কি আমার সঙ্গে এখনই খাবার টেব্লে যাবেন?

আমাকে ঘিরে যে সকল তাজিক নরনারী দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁদের মধ্যে দু' একজন মিউজিক প্রফেসারকে ব'ললেন—তা হ'লে এঁর খাবার বন্দোবস্ত কি ষ্টেট্ কমিউনে হবে—না আমাদের বাড়ীতে হবে। তিনি হেসে জবাব দিলেন—না, আমাদের নূতন বন্ধুটি আজ আমারই অতিথি হবেন। এই ব'লে সবাইকে শুভরাত্রি জানিয়ে তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে পথে বেরুলেন।

রাত তখন প্রায় ন'টা হবে। প্রচুর কুয়াশা নেমেছে সহরের বুকে, ঝির ঝির ক'রে বরফ প'ড়ে চ'লেছে, রাস্তার উজ্জ্বল ইলেক্ট্রিক

আলো কুয়াশায় ফিকে হ'য়ে উঠেছে। চামড়ার কোটটি কান পর্য্যন্ত টেনে পথ চ'লছিলাম। সঙ্গের ভদ্রলোক পকেট থেকে একটি চুরুট বার ক'রে আমার হাতে দিয়ে ব'ললেন—ধূমপান করা অভ্যাস আপনার নিশ্চয়ই আছে, এটাকে এখন কাজে লাগান, আমাদের দেশের এই ভীষণ ঠাণ্ডার হাত থেকে কিছুটা রক্ষা পাবেন। আমি ধন্যবাদ জানিয়ে চুরুটটি গ্রহণ ক'রলাম। পথ চ'লতে চ'লতে ভদ্রলোকটি অনেক কথাই ব'লে চ'ললেন প্রায় ১৫ মিনিট ধ'রে—এমন সুন্দর ভাবে যে, আমার খেয়াল ছিল না—অচেনা এক সহরের পথের উপর দিয়ে চ'লেছি।

তিনি ব'লছিলেন—সোভিয়েট রিপাব্লিকের গান ও যন্ত্রসঙ্গীতের প্রাচীন ও নূতন ইতিহাসের কথা। বিশ বৎসর আগে তাজিক জাতি যখন যাযাবর ছিল—তখন সাহিত্য ব'লতে তাদের কিছু ছিল না। গান তারা গাইত বটে, কিন্তু সে গানের মধ্যে কোন রুচি ছিল না। তারা পাহাড়ে পাহাড়ে, দেশে দেশে, দুর্ব্বোধ্য ভাষায়, নিজেদের মনোমত সুরে গান গেয়ে বেড়াত। সে গানের কোন আদরই ছিল না। কিন্তু আজ সেই গত দিনের যাযাবর জাতিরা যে গান গায়, তার সুর, তার ভাষা, সারা দুনিয়াকে মুগ্ধ করে। আমাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পর্য্যন্ত যন্ত্রসঙ্গীত ও গানের আসর পরিচালনা ক'রে থাকে।

এই সব কথাবার্ত্তার মধ্য দিয়ে আমরা এসে পৌছুলাম একটি সাততলা প্রকাণ্ড বাড়ীর নীচে। কুয়াশার ঘন-আবরণের মধ্যে বাড়ীটির রং ঠিক ক'রতে পারছিলাম না। সমস্ত বাড়ীটিতে বৈদ্যুতিক আলো জ্বল্ছে, কিন্তু কুয়াশায় খুবই আব্ছা দেখাচ্ছিল। সামনের একটি প্রকাণ্ড কাঁচের দরজা ঠেলে তিনি আমায় ভিতরে আসতে ব'ললেন। আমাকে নিয়ে তিনি সিঁড়ি বেয়ে ছ'তলার একটি ঘরে

নিয়ে গেলেন। ঘরটির মধ্যে উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলো জ্বলছে, মধ্যে একটি প্রকাণ্ড টেব্‌ল, টেব্‌লটির চারিধারে কয়েকখানি চেয়ার। জানালার ধারে একটি প্রকাণ্ড পিয়ানো। খানিকটা চোখ বুলিয়ে নিয়ে বুঝতে পারলাম ঘরটি খাওয়ার ঘর। একটি চেয়ার টেনে নিয়ে ভদ্রলোকটি আমাকে ব'সতে দিলেন, তারপর ব'ললেন—আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি আমার স্ত্রীকে ডেকে আনছি—আপনাকে দেখে তিনি খুব খুসী হবেন। এই কথা ব'লে তিনি পাশের ঘরে চ'লে গেলেন ও মিনিট দু'য়েক পরে একটি মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে আবার তিনি ঘরে ঢুকলেন।

মহিলাটির পরণে ছিল গাঢ খয়ের রঙের লম্বা ঘাগ্‌রা। গায়ে আঁট-সাঁট ব্লু জ্যাকেট্, মাথায় একটি কালো রঙের ওড়না—বয়স প্রায় ৩০ এর কাছাকাছি হবে। মহিলাটিকে দেখে মনে হ'ল তিনি তাজিক নন—কেননা তাঁর মুখের রং তাজিকদের মত তত লাল্‌চে নয়, একটু বেশী রকমের ফর্‌সা। আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে তাঁকে অভিবাদন জানালাম; তিনি সুন্দর ইংরাজী ভাষায় আমাকে প্রত্যভিবাদন জানালেন। মহিলাটি ভাল ইংরাজী জানেন। আমার আশ্রয়দাতা ভদ্রলোক আমার সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমি যা, অনুমান ক'রেছিলাম তা' ভুল নয়—ইনি তাজিক ন'ন—আফগানিস্থানের মেয়ে। তুর্কীস্থান রিপাব্‌লিক হওয়ার প্রথমে ইনি আফগানিস্থান থেকে এসেছিলেন, সেই থেকে ইনি এই দেশেরই বাসিন্দা।

সাদর সম্ভাষণের পর মহিলাটি আমাকে ব'ললেন—আপনি নিশ্চয়ই খুব ক্ষুধার্ত্ত। আমাকে বিশ মিনিট সময় দিন, আমি আপনাদের খাবার নিয়ে আসছি। খাবার টেব্‌লেই আমরা আপনার দেশের গল্প শুনব। এই ব'লেই তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে

গেলেন। বেশ বুঝতে পারলাম—জগতের সমস্ত নারীই স্নেহ, মায়া ও মমতার সমানভাবে অধিকারিণী। আমাদের দেশে নারীদের যে গৃহলক্ষ্মী কেন বলা হয় তা বেশ বুঝতে পারলাম।

আমি তখন আমার আশ্রয়দাতার দিকে চেয়ে হেসে ব'ললাম—আপনাকে কি ব'লে ডাকবো বলুন। তিনি হো হো ক'রে হেসে উঠলেন। আমার কাছে এসে পিঠ্ চাপড়ে ব'ললেন—আপনি আমাকে 'আঙ্কেল কমরেড' ব'লে ডাকবেন। আমি হেসে ব'ললাম সত্যি আপনি 'আঙ্কেল কমরেড'। আপনারই বয়সী আমার এক আঙ্কেল আছেন বাংলা দেশে।

তারপর কিছুক্ষণ তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তার পর মহিলাটি আবার ঘরে ঢুকলেন একটি বড় ট্রে ক'রে রাতের খাবার নিয়ে। আমরা তিনজনেই টেবুলে ব'সে খেতে স্বরু ক'রলাম। সম্পূর্ণ সাদাসিদা খাবার। একটু ভেজিটেবল স্যুপ, খানিকটা সিদ্ধ মাংস, কিছু রুটি। আমার এত ভাল লেগেছিল যে খাবার আমাকে চেয়ে নিতে হ'য়েছিল। মহিলাটি খুব আনন্দের সহিত ব'ললেন—আপনি আমাদের সারা রিপাব্লিকে এই রকম খাবার পাবেন।

আমি আঙ্কেল কমরেডকে জিজ্ঞাসা ক'রলাম—শুনেছিলাম, আপনাদের দেশে সবায়ের আহার নাকি ষ্টেট্ হোটেলে হ'য়ে থাকে?

তিনি ব'ললেন—আপনি ঠিকই শুনেছেন। আমাদের সব রিপাব্লিকের গ্রামে এবং সহরে একটি ক'রে ষ্টেট্ হোটেল আছে। সেখানে খাওয়ার জন্য অবশ্য বাধ্যতামূলক কোন আইন নাই। কিন্তু গ্রামের বা সহরের বেশীর ভাগ লোক ষ্টেট্ হোটেলে আহার করে। যারা হোটেলে খায় না, তারা বাড়ীতে আহার তৈরী ক'রে খায়। এজন্য তারা নিয়মিতভাবে ষ্টেট্ মার্কেট থেকে রেশন পেয়ে থাকে। অবশ্য দু'রকম আহারের জন্যই পয়সা লাগে।

কথাবার্ত্তার মধ্য দিয়ে আমরা আহার শেষ ক'রলাম। মহিলাটি খাবার বাসনগুলি ট্রেতে গুছিয়ে নিয়ে বহু পরিচিতার মত ব'ললেন—কমরেড, ঘুমে আপনার চোখ বুজে আসছে, নিশ্চয়ই এখনই আপনার বিশ্রামের প্রয়োজন। সত্যই চোখ আমার ঘুমে বুজে আসছিল—সারাদিনের পথ-চলার ক্লান্তিতে। কিন্তু আঙ্কেল কমরেডের কথা আমার এত ভাল লেগেছিল যে, আমার সারা দিনের পথ-চলার কষ্ট যেন আমি ভুলে গিয়েছিলাম।

তারপর আমাকে আঙ্কেল কমরেড ও তাঁর স্ত্রী পাশের একটি কাঁচের জানালা আঁটা ঘরে নিয়ে এসে সামনের একটি খাট দেখিয়ে ব'ললেন—এইটি আপনার রাতের বিশ্রামের স্থান। খাটের পাশেই একটি ছোট টেব্‌লে টেবল্-ল্যাম্প। ঘরের একদিকে একখানি টেব্‌ল ও চেয়ার, টেব্‌লের উপর কয়েকখানি বই ও লেখার সরঞ্জাম। ঘরখানি দেখে আমার অত্যন্ত আনন্দ হ'লো। মহিলাটিকে জানালাম—আপনাদের এই ঘরখানি দেখে আমার ক্লান্তির কথা ভুলে গেছি। তিনি সহাস্যমুখে ব'ললেন—তাহ'লে আপনি বিশ্রাম করুন। তাঁরা দু'জনে এগিয়ে যেতেই আমি তাঁদের রাতের অভিনন্দন জানালাম তাজিকী ভাষায়—তাইস্তা কমরেড। দু'জনেই হেসে উঠে ব'ললেন—তাইস্তা, তাইস্তা কমরেড। এই ব'লে তাঁরা চ'লে গেলেন। রাতের পোষাক প'রে সমস্ত দিনের ক্লান্ত দেহখানি গরম বিছানাটিতে এলিয়ে দিলুম। তন্দ্রার ঘোরে চোখের সামনে বাংলা দেশের এক অস্পষ্ট ছবি যেন ভেসে উঠলো। ধীরে ধীরে গভীর নিদ্রা আমাকে সব ভুলিয়ে দিল।

পরের দিন যখন ঘুম ভাঙলো, তাকিয়ে দেখি সারা ঘরখানিতে ছড়িয়ে প'ড়েছে সকালের সোনালি রোদ্দুর। তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে উঠে ঘরটির মধ্যেই যে বাথরুম ছিল, সেখানে হাত-মুখ ধুয়ে

নিয়ে দিনের পোষাক প'রে অপেক্ষা ক'রতে লাগলাম—আমার আশ্রয়দাতা কমরেড আঙ্কেলের প্রতীক্ষায়। কয়েকদিনের মধ্যেই এদের দেশের আদব-কায়দা কতকটা বুঝে নিয়েছিলাম। অতিথিকে এরা রাতের জায়গায় পৌঁছে দিয়ে পরের সকালে অতিথিসেবার জন্য প্রতীক্ষা করে।

মিনিট দশেক পরে ঘরের দরজায় টোকা প'ড়ল। আমি ভিতরে আসবার জন্য ব'লতেই ঘরে ঢুকলেন আঙ্কেল কমরেড্। গায়ে তাঁর সাদা প্রকাণ্ড একটি পশমের আলখাল্লা। ভারি সুন্দর লাগছিল তাঁকে ঘরের মধ্যে এভাবে দাঁড়াতে দেখে। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে প্রভাতের অভিবাদন জানালাম। তিনিও আমাকে স্মিতমুখে প্রত্যভিবাদন জানালেন। তাঁর পোষাকটি দেখিয়ে তাঁকে ব'ললাম—আমাদের দেশের কবি টেগোর আপনারই মত এই রকম সাদা আলখাল্লা পরেন। তিনি হেসে ব'ললেন—আমি ডক্টর্ ট্যাগোরের ফটোগ্রাফ দেখেছি। তারপর আমাকে দিনের পোষাক প'রে তৈরী হ'য়ে থাকতে দেখে তিনি ব'ললেন—আপনি তৈরী, এখন চলুন সকালের খাবার খেয়ে নেবেন।

ঘণ্টা খানেকের মধ্যে সকালের খাওয়া শেষ ক'রে আঙ্কেল কমরেডের স্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমরা দু'জনে বাড়ী থেকে বেরিয়ে প'ড়লাম সহরের সব চেয়ে বড় মিউজিক স্কুলে যাবার জন্য। বেশ প্রকাণ্ড চওড়া রাস্তা, পাথর আর কংক্রিট দিয়ে তৈরী। রাস্তার মাঝখান দিয়ে চ'লেছে দু'টি চওড়া ট্রামলাইন। দু'পাশের ফুটপাত দিয়ে অন্যান্য নরনারী, শিশুবৃদ্ধ, বালকবালিকা ব্যস্তভাবে চলাচল ক'রছে দেখলাম। আঙ্কেল কমরেডকে জিজ্ঞাসা ক'রলাম—এই সব নরনারী এত ব্যস্ত হ'য়ে কোথায় চ'লেছে? তিনি ব'ললেন—প্রভাতের আলো সহরের বুকে ছড়িয়ে প'ড়বার পর, সহরের

আবালবৃদ্ধবনিতা নিজেদের কাজে ব্যস্ত হ'য়ে পড়ে। এমন একজনও তখন পাবেন না, যে বিনা কাজে ব'সে আছে।

দু'জনে একটি ট্রামে এসে উঠলাম। চওড়া কাঠের বেঞ্চ। ৪০ জন যাত্রী ট্রামটিতে ব'সে ভ্রমণ ক'রতে পারে এমনি ভাবে সাজানো। প্রথমেই নজরে প'ড়লো কাস্তে ও হাতুড়ি আঁকা একটি ছোট লাল সোভিয়েট ফ্ল্যাগ। ট্রামের কন্‌ডাক্‌টার ও ড্রাইভার দু'জনেই নারী। গায়ে আঁটশাঁট পোষাক। একরাশ বেণী বাঁধা চুলের উপর লাল বাঁকান টুপি। ট্রামটির যিনি চালক তাঁর বয়স হ'য়েছে। নারী কন্‌ডাক্‌টারটির বয়স অল্প। ট্রামের ভিতর ব'সে আছেন বহু নরনারী। সকলেই খবরের কাগজ বা কোন বই প'ড়ে চ'লেছে। এদের দেখে মনে হ'লো, এমন সুন্দর সকালকে এরা চায় পুরাপুরি ভোগ ক'রতে জ্ঞানের মধ্য দিয়ে।

মিনিট পনের পরে ট্রামটি এসে দাঁড়িয়ে গেল একটি প্রকাণ্ড বাগানঘেরা সাততলা বাড়ীর কাছে। আঙ্কেল কমরেড মুখের চুরুটটি হাতে নিয়ে ট্রামের মধ্যে ছাইদানিতে ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে দাঁড়িয়ে উঠে ব'ললেন—এইখানে আমাদের নামতে হবে। আমরা দু'জনে ট্রাম থেকে নেমে প'ড়লাম। তিনি সামনের বাগানঘেরা বাড়ীটি দেখিয়ে ব'ললেন—এইটি হ'চ্ছে তাজিক রিপাব্‌লিকের প্রধান মিউজিক স্কুল। আমি আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলাম—এত বড় বাড়ীতে খালি কি মিউজিক শিখানো হয়? আঙ্কেল কমরেড সামনে চ'লতে চ'লতে ব'ললেন—না, এখানে শুধু সঙ্গীত শেখানো হয় না—ছেলেমেয়েদের সঙ্গীতযন্ত্রও তৈয়ারী ক'রতে শেখানো হয়। আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে ব'ললাম—এমন কথা ত' আমি কোনদিন শুনি নাই! আপনারা সঙ্গীত শিক্ষা এত গভীরভাবে দিয়ে থাকেন? তিনি হেসে

ব'ললেন—আপনি আশ্চর্য্য হ'চ্ছেন! ভিতরে গিয়ে সব দেখে আপনি নিশ্চয়ই খুব আনন্দ পাবেন।

কথাবার্ত্তার মধ্য দিয়ে আমরা ফুলের বাগানের মধ্যে এসে প'ড়েছিলাম। নানারঙের ফুল—গোলাপ, সিজন্ ফ্লাওয়ার (Season flower) বাহারি লতাপাতা দিয়ে সাজানো বাগানটি ছবির মত দেখাচ্ছিল। বাগানটির মাঝে মাঝে দেখতে পেলাম টেব্‌ল ও দু'পাশে হেলান দেওয়া বেঞ্চ। সকালের সোনালি রোদ্দূরে টেব্‌ল ও বেঞ্চগুলি লাল হ'য়ে উঠেছে।

আঙ্কেল কমরেডকে জিজ্ঞাসা ক'রলাম—আচ্ছা, আপনাদের সব জায়গাতে দেখি, লাল রঙকে বিশেষরূপে দ্রষ্টব্য ক'রে রেখেছেন। তিনি ব'ললেন—লাল রংকে রিপাব্‌লিকানরা সব চেয়ে ভালবাসে।

বাড়ীটির প্রকাণ্ড ফটকে এসে ঢুকতেই ফটকের দু'পাশে বড় বড় দু'টি হলঘর চোখে প'ড়লো। হল দু'টির মধ্যে প্রায় এক হাজার, বার থেকে ষোল বৎসর বয়সের ছেলেমেয়ে লম্বা সারি দেওয়া বেঞ্চে ব'সে আছে—তাদের সামনে প্রকাণ্ড লম্বা টেব্‌ল। সকলেরই হাতে একটি ক'রে কাঁচের গ্লাস। কিছু খাবারও টেব্‌লটিতে দেখতে পেলাম। একসঙ্গে এতগুলি ছেলেমেয়েকে এইভাবে দেখে চুপি-চুপি জিজ্ঞাসা ক'রলাম—আঙ্কেল কমরেড! এরাই কি আপনার ছাত্রছাত্রী? তিনি ব'ললেন—হাঁ! এখন এরা সকালের খাবার শেষ ক'রে যে যার ক্লাসে যাবে। এরা সকালে কি খায় আগ্রহ প্রকাশ ক'রতে তিনি হেসে ব'ললেন—টাটকা দুধ, ফল আর রুটি। প্রত্যেক স্কুল থেকেই সকালের খাবারের বন্দোবস্ত করা হয় ছেলেমেয়েদের জন্য।

হলঘর দু'টির মধ্য দিয়ে আমরা এগিয়ে চ'ললাম দোতলায় উঠবার জন্য। সিঁড়িতে উঠতে উঠতে প্রফেসার ব'ললেন—

আপনার পুরো দু'দিন লাগবে এই স্কুলটি ভাল ক'রে দেখতে। এতে নিশ্চয় আপনার বিরক্তি লাগবে না ?

হলঘরের মধ্যে ছেলেদের খাবার দৃশ্যটি দেখে আমি ভাবছিলাম— আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের কথা! আমাদের দেশের ক'জন ছেলে এরকম খাবার খেতে পায়! আমি তখনই তাঁর কথার উত্তর দিলাম —দু'দিন কেন, সাত দিন ধ'রে আপনাদের স্কুলটি দেখলেও আমার বিরক্তি বা ক্লান্তি হবে না—এটা আমি নিশ্চয় ক'রে ব'লতে পারি।

দোতলায় উঠে সামনের একটি প্রকাণ্ড হলঘরে গিয়ে আমরা ঢুকলাম। ভিতরে দেখি শ'তিনেক বেঞ্চ ও ডেস্ক্। সামনে একখানি বড় টেব্‌ল ও চেয়ার। দেওয়ালের রং সবুজ। একখানিও ছবি নেই। প্রফেসারকে জিজ্ঞাসা ক'রলাম—অদ্ভুত এই ঘরটি ত'! তিনি হেসে ব'ললেন—এই ঘরে প্রথমে ছেলেমেয়েদের মিউজিক সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়া হয়। আমি আবার জিজ্ঞাসা ক'রলাম—ঘরের মধ্যে কোন ছবি, ম্যাপ বা কোন বাদ্যযন্ত্র দেখছি না কেন? তিনি ব'ললেন—ছাত্রছাত্রীরা যাতে তাদের মনকে বক্তৃতা শোনার প্রতি একেবারে একাগ্রভাবে মগ্ন ক'রে রাখতে পারে সেজন্য এখানে আর অন্য কোন কিছু নেই। এই ব'লে তিনি সামনের সারির বেঞ্চে ব'সতে ব'ললেন।

কিছুক্ষণ পরে বহু ছেলেমেয়ের পায়ের শব্দ কানে এল এবং ছাত্রছাত্রীরা হলঘরটির মধ্যে ঢুকল। কোন হুড়াহুড়ি নেই, কারও মুখে কোন শব্দ নেই—নিঃশব্দে সকলে যে যার জায়গায় ব'সল। আমি আশ্চর্য্য হ'লাম এদের discpline বা নিয়মানুবর্ত্তিতা লক্ষ্য ক'রে। কত কর্ম্মবীরের একান্ত সাধনা যে এদের এরূপ নিয়মানুবর্ত্তী ও শৃঙ্খলাপরায়ণ ক'রে গড়ে তুলেছে—তা ভেবে আমার আনন্দ যেমন হ'লো—তেমনি বেদনায় ভ'রে উঠল আমার দেশের কথা

ভেবে—আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা এরূপ শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্ত্তিতার কথা কল্পনাই ক'রতে পারে না।

জনৈক তাজিক মহিলা—বয়স প্রায় ত্রিশ হবে—এসে দাঁড়ালেন সামনের টেব্‌লের কাছে। হাতে তাঁর চামড়ায় বাঁধানো মোটা একখানি বই। বইখানি টেব্‌লটির উপর খুলে রেখে বক্তৃতা আরম্ভ ক'রলেন তাজিকী ভাষায়—প্রায় এক ঘণ্টা ধ'রে। কিন্তু প্রায় একঘণ্টা ধ'রে অজানা বিদেশী ভাষায় বক্তৃতা শোনার কোন কষ্ট বা অসুবিধা আমার হয়নি। মহিলাটি এমন মধুর স্বরে ও সুন্দরভাবে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন—সব বুঝতে না পারলেও এটা বুঝেছিলাম, যে সঙ্গীতের মধুর জিনিষটাই তিনি ছাত্রছাত্রীদের কাছে বর্ণনা ক'রছিলেন। সারাক্ষণ ছেলেমেয়েগুলি একমনে, নীরবে তাঁর বক্তৃতাটি শুনে গেল। একটি সূচও যদি প'ড়ে যেত তারও শব্দ শুনতে পাওয়া যেত, এত নিস্তব্ধতার মধ্যে তাঁর এই সুন্দর বক্তৃতা হ'লো। কি আশ্চর্য্য তন্ময়তা এরা অভ্যাস ক'রেছে! একাগ্র সাধনা দ্বারাই তারা এই অসম্ভবকে সম্ভব ক'রে তুলেছে।

তারপর প্রফেসার ছেলেমেয়েদের সম্বোধন ক'রে আমার পরিচয় ক'রিয়ে দিলেন তাদের সঙ্গে ইংরাজী ভাষায়। তাজিক ভাষায় মহিলাটি তা' অনুবাদ ক'রে ছেলেমেয়েদের বুঝিয়ে দিলেন। তারপর তারা নিজেদের আসন ছেড়ে আস্তে আস্তে হল থেকে বেরিয়ে যেতে লাগল। আমি এ দৃশ্য দেখে প্রফেসারকে জিজ্ঞাস ক'রলাম—আপনি আপনার ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে ত' আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন; কিন্তু ওরা ত' আমার সঙ্গে আলাপ ক'রতে এলনা! তিনি হেসে ব'ললেন—আপনি একটু ধৈর্য্য ধরুন; ঠিক সময়ে ওরা আপনার সঙ্গে আলাপ ক'রবে। কারণ, এখন ওদের অন্য ক্লাসে যেতে হ'চ্ছে practical lesson নিতে।

দু'টি তাজিক শিশু

আস্কাবাদের অধ্যয়নরতা ছাত্রী

আমি ব'ললাম—আমাকে মাফ করবেন, আমার বড় কৌতূহল হ'চ্ছে একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'রতে। তিনি ব'ললেন—আপনি নিঃসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা ক'রতে পারেন। তখন আমি তাঁকে ব'ললাম—আচ্ছা, এই যে ছেলেমেয়েরা নিঃশব্দে এতক্ষণ ধ'রে বক্তৃতা শুনল, একি একজন বিদেশীকে সামনে দেখে? তিনি একটু হেসে ব'ললেন—না, আমাদের ছেলেমেয়েদের ছোটকাল থেকেই শেখানো হয়—discipline। প্রত্যেক কাজের মধ্যে discipline না রক্ষা ক'রলে যে কোন কাজ শেখা যায় না বা বোঝা যায় না, তা' তারা প্রত্যেকেই অনুভব করে। এই discipline আপনি সারা রিপাব্লিকে নরনারী ও ছেলেমেয়েদের মধ্যে পাবেন। আমাকে তিনি জিজ্ঞাসা ক'রলেন—শুনেছি, ভারতবর্ষের ছেলেমেয়েরা খুব শান্ত প্রকৃতির। আপনাদের দেশের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে এদেশের ছেলেমেয়েদের কিছু তফাৎ দেখছেন কি? আমি ব'ললাম—আপনার এ প্রশ্নের উত্তর আমি ঠিক দিতে পারবো না, আমাকে সেজন্য মাফ ক'রবেন। কারণ পরাধীন দেশের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে স্বাধীন দেশের ছেলেমেয়েদের তুলনা করা কোনরকমেই চলে না! তারপর তাঁকে ব'ললাম—আমার দেশ সম্বন্ধে সব কিছুই আপনাকে একদিন ব'লবো। কিন্তু এখন আপনি আমাকে নিয়ে চলুন স্কুলের অন্যান্য জিনিষ দেখাতে। দেখার আগ্রহ চেপে রাখা আমার কষ্টকর হ'য়ে উঠেছে।

তখন প্রফেসার পাশের মহিলাটিকে দেখিয়ে ব'ললেন—আপনি এঁর সঙ্গে যান, ইনি আপনাকে আর সব কিছু দেখাবেন। আমার কিছু কাজ আছে—ঠিক সময়ে আমি আপনার সঙ্গে মিলিত হবো। এই ব'লে তিনি পাশের ঘরে চ'লে গেলেন। বুঝলাম, কাজের মানুষ এরা। কাজ কিছুতেই ভোলে না।

মহিলাটি ভাঙা ভাঙা ইংরাজীতে আমাকে তাঁর পরিচয় দিলেন।

তাঁর নাম হচ্ছে কমরেড হামিদা। ইনি মস্কো ইউনিভার্সিটি থেকে সঙ্গীত বিদ্যায় প্রথম স্থান অধিকার ক'রে এসেছেন। আস্কাবাদ সহরের প্রধান সঙ্গীত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী। ইনি এখনও অবিবাহিতা। এঁর খুব ইচ্ছা—ইনি রেড আর্মির একজন অফিসার হন। অবসর মত ইনি সামরিক শিক্ষাও নিয়ে থাকেন। মহিলাটির চেহারার মধ্যে কমনীয় ভাব থাকা সত্ত্বেও তাঁর পোষাকে তাঁকে একজন সামরিক-মহিলা বলে মনে হ'ল।

আমরা কথা ব'লতে ব'লতে হলঘর থেকে তিনতলায় যাবার সিঁড়িতে এসে দাঁড়ালাম। একটু কৌতূহলী হ'য়ে জিজ্ঞাসা ক'রলাম মহিলাটিকে—সমস্ত বাড়ীটি কি আপনাদের মিউজিক স্কুল। তিনি ব'ললেন—হাঁ, মিউজিক শেখার যা কিছু প্রয়োজন, খুঁটিনাটি সব কিছুই এই বাড়ীটির মধ্যে আছে।

তিনতলায় উঠে নীচের হলঘরের মত আর একটি হলঘরে প্রবেশ ক'রলাম আমরা দু'জনে। সারবন্দী বেঞ্চে ব'সে আছে ছেলেমেয়েরা। সকলের হাতে এক একটি বেহালা। সামনে একজন যুবক। সরু ছড়ি নিয়ে কি যেন উপদেশ দিচ্ছেন। উপদেশের সঙ্গে সঙ্গে ছেলে-মেয়েরা বেহালার উপর ছড় চালিয়ে চ'লেছে। সমবেত বেহালার করুণ সুর আমাকে মুগ্ধ ক'রে দিল। জানি না—কতক্ষণ দাঁড়িয়ে-ছিলাম—হঠাৎ কানে এল পাশের মহিলাটির কণ্ঠস্বর—কমরেড, কেমন লাগলো আপনার ছেলেমেয়েদের বাজনা? শুধু 'সুন্দর' এই কথাটি ব'লে মহিলাটিকে ধন্যবাদ জানালাম।

হলের ভিতর তখন চ'লেছে বক্তৃতা। যুবকটি সুন্দর ভাষায় ছেলেমেয়েদের ব'লে চ'লেছেন অনেক কথা। এখানেও তেমনি নিস্তব্ধতা। আমি মহিলাটিকে চুপি চুপি ব'ললাম—চলুন, আমরা অন্য ঘরে যাই। আমার এখানে দেখা শেষ হ'য়েছে। মহিলাটি

একটু হেসে আমাকে নিয়ে বাহিরে বেরিয়ে এলেন। তারপর প্রায় দু'ঘণ্টা ধ'রে স্কুলটির নানা বিভাগে ঘুরিয়ে নিয়ে তিনি আমাকে প্রফেসারের কাছে পৌঁছে দিয়ে বিদায় নিলেন।

এই দু'ঘণ্টার মধ্যে আমরা আরও তিনটি ক্লাসে গিয়েছিলাম। ছেলেমেয়েদের যেখানে বাদ্যযন্ত্র তৈরী ক'রতে শেখানো হয় সেখানেও গিয়েছিলাম।

একটি ক্লাসে গিয়ে দেখলাম, কোন শিক্ষক ক্লাসে নেই—ছেলে-মেয়েদের মধ্যেই একজন সঙ্গীত পরিচালনা ক'রে চ'লেছে, আর সকলে স্বাধীনভাবে গান গেয়ে, বাজনা বাজিয়ে চ'লেছে।

আর একটি ক্লাসে গিয়ে দেখলাম—অসংখ্য ছবির বই, Magazine। সকালের স্কুলের সময় এই লাইব্রেরী হলে এসব পড়া, বা দেখা হয়।

প্রফেসারের ঘরের মধ্যে ঢুকে নজরে প'ড়ল—একটি প্রকাণ্ড টেব্‌ল, আশপাশে কয়েকটি চেয়ার। কাঁচের জানালার মধ্য দিয়ে প্রচুর রোদ ঘরের মধ্যে এসে প'ড়েছে। দেওয়ালে শোপ্যান; বীটোভেন প্রভৃতি পৃথিবীর বিখ্যাত সঙ্গীতবিদগণের ছবি। তিনি যেন কি লিখছিলেন মাথা নীচু ক'রে। আমি কোন সম্বোধন না ক'রেই সামনের চেয়ারটিতে গিয়ে ব'সলাম। কোন কথা ব'লে তাঁর লেখায় ব্যাঘাত জন্মাতে ইচ্ছা হ'লো না।

মিনিট দশেক নীরবতার পর প্রফেসার মাথা তুলে তাকাতেই আমাকে দেখতে পেলেন। তারপর হেসে ব'ললেন—আপনি কতক্ষণ এসেছেন? আমি ব'ললাম বেশীক্ষণ আসিনি। কিন্তু আমার ইচ্ছা ছিল না, কোন কথা ব'লে আপনার কাজে বাধা দিতে।

তিনি ব'ললেন—আপনি আমার কাজে মোটেই বাধা দেননি। স্কুলের সময় শেষ হ'য়ে যাবার পর আমরা কোন বিশেষ কাজে ব্যস্ত

থাকি না। আমি জিজ্ঞাসা ক'রলাম—কিন্তু আপনি ত' কি লেখা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি ব'ললেন—হ্যাঁ, ব্যস্ত একটু ছিলাম বটে, তবে স্কুলের কাজে নয়, আপনার সম্বন্ধে ছোট্ট একটু রিপোর্ট লেখার জন্য। আমি ব'ললাম—আমার সম্বন্ধে রিপোর্ট? তিনি হেসে ব'ললেন—ভয় নেই, পুলিশের রিপোর্ট নয়, এটা আমাদের স্কুলের রিপোর্ট। আমাদের স্কুল যাঁরা দেখতে আসেন, তাঁদের সম্বন্ধে কিছু রেকর্ড রাখতে হয়। আমি কৌতূহলী হ'য়ে জিজ্ঞাসা ক'রলাম—যদি আপত্তি না থাকে ত' জানতে পারি কি—আমার সম্বন্ধে কি রিপোর্ট লিখলেন? সামনের লেখাটি তিনি দেখিয়ে ব'ললেন—বেশী কিছু লিখিনি; শুধু—আপনি যে একজন ভারতবাসী এবং স্কুলের ক্লাসগুলি আগ্রহ নিয়ে দেখেছেন—এই টুকুমাত্র।

তারপর সামান্য কথাবার্ত্তার পর আমরা দু'জনে স্কুল বাড়ী ছেড়ে পথে এসে দাঁড়ালাম। সেদিন সকাল থেকেই আকাশ পরিষ্কার ছিল। প্রচুর রোদ্দুর সহরের বুকে ছড়িয়ে প'ড়েছে। শীতের মৃদু হাওয়ায় দুপুর বেলাটি বেশ তৃপ্তিকর লাগছিলো। পথে চ'লতে চ'লতে প্রফেসার আমার অনুমতি চাইলেন—বাড়ী না গিয়ে ষ্টেট্ কাফেতে দুপুরের খাওয়া সেরে নেবার জন্য। কারণ তাঁর ইচ্ছা ছিল, আজিকার এই সুন্দর দিনটি আমাকে নিয়ে সহরের যা কিছু দ্রষ্টব্য তা' দেখিয়ে বেড়ান। আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁকে জানালাম—আপনি আমাকে যেখানে নিয়ে যাবেন, সেখানে যাবো। আমার অনুমতি চেয়ে আমাকে লজ্জা দেবেন না।

প্রশস্ত পথের দু'পাশে ফুটপাথ। রাস্তার উপর দিয়ে লাল রঙের ইলেক্ট্রিক ট্রাম টুং টাং শব্দ ক'রে নরনারী নিয়ে চ'লেছে। মাঝে মাঝে দু' একটি ট্রাক গাড়ী যাতায়াত ক'রছে। যান বাহনের তত বেশী ভীড় নজরে প'ড়ল না। চোখে প'ড়ল অগণিত নরনারীর

চলাচলের ভীড়। প্রফেসারের কাছ থেকে জানতে পারলাম—আজকের দিনটা হ'চ্ছে হাফ-ডে (half-day). সকাল থেকে বেলা ১২টা পর্য্যন্ত বিভিন্ন বিভাগের কাজ চলে। তারপর সবায়ের ছুটি হ'য়ে যায়। তাই পথে আজ এত ভীড়! সবাই চ'লেছে আজকের ছুটি উপভোগ ক'রতে নানাভাবে।

কিছুক্ষণ পথ চলার পর পথের ধারে একটি প্রকাণ্ড একতলা লম্বা হলঘরের ভিতর গিয়ে ঢুকলাম। বাড়ীটির চারিধারে কাঁচের জানালা; রাস্তা থেকেই বাড়ীর ভিতরকার সব কিছুই দেখা যাচ্ছিল। বহু নরনারী, ছেলেমেয়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড টেব্‌লের ধারে চেয়ার নিয়ে ব'সে আছে। আশে পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে এখানে-সেখানে, লাল পোষাকের উপর সাদা এপ্রন পরা স্ত্রী-পুরুষ। বাড়ীটি যে একটি ষ্টেট্ কাফে তা' আমি বাইরে থেকেই অনুভব ক'রেছিলাম।

আমরা দু'জনে সামনের কাঁচের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকতেই কানে এল সমবেত বাদ্যযন্ত্রের সুর। হলটির এক কোণে একটি কাবারেট। সেখানে কয়েকজন নরনারী বাজিয়ে চ'লেছে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র। ছেলেমেয়ে, স্ত্রী-পুরুষ প্রায় শ' পাঁচেক হবে দুপুরের খাবার খাওয়ার জন্য এখানে এসে মিলেছে। ছোট ছোট দল ক'রে এরা হাসি, ঠাট্টা, আলোচনা ক'রে চলেছে। ছেলেমেয়েদের মধ্যে অনেককেই চিনতে পারলাম—এরা অনেকেই আমার সকালের দেখা সেই মিউজিক স্কুলের ছাত্র।

প্রফেসার আমাকে নিয়ে গিয়ে বসালেন জানালার ধারে। যে টেব্‌লটির কাছে গিয়ে ব'সলাম, সেখানে দু'একটি বয়স্ক নরনারী কি যেন আলাপ ক'রছিলেন। একটি তরুণীর সঙ্গে প্রফেসারের কি কথা হ'লো ঠিক বুঝতে পারলাম না, তবে মেয়েটির কথার শেষে 'কমরেড' শব্দটি কানে বেশ মিষ্টি লাগলো।

কিছুক্ষণ পরে তরুণীটি একটি খাবারের ট্রে এনে টেব্‌লের উপর রাখলেন। ছু'বাটি কফির গরম স্থপ, খানিকটা রোষ্ট মাংস, কিছু রুটি ও তার সঙ্গে একটি ছোট তাজা লাল ফুল ট্রেটিতে ছিল। খাবারের ট্রেটি দেখিয়ে প্রফেসারকে জিজ্ঞাসা ক'রলাম—বা! বেশ সুন্দর ফুলটি ত! তিনি ব'ললেন—নূতন অতিথিকে অভ্যর্থনা করবার জন্য খাবারের সঙ্গে এই ফুল দেওয়া হয়। মেয়েটি পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন, একটু হেসে প্রফেসারকে কি যেন ব'ললেন।

প্রফেসার মেয়েটির সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে ব'ললেন—এই মেয়েটি আমাদের ষ্টেট্ কাফের একজন কর্ম্মী। আপনাদের দেশ সম্বন্ধে এঁর কৌতূহল আছে খুব। কিন্তু ছুঃখের বিষয় এখনও ভাল ইংরাজী শিখতে পারেন নি। তবে ইনি চেষ্টা ক'রছেন কিছুদিনের মধ্যে ইংরাজী শিখে ফেলবেন। শুধু ইংরাজী নয়, বিদেশী ভাষা শেখবার জন্য এঁর আগ্রহ খুব। বুঝলাম, এদেশের সবাই চায় শিখতে। শেখার মধ্য দিয়ে যে পরম তৃপ্তি ও শান্তি পাওয়া যায় সে চিন্তা, সে ধারণা এদের অহঃরহঃ। কি ক'রে শিখবো, কেমন ক'রে শিখবো, এরা প্রতি মুহূর্ত্তে তা' খুঁজে বেড়াচ্ছে।

ছুপুরের খাবার শেষ ক'রে পথে বেরিয়ে প'ড়লাম। বিকালের পড়ন্ত রোদ্দুর তখন সকলের চোখে মুখে লালিমায় ভরে দিচ্ছিল; পরিষ্কার আকাশ একটু ফিকে হ'য়ে এসেছে। পথের নরনারীর ভিড়ও কমে এসেছে। আমরা ছু'জনে ফুটপাথের উপর দিয়ে পরস্পর কথা-বার্ত্তার মধ্যে চ'লতে লাগলাম। প্রফেসার ব'লে চলেছিলেন—তাজিক জাতির শিক্ষার কথা। সমস্ত তাজিক রিপাব্‌লিকের মধ্যে চিকিৎসা, সঙ্গীত, কলকারখানা, মাইনিং শিশু-পালন ও সামরিক শিক্ষা দেওয়া হয়—নর ও নারী উভয়কেই। আমি একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে জিজ্ঞাসা ক'রলাম—আপনাদের রিপাব্‌লিকে মেয়েদের

ত' পুরুষদের মত সব জিনিষই শিখতে হয়; এমন কি সামরিক শিক্ষা পর্য্যন্ত, কিন্তু মেয়েরা ত' পুরুষদের মত এত কঠোর নয়। তিনি একটু মৃদু হেসে ব'ললেন—সমস্ত সোভিয়েট নারীর মধ্যে আপনি কোন রূপ কঠোরতা পাবেন না; কিন্তু দেশের কল্যাণের জন্য সোভিয়েটকে রক্ষা ক'রতে নারীরা পুরুষদের চেয়েও সময় সময় কঠোর হ'য়ে ওঠে।

একটু শ্রদ্ধার সঙ্গে তখন ব'ললাম—বাস্তবিকই আপনাদের তাজিক নারীদের মাত্র বিশ বৎসরের মধ্যে এই রূপান্তর দেখে মুগ্ধ হ'য়ে গেছি। তিনি নিজের মনেই ব'ললেন—আপনি যদি সারা সোভিয়েট দেশটা ঘোরেন—আমি জোর ক'রে ব'লতে পারি, জীবনে পথ চলার অনেক কিছু সম্বল আপনার সংগৃহীত হবে। বুঝলাম—এরা শুধু কাজই ক'রে চলেনি, এদের কাজের মধ্য দিয়ে এরা মানুষকে ভাববার সুযোগ দিয়েও চ'লেছে।

কিছুক্ষণ এই ভাবে পথ চলার পর আমরা গিয়ে উঠলাম সহরের সব চেয়ে বড় বাড়ীতে। বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ ক'রে প্রথমে চোখে প'ড়ল খবরের কাগজের অফিস, ছাপাখানা। জিজ্ঞাসা ক'রতে যাচ্ছিলাম —এটি কি? কিছু ব'লবার আগেই তিনি নিজেই দিলেন বাড়ীটির পরিচয়। জানলাম—এই বাড়ীটিই রিপাব্লিকের অফিস, তাজিক ভাষায় সংবাদপত্রের অফিস। এমন কি মস্কোর 'প্রাভ্দা' সংবাদপত্রও এখানে ছাপা হয়। এখানকার ছাপাখানা, খবরের কাগজ প্রভৃতি সবই ষ্টেট্ থেকে চালানো হয়। আমাদের দেশের মত ব্যক্তিগত লাভ-লোকসানের ব্যাপার নয়।

প্রথমতলা দেখা শেষ ক'রে দোতলায় উঠলুম। প্রথমেই নজরে প'ড়ল প্রকাণ্ড হল। একটি প্রকাণ্ড টেব্ল ঘিরে ব'সে আছেন প্রায় শ'দুয়েক তাজিক নরনারী—সকলেই প্রায় তরুণ। প্রফেসার আমাকে

ব'ললেন—এই হলে প্রতি ছুটির দিন নাগরিক প্রতিনিধিদের মিটিং হয় সহরের উন্নতি সাধনের জন্য। আমি জিজ্ঞাসা ক'রলাম—প্রতিনিধিদের মধ্যে সবাই কি উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী? তিনি ব'ললেন—না। প্রতিনিধিদের মধ্যে আছেন শ্রমিক, শিক্ষক, ইঞ্জিনিয়ার, সঙ্গীতজ্ঞ ও রাজনীতিক সকলেই। সহরের সব কিছু কাজ গণতন্ত্র পদ্ধতির উপর চলে।

তারপর আমরা তিনতলায় উঠ্‌লাম। এখানে সমস্ত স্থান জুড়ে আছে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আলমারি, চেয়ার, টেব্‌ল, বিস্তর কাগজপত্র। জানলাম, এইখানে চলে সহরের এবং রিপাব্‌লিকের অফিসের লেখাপড়ার কাজ। লোকজন কেউ ছিল না, কারণ সেদিন ছিল ছুটীর দিন।

প্রফেসার হেসে আমাকে ব'ললেন—আপনাদের দেশের সরকারী অফিসের সঙ্গে এই অফিসের কোন পার্থক্য দেখতে পাচ্ছেন? আমি ব'ললাম—পার্থক্য অনেক কিছু আছে। এখানকার সেক্রেটারিয়েটে যাঁরা কাজ করেন, এঁরা করেন সেবা, আর আমাদের দেশে যাঁরা কাজ করেন তাঁরা করেন দাসত্ব। তিনি ব'ল্লেন—বুঝতে পারছি আপনি আমাদের দেশের সব কিছু দেখেই মুগ্ধ হ'য়েছেন, কিন্তু সাবধান বন্ধু! যা কিছু দেখবেন বিচার ক'রে দেখবেন। নিজের অজ্ঞাতে ছোট্ট একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললাম। ভাবতে লাগলাম পরাধীন ভারতবর্ষের কথা। দাস-মনোবৃত্তির ফলে আমাদের জাতটা একেবারে কুঁকড়ে ম'রে যাচ্ছে। অন্তরের মধ্যে একটা তপ্ত জ্বালা অনুভব ক'রতে লাগলাম। মনের জ্বালা চেপে রেখে আমরা গিয়ে উঠলাম চারতলায়।

সেখানে গিয়ে দেখি সারা চারতলাটি ভ'রে আছে—অসংখ্য ছবি, পোষ্টার, কাগজপত্র, বই। প্রথমে মনে হ'লো বোধ হয় এটা একটা সাজানো বইএর দোকান। ছবিগুলোর কাছে গিয়ে একমনে দেখতে

লাগলাম। বেশীর ভাগ ছবি কার্টুন পিকচার, বিভিন্ন ধরণের। ছবিগুলির পরিচয় জানবার জন্য প্রফেসারের মুখের দিকে তাকাতে তিনি ব'ললেন—এই বিভাগটিই হ'লো রিপাব্লিকের প্রাণ। এখান থেকে লোকের মনে রাজনৈতিক প্রেরণা দেওয়ার জন্য বহু বই, কার্টুন, স্কেচ প্রভৃতি দেশের চারিদিকে পাঠানো হয়।

একটি কার্টুন পিক্চার দেখে আমি লোভ সামলাতে পারলাম না। নিজেকে ভুলে গিয়ে তন্ময় হ'য়ে দেখতে লাগলাম। কার্টুনটি হ'চ্ছে লেনিনের মূর্তি—ডান হাতখানি মুঠো ক'রে লেনিন আছেন দাঁড়িয়ে, চোখের দৃষ্টি আকাশের দিকে, আশেপাশে ঘিরে আছে আব্ছা ছায়া-অন্ধকারের কালো রং। সাধারণ মামুলি কার্টুনের মধ্যে যে এতখানি শিহরণ আছে—তা আমি আজ বুঝতে পারলাম; তাই আমি নিজেকে ভুলে গিয়ে ছবিটিকে উদ্দেশ ক'রে জানালাম আমার প্রণতি।

প্রফেসার আমাকে এই অবস্থায় দেখে মৃদু হেসে ব'ললেন—আমি নিশ্চয় ক'রে ব'লতে পারি, আপনার সঙ্গে আমাদের দেশের লোকের বন্ধুত্ব খুব ভালভাবে গ'ড়ে উঠবে। আমি তখন ব'ললাম—আপনি কি ব'লতে চান, সে বিশ্বাস আমার নিজের নেই?
তিনি ব'ললেন—নিশ্চয়ই, নিজের উপর বিশ্বাস আছে ব'লেই আপনি আমাদের দেশে এসেছেন। আমি ব'ললাম—আচ্ছা, কমরেড, সেন্টিমেণ্ট জিনিষটা কি খারাপ? তিনি একটু হেসে ব'ললেন—নিশ্চয়ই না, সোভিয়েট রিপাব্লিকের উন্নতি যা কিছু হ'য়েছে—আমাদের সেন্টিমেণ্টের উপর ভিত্তি ক'রে। তবে এ সেন্টিমেণ্টের সঙ্গে অন্যান্য দেশের সেন্টিমেণ্টের অনেক তফাৎ। আমাদের সেন্টিমেণ্ট আমাদের দেশকে নিয়ে, আমাদের দেশের মানুষকে নিয়ে। আমাদের রাজনৈতিক সেন্টিমেণ্ট সবচেয়ে বড় জিনিষ।

প্রফেসারের কথা আমার বড় ভাল লাগছিলো, যদিও আমি সব কথা ঠিকমত বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

দিনের আলো বিদায় নিয়েছে সহর থেকে, কুয়াশা নেমেছে সহরের বুকে; কিছুক্ষণ পরে বরফ পড়া সুরু হ'বে, মিঠে কন্‌কনে হাওয়া বইছে চারিদিকে। মনের মধ্যে বড় একটা সুন্দর আনন্দের আমেজ পেলাম। প্রফেসার ব'ললেন—চলুন, এখন আপনাকে নিয়ে যাই সহরের বিখ্যাত একটি কনসার্ট পার্টিতে। কনসার্টের নাম শুনে আমি আনন্দে তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে ব'ললাম—ঠিক এখন আমি এইরকম জিনিষই দেখতে চাইছিলাম। একটু ঠাট্টা ক'রেই তাঁকে ব'ললাম—আপনাদের দেশের লোক কিন্তু যাদু জানে। যে জিনিষটি আমি দেখতে চাই, যে জিনিষটি আমার ভাল লাগে, প্রকাশ করবার আগেই আপনারা তা' জেনে ফেলেন। আমাকে সব চেয়ে মুগ্ধ ক'রেছে আপনাদের দেশের লোকের মানুষের মন জানার ক্ষমতায়।

প্রফেসার একটু যেন অন্যমনস্ক হ'য়ে প'ড়েছেন মনে হ'লো। আমি তার এই ভাব লক্ষ্য ক'রে অন্য কথা আরম্ভ ক'রতেই তিনি ব'লে উঠলেন—হ্যাঁ, কি ব'লছিলেন কমরেড, আমরা কি ক'রে পরের মন জানতে পারি। আমি ব'ললাম—এর কারণ আমার জানতে ইচ্ছা করে খুবই; আপনি আমাকে বিশ্বাস ক'রে ব'লতে পারেন। তিনি ব'ললেন—অবিশ্বাস আমরা কাউকে করি না, তার প্রমাণ আপনি পাবেন রিপাব্‌লিকের মধ্যে আপনার ভ্রমণ শেষ হ'লে পর।

পথে যখন আমরা দাঁড়ালাম—ফুটপাথের দু'ধারে জ্বলে উঠেছে বিজলী বাতি। সন্ধ্যার ঘন কুয়াশা ভেদ ক'রে বিজলী বাতির আলো ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিলো। আমার মনে প'ড়লো তখন বাংলা দেশের গ্রামের সন্ধ্যা—বেজে উঠে যেখানে ঘরে ঘরে শঙ্খধ্বনি—জানিয়ে দেয় দিন শেষ হ'লো, সন্ধ্যা এলো—সে সময় মন যেমন নেচে উঠে, ঘন

কুয়াশার আবরণের মধ্যে আস্কাবাদ সহরের সন্ধ্যায় এই বিজলী বাতিগুলি জ্বলে উঠে আমার মন তেমনি নেচে উঠল। মিনিট পনের পথ চলার পর আমরা এসে ঢুকলাম সহরের কনসার্ট থিয়েটারে। প্রকাণ্ড থামওয়ালা একটি হল। হলের মধ্যে দু'টি সারিতে ব'সে আছে প্রায় এক হাজার নরনারী। শান্ত নিস্তব্ধতা টের পেলাম হলের মধ্যে ঢুকেই। এখানে সবাই তরুণ-তরুণী বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা। চুপি চুপি প্রফেসারকে জিজ্ঞাসা ক'রলাম—আচ্ছা, এখানে কোন ছেলেমেয়েদের দেখতে পাচ্ছি না কেন? তিনি ব'ললেন—এই কনসার্ট পার্টিতে ছেলেমেয়েরা কেউ আসে না, তা'দের জন্য স্বতন্ত্র একটি কনসার্ট থিয়েটার আছে।

আমরা গিয়ে ব'সলাম পিছনের দু'টি খালি চেয়ারে। কনসার্ট তখন আরম্ভ হ'য়ে গিয়েছে। হলের সামনে প্রকাণ্ড একটি কাঠের কাবারেট। একটি পিয়ানো, খান দু'য়েক ছোট বড় ড্রাম, তিনটি বেহালা, দু'টি বাঁশী এই নিয়ে জন ছয় নরনারী সুরের ঢেউ তুলে চ'লেছেন। উপকরণ যদিও ছিল সামান্য কিন্তু আমার খুব ভাল লাগছিলো।

ঘণ্টাখানেক নিস্তব্ধ হ'য়ে এই কনসার্ট শুনলাম। যাঁরা কনসার্ট বাজাচ্ছিলেন তাঁদের পরিচয় জানবার জন্য ইচ্ছা হ'লো; সুযোগও পেলাম—কেননা কনসার্ট তখন থেমে গেছে—সকলে বিশ্রাম ক'রছেন। প্রফেসারকে ব'ললাম—ভারি সুন্দর! তিনি মৃদু হেসে ব'ললেন—কি সুন্দর? মিউজিক, না যাঁরা মিউজিক শুনাচ্ছেন তাঁরা। বুঝলাম তিনি আমার সঙ্গে রহস্য ক'রলেন। আমিও একটু হেসে উত্তর দিলাম —দু'টোই। কিন্তু জানতে বড় ইচ্ছে হ'চ্ছে এঁদের পরিচয়। তিনি তখন ব'ললেন—কাবারেটে যাঁরা বাজাচ্ছেন এঁরা সবাই এখানকার মিউজিক স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী। অবশ্য এঁরা মিউজিক স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের যেমন মিউজিক শেখান, ছুটির দিনে তেমনি সহরবাসীদের মিউজিক শুনান।

কিছুক্ষণ এইভাবে কথাবার্ত্তা চলার পর আবার মিউজিক আরম্ভ হ'লো। এবার মাত্র একটি বেহালা কাবারেটের উপর বাজ্‌তে শুনলাম। চব্বিশ পঁচিশ বৎসরের একটি মেয়ে। পরণে তাঁর বেগুনি রঙের পশমের লম্বা গাউন, মাথায় একটি পশমী ওড়না। মেয়েটি বেহালার উপর ছড চালিয়ে চ'লেছেন আপন মনে। সমস্ত নরনারী একান্ত মুগ্ধ হ'য়ে শুনে চ'লেছে এই মহিলাটির বেহালার সুরের ঝঙ্কার। হল একেবারে নিস্তব্ধ; সকলেই তন্ময় হ'য়ে শুনছে। বাজনা শেষ হ'বার পর কানে এল সমবেত করতালি। ভারি ভাল লাগ্‌লো শ্রোতাদের অনুভব করবার শক্তি ও রুচি দেখে।

পরাধীন দেশের মানুষ আমি, চিরকাল দেখে এসেছি আমাদের দেশের সঙ্গীতের জলসায়, বক্তৃতা-মঞ্চে, সব জায়গায় যেখানে জনসাধারণ মিলেছে সব কিছু জানতে শুনতে, সেইখানেই দেখেছি কোলাহল, কুৎসিৎ দলাদলি—আনন্দের কোন স্পর্শই তারা পায় না। আজ ক'দিন ধ'রে দেখছি এদের দেশের সঙ্গীত শিক্ষার মধ্য দিয়ে এরা নিজেকে গ'ড়ে তুলেছে কত বড় দরদী ও সুন্দর ক'রে। একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে প'ড়েছিলাম—চমক ভাঙলো প্রফেসারের কণ্ঠস্বরে। তিনি ব'ললেন—রাত ৯টা বাজে, এখন আপনি বিশ্রাম ক'রবেন, না আর কিছুক্ষণ এখানে থাকবেন। আমি ব'ললাম—ইচ্ছা ত' হয় যতক্ষণ আপনাদের বাজনা চ'লবে ততক্ষণ এখানে থাকতে, কিন্তু সারাদিনের যে আনন্দময় ক্লান্তি আমার শরীরে জড়িয়ে আছে তার জন্য এখন আমার কিছু বিশ্রাম দরকার।

তারপর আমরা দু'জনে রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। কুয়াসা ভেদ ক'রে পাঁজা তুলার মত বরফের কুঁচি পথের উপর ঝির ঝির ক'রে প'ড়ে চ'লছে—উলের টুপিটা মাথা থেকে কান পর্য্যন্ত নামিয়ে দিলাম। চামড়ার কোটটি ভাল ক'রে এঁটে দু'জনে পথ চ'লতে সুরু

ক'রলাম—মিনিট পাঁচেক বাদে আমরা গিয়ে উঠলাম আমাদের বাসস্থানে।

দোতলায় গিয়ে দেখি প্রফেসারের স্ত্রী একটি পিয়ানোর সামনে ব'সে একমনে কি একখানা বই দেখছেন। মনে হলো, উনি বোধ হয় এতক্ষণ পিয়ানো বাজাচ্ছিলেন। প্রফেসার তাঁকে ব'ললেন—এই যে তোমার অতিথি এসেছেন। মহিলাটি বিশেষ অপ্রতিভ হ'য়ে আমার দিকে ফিরে ব'ললেন—মাপ ক'রবেন, আমি আপনাদের ঘরে ঢুকতে দেখিনি, তাই প্রথম সম্ভাষণ ক'রতে পারিনি। আমি ব'ললাম—আপনি কি এতক্ষণ পিয়ানো বাজাচ্ছিলেন? তিনি মৃদু হেসে ব'ললেন—হ্যাঁ, এইমাত্র আমার বাজনা শেষ ক'রলাম। তারপর তিনজনে মিলে রাতের খাওয়া শেষ ক'রে আমি আমার শোবার ঘরে গেলাম।

পরদিন যখন ঘুম ভাঙলো, কাঁচের জানালা দিয়ে চোখে প'ড়লো কুয়াশাভরা আকাশ। কখন সকাল হ'য়েছে তা' আন্দাজ ক'রতে পারলাম না। কোন রকমে দিনের পোষাক প'রে তাড়াতাড়ি ঘরের বাইরে এসে দেখি—প্রফেসার দাঁড়িয়ে আছেন রাস্তার দিকে মুখ ক'রে। সুপ্রভাত জানাতেই তিনি আমার দিকে ফিরে তাকালেন। তারপর আমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে সকালের খাবার খেতে ঘরে ঢুকলেন। খাবার খেতে খেতে আমাদের মধ্যে আলোচনা হ'ল, এরপর আমাকে সমস্ত দিন কি কি জিনিস দেখে বেড়াতে হবে।

প্রফেসার ব'ললেন—আজ আপনি একা সহরে বেরুবেন, সঙ্গে আপনার কোন সাথী পাবেন না। তাতে আপনি এক নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ক'রতে পারবেন। তাঁর এই প্রস্তাব আমার খুব ভাল লাগলো। নূতন এক অ্যাড্‌ভেঞ্চার এর মধ্য দিয়ে আস্কাবাদ সহর দেখার লোভ আমি সামলাতে পারলাম না। আমি তাঁর এই প্রস্তাবে তখনই রাজী

হ'লাম এবং পিঠের বোঝা বাড়ীতে রেখে ঘণ্টা খানেক বাদে একা বেরিয়ে প'ড়লাম।

আগের দিনে সহরটির খানিকটা ঘুরে বেড়িয়েছিলাম, তাই সহরে পথ চ'লতে তত অসুবিধা হ'লোনা। আধ ঘণ্টা একা বড় রাস্তার উপর দিয়ে চ'লতে চ'লতে হঠাৎ চোখে প'ড়লো—একটি প্রকাণ্ড স্কুল বাড়ী। বেলা তখন সাড়ে দশটা হবে। স্কুলের ভিতর থেকে বহু ছেলেদের গলার শব্দ ভেসে আসছিল। স্কুলটির ভিতর ঢোকবার জন্য পা চালিয়ে দিলাম। ফটকের ভিতরে গিয়ে দেখি—দু'টি বয়স্কা তাজিক্ মেয়ে নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি ক'রছেন। তাঁদের দেখে ইংরাজীতে সম্বোধন ক'রে ব'ললাম—এটা কি কোন স্কুল? মেয়ে দু'টি আমার গলার স্বর শুনে একটু বিস্মিত হ'য়ে আমার দিকে চাইলেন। তারপর প্রথম মেয়েটি ভাঙা ইংরাজীতে উত্তর দিলেন—হ্যাঁ, এটি একটি সেকেণ্ডারি স্কুল। আপনি কে? আমি সংক্ষেপে আমার পরিচয় দিলাম। মহিলা দু'টির মুখের ভাব দেখে বুঝলাম—আমার পরিচয় পেয়ে যেন তাঁরা সন্তুষ্ট হ'য়েছেন। তারপর আমি ব'ল্লাম—আপনাদের যদি কোন অসুবিধা না হয়, তা হ'লে আমাকে কি আপনাদের স্কুলের শিক্ষা-পদ্ধতি দেখাবার সুযোগ দেবেন? দ্বিতীয় মহিলাটি প্রথম মহিলাটিকে কি যেন তাজিক ভাষায় ব'ললেন। তারপর প্রথম মহিলাটি আমাকে আহ্বান ক'রলেন তাঁদের স্কুলের মধ্যে আসার জন্য।

প্রথমে আমাকে তাঁরা নিয়ে গিয়ে উঠলেন একটি লাইব্রেরী রুমে। দেওয়ালের গায়ে আঁটা চারিদিকে কাঁচের আলমারী। মাঝে একটি প্রশস্ত টেব্‌ল, তার চারিদিকে হেলান দেওয়া বেঞ্চ। একটি আলমারির ধারে কাঠের ষ্টাণ্ডে (stand) কার্ল মার্ক্সের সাদা রঙের মূর্ত্তি, আর একদিকে দেখলাম লেলিনের ফটো।

মেয়েটি আমাকে ব'ললেন—এটি আমাদের Teachers' Reading Room. আমি ব'ললাম,—আমিও তাই মনে ক'রেছিলাম। পরে আমরা একটি General Class Room এর মধ্যে ঢুকলাম। ক্লাসের মধ্যে প্রায় দেড়শো জন ছেলেমেয়ে হাই বেঞ্চের সামনে ব'সে আছে। তাদের সামনে একজন যুবক, পরণে তাঁর গলাবন্ধ কোট, পান্তালুন —সামনে একটি বোর্ডে নক্সা এঁকে তাজিক ভাষায় তার বিবরণ দিয়ে চলেছেন। আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখে যুবক শিক্ষকটি নীরবে অভিবাদন জানালেন মাথা নীচু ক'রে। তারপর নিজের কাজে মন দিলেন। ছাত্র ছাত্রীরাও আমার দিকে এক মুহূর্ত্ত চেয়ে নিজেদের কাজে মন দিল। গতদিনের মিউজিক স্কুলের ছেলেমেয়েদের কথা মনে প'ড়লো। সেখানেও তাদের মধ্যে এমনি একাগ্রতা ও নিয়মানুবর্ত্তিতা দেখেছিলাম। সারা রিপাব্লিকে আবালবৃদ্ধবনিতার কাজের মধ্যে এই নিয়মানুবর্ত্তিতার কোনো ব্যতিক্রম কোথাও দেখিনি।

ক্লাস রুম থেকে বেরিয়ে প্রকাণ্ড একটি বারান্দা পার হ'য়ে আমরা গিয়ে পড়লাম একটি প্রশস্ত বাগানে। সকালের কুয়াশা ফিকে হ'য়ে এসেছে। অল্প রোদ্দুর দেখা দিয়েছে মাটির বুকে। প্রথম মহিলাটি আমাকে ব'ললেন—এই বাগানটিতে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী ক্লাসের পড়াশুনা শেষ ক'রে দশ মিনিট বিশ্রাম নেয় তারপর আবার বিভিন্ন ক্লাসে চ'লে যায়। বাগানটির মধ্যে খানিকক্ষণ বেড়িয়ে নিলাম। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাগানটি। বেশীর ভাগই ফুলের গাছ, মাটিতে সুন্দর কচি কচি ফিকে সবুজ ঘাস। মাঝে মাঝে প্রকাণ্ড হেলান দেওয়া বেঞ্চ। বাগানটি দেখে মনে হ'লো, এর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি সযত্ন দৃষ্টি রাখা হয়।

কিছুক্ষণ বাদে আমরা গিয়ে পৌছালাম প্রকাণ্ড একটি খাবার

ঘরে।—খাবার সময় তখন ছিল না, তাই হলটি ছিল খালি। দু' একজন মহিলা ছাড়া আর কাকেও চোখে প'ড়লো না। হলটির এক কোণ থেকে আর এক কোণ পর্য্যন্ত লম্বা টেব্‌ল। দু'পাশে হেলান দেওয়া বেঞ্চ। মনে হোল, এখানে শ'দুয়েক ছেলেমেয়ে ব'সে একসঙ্গে খেতে পারে। মহিলাটিকে জিজ্ঞাসা ক'রলাম—স্কুলের ছেলেমেয়েরা বোধ হয় এখানে খাওয়া-দাওয়া করে? তিনি ব'ললেন—শুধু স্কুলের ছেলেমেয়েরাই নয়, স্কুলের শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী পর্য্যন্ত সকলেই একসঙ্গে এখানে সকালের আর দুপুরের খাওয়া শেষ করে।

প্রশ্ন ক'রলাম—স্কুলের সময়ের পর কি শিক্ষকরা ছাত্রদের কাছ থেকে আলাদা থাকেন? তিনি ব'ললেন—না। প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর সঙ্গেই শিক্ষকরা ভালভাবে সংযোগ রাখেন। আমাদের শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে প্রধান কথা হ'চ্ছে শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে মধুর সম্পর্ক গ'ড়ে তোলা। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী তাদের বাপমায়ের মতই, শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে। আমি ব'ললাম—আপনাদের শিক্ষা পদ্ধতি সম্বন্ধে যা' শোনালেন, এবং আমিও যা দেখলাম, তা'তে বুঝতে পারলাম—সোভিয়েট শিক্ষা-পদ্ধতি কেন জগতে যুগান্তর সৃষ্টি ক'রেছে?

সমস্ত স্কুলটি ঘুরতে প্রায় দু'ঘণ্টা কেটে গেল। ছেলেমেয়েরা যেখানে খাতা পেন্সিল নিয়ে লেখাপড়া ক'রছে, যেখানে তারা হাতে কলমে শিক্ষা পাচ্ছে—সবই দেখলাম।

সকাল হ'লেই ছেলেমেয়ের দল স্কুলে এসে ঢোকে। বেলা ১২টার সময় খাবার ঘণ্টা প'ড়লে তারা সব চ'লে আসে স্কুলের খাবার ঘরে। তারপর খাওয়া-দাওয়া শেষ ক'রে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে। বিকালে তাদের চলে হাতে-কলমে লেখাপড়া শেখা। এই হাতে-

কলমে লেখাপড়া শেখার পদ্ধতি আমার অত্যন্ত ভালো লাগলো। এক একদল ছেলেমেয়ে মিলে ছোট ছোট কলকব্জার মডেল নিয়ে পরীক্ষা ক'রছে; সঙ্গে তাদের শিক্ষক আছেন, বুঝিয়ে দিচ্ছেন কলকব্জার খুঁটিনাটি বিষয়গুলি। আবার কোথাও আর একদল ছেলেমেয়ে নানারকমের গাছপালা নিয়ে শিক্ষা ক'রে চ'লেছে, সঙ্গে আছেন শিক্ষক—তিনি সব বুঝিয়ে দিচ্ছেন। আর একদল ছেলেমেয়ে হয়ত' কাঠের উপর বাটালি দিয়ে নানারকমের নক্সা এঁকে চ'লেছে—চেয়ার, টেব্‌ল তৈরী করা শিখছে।

সমস্ত দিন ধ'রেই আমি স্কুলটির নানা বিভাগ ঘুরে দেখলাম। দুপুরের খাওয়া শেষ ক'রে নিলাম ছেলেদের সঙ্গেই স্কুলে—শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের অনুরোধে। বহু দেশে আমি ঘুরেছি, জীবনে বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, ছেলেমেয়ে ব'সে একসঙ্গে কতবার খেয়েছি। কিন্তু আজকের এই দুপুরে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ব'সে খেয়ে যে আনন্দ পেয়েছিলাম তা' জীবনে ভুলব না।

বোখারার পথে

দু'দিন পরে আস্কাবাদ সহর ছেড়ে বোখারার পথে পায়ে হেঁটে রওনা হ'লাম। আস্কাবাদ সহরের বন্ধুগণ আমাকে অনুরোধ ক'রেছিলেন ট্রেনে বা ট্রলিতে বোখারা যাওয়ার জন্য। মৃদু প্রতিবাদ জানিয়ে ব'লেছিলাম—হাঁটার আনন্দ আমার আরও সুখের হবে ট্রেনে বা ট্রলিতে যাওয়ার চেয়ে।

সন্ধ্যা তখন প্রায় নেমে এসেছে। আকাশ ছিল সমস্ত দিন ধ'রে পরিষ্কার। তাই রাতের নিয়মিত বরফ পড়ার আভাস আকাশের গায়ে দেখা যাচ্ছিল না। দূরে একটি গ্রামের ঘরবাড়ীগুলি দেখা যাচ্ছিল যেন ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার এক একটি কাঠের বাক্সের মত।

কিছুক্ষণ হেঁটে গ্রামটির কাছে এসে প'ড়লাম। গ্রামটির নাম সেলিমাবাদ। মজবুত কাল কাঠের তৈরী গ্রামের বাড়ীগুলি। প্রত্যেক বাড়ীর সামনে ছোট ছোট বারান্দা, পাশ দিয়ে একটি ক'রে ছোট সরু সিঁড়ি বাড়ীগুলির উপর তলায় গিয়ে মিশেছে। বাড়ীগুলির সামনে একটি ক'রে ছোট পরিষ্কার বাগান। আনন্দে আমার মন মেতে উঠল। হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল, বাংলার শেষ প্রান্তে যে সাঁওতাল যাযাবর জাতিরা বাস ক'রে তাদের গ্রামগুলির কথা। কি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন তাদের ঘরবাড়ী!

হঠাৎ কানে এল দূরে একটি বাছুরের গলার স্বর। সঙ্গে সঙ্গে একটা মৃদু কি শব্দ শুনতে পেলাম। চমকে উঠে পিছন ফিরে দেখি একটি মেয়ে, বয়স ২২।২৩ বৎসর হবে, পরণে কাল উলের ঘাগ্‌রা, গায়ে ভেড়ার চামড়ার টাইট কোট; মাথায় একটা কাল ওড়না বাঁধা—খালি পায়ে একটি বাছুরকে তাড়িয়ে নিয়ে আসছেন।

মেয়েটিকে সামনে দেখেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল ইংরাজী ভাষায় সান্ধ্য-নমস্কার—তার পরেই বুঝতে পারলাম ইংরাজী ভাষায় কথা বলা ভুল হ'য়েছে। গ্রামের মেয়ে সহরের মেয়েদের মত হয়তো ইংরাজী ভাষা বুঝতে পারবে না। এই ভেবে তাজিক ভাষায়—'তাইস্তা' ব'লতে যাচ্ছি—মেয়েটি তখন হেসে ব'ললেন—'গুড্-ইভ্নিং মোসিয়ে।' ভাঙা ফ্রেঞ্চ ভাষায় তাঁর মুখে এই কথাগুলি শুনে ভারী আনন্দ পেলাম। তাঁকে তখন ইংরাজী ভাষায় আমার আগমনের হেতু এবং আভাসে আশ্রয়ের কথাও জানালাম। মেয়েটি কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে সামনের দিকে পা চালিয়ে দিয়ে ব'ললেন—আপনি আমার সঙ্গে আসতে পারেন। আমাদের ক্লাবে আপনাকে নিয়ে যাবো। আমি দ্বিধা না ক'রে মেয়েটির নির্দ্দেশিত পথে চ'লতে লাগলাম।

গ্রামের বড় রাস্তা দিয়ে মিনিট পাঁচেক চ'লে একটি চৌকো তেতলা কাঠের বাড়ীর কাছে এসে আমরা দাঁড়ালাম। বাড়ীটির ভিতর থেকে ভেসে আসছিল, অনেকগুলি গ্রাম্য নরনারীর মৃদু কথাবার্ত্তার রেশ। সঙ্গে সঙ্গে সরু বেহালার সুরও কানে ভেসে আসছিল, বুঝতে পারলাম—বাড়ীটির ভিতরে যাঁরা আছেন, তাঁদের সঙ্গে পরিচিত হ'তে আমার কোন কষ্টই হবে না। আমি সানন্দে মেয়েটির সঙ্গে বাড়ীটির গেট পার হ'য়ে ক্লাবের মধ্যে প্রবেশ ক'রলাম। ক্লাব-বাড়ীটির মধ্যিখানে খানিকটা লন, চারিপাশ দিয়ে খান তিনেক প্রকাণ্ড ঘর। কয়েকজন নরনারী হলঘরের মধ্যে, কয়েকজন লনের উপর ব'সে নিজেদের মধ্যে হাসি ও গল্প ক'রছিলেন।

আমরা দু'জনে ঢুকতে তাঁদের কথাবার্ত্তার কোন ব্যাঘাত হোলো না। সবাই যেন তন্ময় হ'য়ে আছেন, নিজেদের মধ্যে নিজেদের আনন্দ নিয়ে। আত্মহারা হ'য়ে এই দৃশ্য দেখতে লাগলাম। হঠাৎ

কানে এল দু'টি মেয়ের মিষ্টি হাসি পাশ থেকে। মুখ ফিরিয়ে পিছন দিকে চেয়ে দেখি—আমার পথে-দেখা সেই মেয়েটি একটি বয়স্কা তাজিক মেয়েকে আমার দিকে ইসারা ক'রে কি ব'লছেন। মহিলাটি মেয়েটির কথা শুনে মৃদু হাসছিলেন। আমার চোখে চোখ প'ড়তেই মহিলাটি গ্রাম্য কায়দায় মাথা নত ক'রে অভিবাদন জানালেন। তাজিকরা আজও তাদের দেশীয় পুরাতন প্রথায় বিদেশীকে অভিবাদন জানিয়ে থাকে - এটা আমি আগেও দু'এক জায়গায় দেখেছিলাম। পুরাতন প্রথায় অভিবাদন-পদ্ধতি এরা আজও ঘোচায়নি বটে, কিন্তু এদের পুরাতন যে মনোবৃত্তি ছিল অভিবাদনের মধ্যে—সেটা এরা ঘুচিয়েছে। এরা আজ বিদেশীকে অভিবাদন করে নিজের আনন্দে, নিজের আত্ম-সম্মান বজায় রেখে।

আধঘণ্টার মধ্যেই নিজেকে তাঁদের মধ্যে খাপ খাইয়ে নিলাম। রাতের আশ্রয় ঠিক হ'লো গ্রামের একটি মুচির বাড়ীতে। আমার আশ্রয়দাতা মুচি ভদ্রলোকটির সুন্দর বলিষ্ঠ দেহ, চমৎকার মুখশ্রী ও শীতের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য প্রচুর গরম পোষাক ছিল। এঁকে দেখে আমার বাংলাদেশের মুচি ভাইদের সেই মলিন, ছিন্ন পোষাক ও অনাহারক্লিষ্ট মুখমণ্ডলের কথা মনে প'ড়লো।

জানতে পারলাম, এই গ্রামটিতে শতকরা ২৫ ভাগ লোক চাষের কাজ করে ও ৭৫ জন মুচি। কালো গম, প্রচুর শাক-শব্জী আর চামড়ার জামা, জুতো ইত্যাদি জিনিষ গ্রামকে সম্পদশালী ক'রে তুলেছে। ছোটখাটো প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে আমার রাতের আহার শেষ হ'লো। এই নিবীড় ও শান্তিময় আবেশের মধ্যে আমার চোখ বুজে আসছিল। আশ্রয়দাতার স্ত্রী আমার এই অবস্থা লক্ষ্য ক'রে মৃদুস্বরে ব'ললেন—আজ তা'হ'লে আমরা আমাদের খাবার টেবিলের সভা ভেঙে দিই, কারণ আমাদের অতিথি আজ বড়ই ক্লান্ত।

তাঁর স্বামী ব'ললেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ নিশ্চয়ই, কাল সকালে আমাদের ছুটির দিন, কাল আমাদের আলাপ করার খুব সুবিধা হবে। খাবার ঘরের পাশেই আমার রাতের আশ্রয় ঠিক করা ছিল, ঘরের মধ্যে ঢুকেই দেখলাম, ঘরখানির সাজানোর ভঙ্গী। পাতলা কাঠের খাটের উপর বেশ পুরু লাল রঙের শীতের বিছানা। পাশের টি-পয়ে একটি ছোট টেবিল ল্যাম্প। ঘরখানির মেজেতে আগাগোড়া পাতা উলের নাম্‌দা। ঘুমে চোখ ঢুলে আসছিল, আর তাই অন্য কিছু দেখার আগেই আমি আলো নিভিয়ে বিছানায় শুয়ে প'ড়লাম। এক মধুর সন্ধ্যা আজ পেয়েছিলাম—এই কথাটিই মনে পড়লো।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতেই প্রচুর আলো এসে চোখে লাগলো, বিছানা ছেড়ে উঠতেই কানে এলো বাহিরে গৃহস্বামীর কণ্ঠস্বর। তিনি তাঁর গৃহিণীকে টেবিলে খাবার সাজাতে ব'লছেন। বুঝলাম, ঠিক সকালের খাবার সময়েই ঘুম ভেঙেছে।

একঘণ্টা পরে সকালের খাবার শেষ ক'রে আমার আশ্রয়দাতা ভদ্রলোকটির সঙ্গে গ্রাম দেখতে বেরুলাম। দিনের আলো গ্রাম-খানিকে ঝক্‌ঝকে ক'রে তুলেছে। মিষ্টি ঠাণ্ডা হাওয়ার মধ্য দিয়ে আমরা এগিয়ে চ'ললাম—গ্রামের পথ ধরে শেষ সীমান্তে একটি কারখানার দিকে। চারিধারে করোগেটেড্ টিন দিয়ে ঘেরা অনেকখানি জায়গা। লাল রঙের টিনের কতকগুলি বাড়ী, ঘেরা জায়গার মধ্যে। প্রকাণ্ড চিমনির ভিতর দিয়ে কালো ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে।

সামনের ফটকের ভিতর দিয়ে প্রবেশ ক'রতেই প্রথমে চোখে প'ড়লো দু'পাশে সাজানো স্তূপাকার করা নানা রংয়ের শুকনো মোটা ও সরু চামড়া। বুঝলাম, এটি একটি চামড়ার কারখানা। সঙ্গীটি ব'ললেন—প্রতিদিন এই কারখানাতে গ্রামের বহু নরনারী আট ঘণ্টা

ক'রে পরিশ্রম করে। এই কারখানাতে অনেক রকমের চামড়ার জিনিষ তৈরী হয়। মাত্র আট বছরের মধ্যে আমরা এইটিকে একটি প্রথম শ্রেণীর কারখানায় পরিণত ক'রতে সমর্থ হয়েছি আমাদের শিক্ষা ও চেষ্টার মধ্য দিয়ে। আট বছর আগে এই গ্রামের মুচিরা জানতো না, কি ক'রে চামড়ার জামা, স্যুটকেশ, হাই-বুট প্রভৃতি তৈরি ক'রতে হয়। কিন্তু মাত্র আট বছরের মধ্যে আমরা আধুনিক সমস্ত জিনিষ তৈরি ক'রতে সমর্থ হয়েছি। আমি জিজ্ঞাসা ক'রলাম—কি করে এই অল্প সময়ের মধ্যে আপনাদের এই শিক্ষা সম্ভবপর হ'লো, তিনি ব'ললেন—একটু এগিয়ে চলুন, স্বচক্ষে আপনি দেখতে পাবেন সব কিছুই।

চামড়ার স্তূপের মধ্যে দিয়ে পনেরো মিনিট এগিয়ে যাওয়ার পর একটি হলঘরের মধ্যে আমরা প্রবেশ ক'রলাম। সেখানে কোনো কলকব্জা চোখে প'ড়লো না। দেখে মনে হ'লো এটি যেন একটি স্কুলের ক্লাস রুম। শ'দুয়েক হাই বেঞ্চ, পাশে ছোট ছোট টুল। দেওয়ালের নানারংয়ের নক্সাগুলি যে কিসের ঠিক বুঝতে না পেরে সঙ্গীটিকে জিজ্ঞাসা ক'রতে যাবো, এমন সময় তিনি আমার মনের কথা বুঝে নিয়ে ব'ললেন—বাইরের লোক এই নক্সাগুলি কিছুই বুঝতে পারবে না, কারণ এগুলি চামড়ার জিনিষ পত্র তৈরি করবার আগেকার ডিজাইন।

হলটির মধ্যে আমরা দু'জন ছাড়া আর কেউ ছিল না। বুঝতে পারলাম, হলের কাজ শেষ হয়ে গেছে আমাদের আসার আগে। সঙ্গীটি আমাকে নিয়ে চললেন হল ঘরের মধ্য দিয়ে পাশের একটি কক্ষে। সেখানে গিয়ে চোখে পড়লো জন পঞ্চাশেক পুরুষ ও নারী শ্রমিক মিলে বিস্তর ট্যান করা চামড়া থাকে থাকে সাজিয়ে চলেছে। আমরা দু'জনে ঘরে ঢুকতেই সবাই এক মুহূর্তের জন্য আমাদের দিকে

চেয়ে নিয়ে আবার যে যার কাজে মন দিল। শুধু বছর ষাটেকের এক দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ হাতের কাজ ফেলে আমাকে অভিবাদন জানালেন। আমি প্রত্যভিবাদন জানিয়ে তাঁকে ব'ললাম—আপনাদের কাজ দেখতে এসে আমরা কোনো অসুবিধা ক'রলাম না তো? তিনি হেসে ব'ললেন—এতে আমাদের কোনো অসুবিধাই হয় নি! অন্য কারো উপস্থিতিতে আমাদের কাজে কোনো বাধা হয় না, কোনো ব্যাঘাত জন্মে না। তারপর তিনি ব'ললেন—এই যে ঘরটি দেখছেন, এখানে প্রতিদিন গতদিনের সমস্ত ট্যান করা চামড়া এসে জমা হয়। সন্ধ্যার দিকে সমস্ত চামড়া চলে যায় মেসিন ঘরে জিনিষ তৈরী হবার জন্য। আবার পরের দিন নূতন ট্যান করা চামড়া এসে জমা হয়। আমি ব'ললাম—আপনারা সমস্ত দিন ধরেই কি চামড়াগুলোকে থাকে থাকে সাজিয়ে রাখেন। তিনি ব'ললেন—না। ঘণ্টা দু'য়েক পরে আপনি এসে দেখবেন আমরা এখানে কেউ নেই, তারপর বিকেলের দিকে আবার আমাদের দেখা পাবেন। এই চামড়া সাজানোর কাজে আমরা মাত্র চার ঘণ্টা খেটে থাকি। চামড়ার কাজে যারা সব চেয়ে বেশী পারদর্শী, তারাই এই কাজ করে, কারণ এই কাজটিই চামড়ার কাজের মধ্যে সব চেয়ে উঁচু দরের। কি রকম চামড়ায় কি রকম জিনিষ তৈরি হয় তা' যদি আমরা ঠিকমতো বেছে নিয়ে কারিকরদের কাছে না পাঠাই, তারা সুন্দর জিনিষ তৈরী ক'রবে কি করে? এই কাজের মধ্যে অত্যন্ত সূক্ষ্ম বুদ্ধি এবং চামড়া চেনার গভীর জ্ঞান থাকা দরকার।

সেখান থেকে বেরিয়ে আমরা গিয়ে ঢুকলাম আর একটি প্রকাণ্ড হল ঘরে। শ'দুয়েক ছোট ছোট চামড়া সেলাইয়ের Sewing machine পাশাপাশি সাজানো র'য়েছে, এবং নরনারী উভয়েই এই শেলাই মেশিনের সাহায্যে নানারকম চামড়া সেলাই ক'রে চলেছে। এখানে রকম রকম চামড়া জোড়া দিয়ে বড় বড় চামড়ার

পাত বা Sheet তৈরি করা হয়। এখানেও আমাদের উপস্থিতিতে কর্ম্মীগণের মধ্যে কোনো অন্যমনস্ক ভাব দেখলাম না। সকলেই ঠিক মতো যে যার কাজ ক'রে চলেছে। এখানকার কাজ হ'চ্ছে মাত্র ছ'ঘণ্টা। সকালে তিন ঘণ্টা, বিকালে তিন ঘণ্টা।

পরে এই ঘরের কাজ দেখে কারখানাটির সবশেষ Department এ গিয়ে যা চোখে পড়লো তা দেখে বড় আনন্দ হ'লো। শ'চারেক পুরুষ ও স্ত্রী কর্ম্মী মিলে স্যুটকেশ, বুটজুতো, চামড়ার কোট, দস্তানা এই সব জিনিষ কেউ হাতে কেউ বা মেশিনে তৈরি ক'রে চলেছে। কর্ম্মীরা সকলেই পরস্পর কথাবার্ত্তা কইছে কিন্তু প্রত্যেকেরই হাত তাদের কাজের উপর রয়েছে। এই জিনিষটি দেখে আমি বড় আশ্চর্য্য হলাম। কারণ এতক্ষণ সব জায়গায় দেখেছি যে, কর্ম্মীরা নীরবভাবে কাজ ক'রে যাচ্ছে। এখানে তার ব্যতিক্রম বড় চোখে লাগলো। সঙ্গীটিকে এর কারণ জিজ্ঞাসা ক'রতে তিনি ব'ললেন—এতেই আপনি আশ্চর্য্য হ'চ্ছেন ? এই কথাবার্ত্তা, হাসি ও গল্পের মধ্যে দিয়েই আমাদের গ্রামের লোকেরা আসলে কাজগুলি সুন্দর ও সুষ্ঠভাবে গড়ে তোলে।

সমস্ত জিনিষগুলির মধ্যে একটি জিনিষ আমার বড় ভালো লাগলো, সেটি হ'চ্ছে প্রত্যেক নরনারীর সুন্দর নিটোল স্বাস্থ্য। মনে পড়লো ভারতের এই মুচি সম্প্রদায় সংখ্যায় অনেক—কিন্তু কোথাও তো তাদের দেখিনি একসঙ্গে এমনি সুন্দর ভাবে কাজ করে যেতে। তাদের সঙ্গে এদের জীবনের কত প্রভেদ! হঠাৎ মনে পড়লো কোল্‌কাতা সহরের মুচি ভাইদের কথা। বস্তির মধ্যে খোলার ঘরে বাস করে তারা। মানুষের জীবন ধারণের সবচেয়ে বড় জিনিষ—পুষ্টিকর খাদ্য, মুক্ত বায়ু, প্রচুর আলো তা' থেকে তারা সকল রকমে বঞ্চিত, অথচ দিনের পর দিন এই দুরবস্থার মধ্যেও

আমাদের ফরমাস মতো জিনিষপত্র তৈরি ক'রতে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে চলেছে।

এই সব ভাবতে ভাবতে একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছিলাম। সঙ্গীটি আমার সে ভাব লক্ষ্য ক'রে ব'ললেন—কি বন্ধু! অত ভাবছেন কি? আমি একটু চম্‌কে উঠে উত্তর দিলাম—ভাবছিলাম আমার নিজের দেশের কথা। তিনি ব'ললেন—আপনার দেশের কথা আমাদের আজ সন্ধ্যায় ব'লতে হবে। আমরা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে চাই। কিন্তু আফ্‌গান ব্যবসায়ীদের মধ্যে যাঁরা মাঝে মাঝে বোখারাতে আসেন, তাঁরা আপনাদের সম্বন্ধে যা বলেন তা'তে আমরা বিশেষ সন্তুষ্ট হ'তে পারি না। তাঁদের কথায় আমরা বেশ বুঝতে পারি যে যদিও তাঁরা আমাদের চেয়ে আপনাদের সঙ্গে বেশী সম্বন্ধ রাখেন; কিন্তু তা'হ'লেও আপনাদের দেশের খবর তাঁরা খুব কম জানেন। আমি আনন্দিত হ'য়ে ব'ললাম—নিশ্চয়ই, আমি আপনাদের সঙ্গে আমার দেশের সমস্ত কথা, তার সুখ-দুঃখ, দারিদ্র্য, অভাব-অভিযোগ সব কিছুই খুলে ব'লবো। আপনাদের দেশে আসার সুযোগ যখন আমি পেয়েছি তখন শুধু যে আপনাদের দেখে যাবো তাই নয়,—আমাদের দেশের সঙ্গেও আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেবার আন্তরিক চেষ্টা হবে আমার এই ভ্রমণের মধ্য দিয়ে। কথা কইতে কইতে আমরা এসে প'ড়লাম গ্রামের মাঝখানে।

সেদিন ছিল ছুটি। খালি একটি মাত্র কারখানা খোলা ছিল বিশেষ কতকগুলি জরুরি কাজের জন্য।* তাই গ্রামের বাড়ীগুলি লোকজনে পূর্ণ ছিল। হঠাৎ চোখে প'ড়লো জন কুড়ি ছেলেমেয়ে —দশ থেকে পনের বৎসর পর্য্যন্ত তাদের বয়স, পরণে প্রাচীন তাজিক পোষাক—ঢিলে পায়জামা, গায়ে ঢিলে কামিজ মাথায় মেয়েদের ওড়না, পুরুষদের বাঁকানো টুপি। একটি উঁচু জায়গায় গোল হ'য়ে

নানা রকমের বাদ্যযন্ত্র নিয়ে তারা ব'সে আছে। মধ্যিখানে একটি পনেরো ষোল বছরের ছেলে দাঁড়িয়ে বক্তৃতার ভঙ্গিতে তাদের কি ব'লছে। ছেলেমেয়েগুলি তার মুখের দিকে তাকিয়ে সব শুনে যাচ্ছে। সঙ্গীটিকে ব'ললাম—ছেয়েমেয়েগুলি এখানে ব'সে কেন? এদের কি কোন ক্লাশ হচ্ছে? তিনি ব'ললেন—না; এই দলটি আমাদের গ্রামের চিলড্রেনস্ কনসার্ট পার্টি। আমাদের গ্রামের ছেলেমেয়েরা তাদের ভেকেসানের ছুটি পেয়ে ক'দিন হ'ল গ্রামে ফিরে এসেছে। তাই সমস্ত দিন ধ'রে তারা কনসার্ট, মিউজিক, পিক্নিক্, নানারকম খেলাধূলা নিয়ে মেতে আছে। চলুন আমরা ওদের কাছে যাই, আপনি বেশ আনন্দ পাবেন ওদের কনসার্ট শুনে।

আমরা যখন শিশুদলটির কাছে এসে দাঁড়ালাম, আমাদের দিকে চোখ প'ড়তেই তারা দাঁড়িয়ে উঠে আমাদের অভিনন্দন জানালো। প্রত্যেকের মুখে কি তৃপ্তির হাসি! বিদেশী অতিথিকে অভিবাদনের এমন সুন্দর ও সানন্দ ভঙ্গী আমি কোথাও দেখিনি। সঙ্গীটি তাদের শিশু-সর্দারকে তাজিক ভাষায় কি যেন ব'ললেন। তখনই ছেলেটি পাশ থেকে দু'খানি ছোট টুল দু'হাতে এনে আমাদের কাছে রেখে দিল। আমরা আসন গ্রহণ ক'রতেই ছেলেটি মাথা নামিয়ে আমাকে 'তাইস্তা কমরেড' ব'লে অভিবাদন জানিয়ে দলটির মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালো। তারপর সবাইকে তৈরী হ'তে আদেশ দিয়ে নিজে কনসার্ট পরিচালনা ক'রবার জন্য প্রস্তুত হ'লো।

মিনিট দশেক পরেই বেহালা, ড্রাম, বাঁশীর সঙ্গে সুরের পর সুর ভেসে উঠতে লাগলো। তন্ময় হ'য়ে শুনতে লাগলাম এই শিশু কনসার্ট পার্টির অপূর্ব্ব বাদ্য! এই কনসার্টের মধ্যে ইউরোপীয় ও এসিয়াটিক সুরের সমন্বয় ছিল। ভারতীয় সুরের সঙ্গে এর বিশেষ মিল খুঁজে না পেলেও কি যেন এক অজানিত অনুভূতিতে আমাকে মাতিয়ে দিল।

এই শিশুদের কনসার্ট শুনে আমার এই ধারণাই হ'লো—মন, প্রাণ ও একাগ্রতা দিয়ে যে কোন সুরেরই সৃষ্টি করা যাক না কেন, সেটি হবে অপূর্ব্ব, প্রাণ মাতানো। আমাদের দেশের অনেকেরই ধারণা ভারতীয় সঙ্গীত এবং ভারতীয় বাজনার সুরের বৈশিষ্ট্য শুধু ভারতেরই, আর কোথাও নয়। কিন্তু এই শিশু কনসার্ট পার্টির বাজনা শুনে আমার মনের মধ্যে এই যুক্তির সত্যতা স্বীকার ক'রতে কোথায় যেন বাধলো।

সময় কতক্ষণ কেটে গেছে জানি না, হঠাৎ বাজনা থামতে মুখ তুলে দেখি, বহু গ্রামবাসী এসে দাঁড়িয়েছে আমাদের চারি পাশে। সকলেরই মুখে এক অপূর্ব্ব আনন্দ ও তৃপ্তি!

সেদিন রাত্রে যখন খাওয়া সেরে বিশ্রামের জন্য আমার আশ্রয়দাতার নির্দ্দিষ্ট ঘরটায় এসে পৌঁছুলাম তখন মনের মধ্যে আমার একটি চিন্তাই খালি জমা হ'য়েছিল, সেটি হ'চ্ছে—কত সুন্দর এদের দেশ!

পরের দিন সকালে রোজকার মতন প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের মধ্য দিয়ে আমার ঘুম ভাঙলো। রুশো-তুর্কীস্থানে শীতকালে রোজ সকাল বেলাই কুয়াশাভরা আকাশ আর পেঁজা তুলোর মতন বরফ্ পড়তে দেখতে পাওয়া যায়। দুপুর বেলা কোনো দিন রোদ্দুর পাওয়া যায়, কোনো দিন মেঘলা। বিকেলের দিকে প্রায়ই আকাশ থাকে পরিষ্কার। গ্রামটি থেকে রওনা দিলাম বোখারা সহরের দিকে ট্রান্স্-কাস্পিয়ান রেলওয়ে ধরবার জন্যে ইলেকট্রিক ট্রলীতে চড়ে।

খান দশেক ট্রলী সারবন্দী হ'য়ে ছোট্ট লাইনের উপর দিয়ে শোঁ শোঁ ক'রে এগিয়ে চ'লেছে। প্রত্যেক ট্রলিতে ৪টি ক'রে কাঠের চেয়ার যাত্রীদের বসবার জন্য। ট্রলির দুই পাশে সুন্দর রেলিং দিয়ে ঘেরা। এর ছাদটি আগাগোড়া ইস্পাতের তৈরি। মাঝে মাঝে গ্রামে এসে মিনিট পনেরো অপেক্ষা ক'রে ইলেকট্রিক ট্রলি এগিয়ে চলেছে,

২০ মাইল দূরে ট্রান্স্-কাস্পিয়ান রেলওয়ের প্রথম ষ্টেশন "সেলিমাবাদ"এর দিকে। দু'পাশে বার্লি ও কালো গমের ক্ষেত। তাজিক নরনারী চাষীরা ক্ষেতের আশেপাশে ছড়িয়ে আছে। সঙ্গে তাদের এক একটি ক'রে ছোট ট্রাক্টর। যে জমিতে শস্য এখনো রোপণ করা হয়নি সেই জমির উপর দিয়ে তারা চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সবাই নিজের কাজে ব্যস্ত, মাঝে মাঝে যখন ট্রলি তাদের পাশ ঘেঁসে এগিয়ে যাচ্ছিলো ক্ষণেকের জন্য তারা একবার মুখ তুলে যাত্রীদের দিকে চেয়ে হেসে আনন্দ জানিয়ে আবার নিজেদের কাজে মন দিচ্ছিল।

ঠিক ক'রেছিলাম আজ সন্ধ্যায় সরাসরি সেলিমাবাদ সহরে গিয়ে উঠবো। কিন্তু যখনই গ্রামের কার্য্যরত চাষীদের দিকে চোখ পড়ে তখনই সেলিমাবাদ যাওয়ার সঙ্কল্প টুটে যায়। এমনি ভাবে প্রায় যখন সেলিমাবাদ সহরের কাছাকাছি এসে পৌছুলাম তখন নিজের অজান্তেই মাঝখানে একটি গ্রামে নেমে প'ড়লাম।

দুপুরের ঝকঝকে রোদ গ্রামটির সারা গায়ে ছড়িয়ে প'ড়েছে। গ্রামটির আশেপাশে উঁচু পাহাড় ঘিরে আছে। খুব ছোট্ট এই গ্রামটি—"সিস্কা"এর নাম। দোতলা একটি বাংলো প্যাটার্নের কাঠের বাড়ী এই গ্রামটির ষ্টেশন। বাড়ীটির চারিধারে সুন্দরভাবে সযত্নে তৈরি করা হ'য়েছে বাগান। বাড়ীটির মধ্যিখান দিয়ে একটি রাস্তা চলে গিয়েছে—সে রাস্তাটা গিয়ে মিশেছে গ্রামের রাস্তার সঙ্গে। বছর তিরিশের একটি কিরঘিজ মেয়ে, দু'জন তাজিক যুবক এই ষ্টেশনটির কর্ম্মচারী। ষ্টেশনে ট্রলিটি থামতেই দেখলাম আমি ছাড়া এ ষ্টেশনে নামবার আর কেউ নেই। পিঠের বোঝা নিয়ে যখন ষ্টেসনের বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম, মেয়ে কর্ম্মচারীটি আমার দিকে একটু সন্দিগ্ধভাবে চেয়ে আছেন মনে হ'লো। আমি ইংরাজী ভাষায় ব'ললাম—আমি একজন ট্র্যাভ্লার ও ভারতীয়। মেয়েটি ভাঙ্গা

ইংরাজী ভাষায় ব'ল্লেন—কিন্তু আপনার তো এ ষ্টেশনে নামবার কথা ছিল না? মেয়েটির গলার স্বরে আমার উপর সন্দেহের সুর পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছিল। সব চেয়ে বেশী আমি তখন আশ্চর্য্য হ'য়ে গিয়েছিলাম যে, ইনি কি ক'রে জানলেন যে আমার যাবার কথা ছিল সেলিমাবাদে। কৈফিয়ৎ দেবার সুর ভাষায় এনে মেয়েটিকে ব'ললাম—আপনি ঠিক অনুমান ক'রেছেন। আমার টিকিট সেলিমাবাদ পর্য্যন্ত, কিন্তু আপনাদের গ্রামের সৌন্দর্য্য আর সম্পদ দেখে আমি এখানে নামবার লোভ সামলাতে পারলাম না। আমার ভবঘুরে মন আমাকে এখানে নামাতে বাধ্য ক'রলো। তারপর মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা ক'রলাম,—আমি কি কোন অন্যায় ক'রেছি এখানে নেমে? মেয়েটির বোধ হয় আমার কথাতে সন্দেহের ভাবটা কেটে এসেছিল; ব'ললেন—না, অন্যায় আপনি কিছু করেন নি, তবে এই গ্রামে বিদেশীদের থাকবার জন্য কোনো হোটেল বা ইন্ (Inn) নেই। আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে ব'ললাম—কিন্তু আমি তো আপনাদের দেশে বহুদিন কাটিয়ে চলেছি, বহু গ্রামেও থেকেছি, কিন্তু মাঝে মাঝে হোটেল বা ইন্ না থাকার জন্য আমাকে তো কোন কষ্ট পেতে হয়নি? মেয়েটি আমার কথার সরাসরি জবাব না দিয়ে ষ্টেশন ঘরের দিকে তাকিয়ে ইসারায় কা'কে যেন কি জানালেন, তারপর আমার দিকে ফিরে ব'ললেন—আপনাকে বসবার চেয়ার দেওয়া হ'চ্ছে, আপনি বিশ্রাম করুন। আমি কিছুক্ষণ বাদে আপনার সঙ্গে এসে আবার দেখা ক'রবো। এই ব'লে তিনি ষ্টেশন ঘরের দিকে চলে গেলেন।

সামনের ট্রলি লাইন পেরিয়ে বার্লির ক্ষেত সুরু হ'য়েছে, দূরে ছোট ছোট পাহাড়গুলির উপরে দুপুরের রোদ্দুর পড়ে তাদের গায়ে কালো গমের ক্ষেতগুলি স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। এই গ্রামটিতে কি ক'রে, কি উপায়ে গ্রামবাসীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব জমে উঠবে এই চিন্তাই

তখন আমার মনের মধ্যে এলোমেলোভাবে জমা হ'য়ে উঠছিলো। মিনিট কুড়ি এমনিভাবে বসার পর একটি ফুটফুটে ছেলে, বয়স হবে বারো কি তের, পরনে কালো আঁটসাঁট বয়-ট্রাউজার—আমার কাছে এগিয়ে এসে ইঙ্গিতে আমাকে হাসিমুখে অভিবাদন জানালে। এই রকম নমস্কারের ইঙ্গিতে অভিবাদন করার ভাবটা আমি সারা দেশটির মধ্যে দেখেছি। নিজেকে প্রচুর আনন্দের মধ্যে ডুবিয়ে দিতে পারবো এই গ্রামটিতে--এই আশায় ছেলেটিকে কাছে ডেকে তার নাম জিজ্ঞাসা ক'রলাম। ছেলেটির সঙ্গে পরিচয় ক'রে জানলাম—তার নাম হচ্ছে শেখ্, সেলিমাবাদের স্কুলে পড়ে, ভেকেসানে তার মায়ের কাছে বেড়াতে এসেছে। যে মেয়েটি কিছুক্ষণ আগে আমার সঙ্গে কথা কয়ে গেলেন তিনিই ছেলেটির মা। ছেলেটির বাবা বোখারাতে কোন ফ্যাক্‌টি্‌র ইঞ্জিনিয়ার। পরিচয়ের পালা শেষ হবার পরে ছেলেটি ইঙ্গিতে এবং ভাঙ্গা ইংরাজিতে আমাকে জানালে যে তার মা দোতলায় অপেক্ষা ক'রছেন আমার জন্য চা নিয়ে। তাই ছেলেটি আমাকে ডাকতে এসেছে। কিছুক্ষণ আগে এলোমেলো চিন্তায় নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম। ছেলেটির কথা শেষ হবার পরে মনের মধ্যে এই চিন্তা জড় হয়ে উঠলো, সেটি হ'চ্ছে সোভিয়েট রিপাব্‌লিকে এলোমেলো চিন্তাধারার কোনই প্রয়োজন নাই। এদেশে বিদেশী হিসাবে যা আমার ন্যায্য পাওনা তা আমি এদের কাছে পেয়ে যাবই!

কার্পেট মোড়া কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতলায় পৌঁছুলাম। সামনে খানিকটা চওড়া বারান্দা, বারান্দার পাশাপাশি তিনখানি ঘর। প্রত্যেক ঘরে লাল উলের পর্দ্দা ঝোলানো। বারান্দাটির মধ্যিখানে খান আষ্টেক চেয়ার ও একটি বড় টেবল্ সেখানে দেখতে পেলাম: দু'টি যুবক, পরনে তাঁদের ষ্টেশনের পোষাক—গায়ে টাইট গলাবন্ধ, কাঁধে ষ্ট্রাপ্ দেওয়া ফ্রক-কোট, পরণে লম্বা ট্রাউজার, পায়ে

বুট জুতো। আগের পরিচিত মেয়েটিকেও চোখে পড়লো। তাঁর পরনে ছিল ষ্টেশনের পোষাক—খাকি রঙের উলের ঘাঘরা, গলাবন্ধ ও ফ্রক কোট। টেব্‌লের একধারে দাঁড়িয়ে চায়ের সরঞ্জাম গুছচ্ছেন। এখানে এসে মেয়েটির সঙ্গে প্রথম আলাপের সময় ভাল ক'রে তাঁকে দেখিনি। চায়ের আসরে যোগ দেবার সুযোগ পেয়ে তাঁকে যেন স্পষ্টভাবে দেখার সুযোগ পেলাম। গায়ের রঙ্‌ তাজিক বা কিরঘিজদের রঙের মতন তত উজ্জ্বল না হ'লেও যেন রঙের মধ্যে একটু উগ্র গোলাপী আভাষ ফুটে বেরুচ্ছে। মুখখানিতে মাখানো রয়েছে প্রচুর আনন্দ ও কর্ত্তব্যপরায়ণতা। মাথায় একরাশ চুল বেণী করে খোঁপা বাঁধা আছে। সিঁথির দু'পাশ দিয়ে চুলগুলি টাইট করে বাঁধা।

আমি চেয়ার নিয়ে টেব্‌লের কাছে ব'সতেই মেয়েটি আমার সঙ্গে যুবক দু'টির পরিচয় করিয়ে দিলেন। যুবক দু'টির নাম মাইকেল এবং সুকভ্‌। এঁরা দু'জন এসিয়াটিক রিপাব্‌লিকের লোক। এঁদের আদিবাস ককেসাস্‌ পাহাড়ে। বছর ক'য়েক হলো এঁরা ইউরোপীয়ান সোভিয়েট থেকে এসিয়াটিক সোভিয়েটে কাজ করবার জন্য এসেছেন। আমি যুবক দু'টির পরিচয় পেয়ে প্রাণের প্রচুর আনন্দকে চেপে রেখে সাগ্রহে তাঁদের সঙ্গে করমর্দ্দন ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রলাম—আপনাদের সঙ্গে এই পরিচয়ের সৌভাগ্যের জন্য আমি নিজেকে খুবই গৌরবান্বিত মনে ক'রছি। আমাদের দেশে ককেশাস জাতিদের সম্বন্ধে আমরা অনেক কথাই শুনেছি। আপনাদের দেখবার জন্য আমাদের দেশের যুবক সম্প্রদায়ের আগ্রহ ও আন্তরিকতা প্রচুর। যুবক দু'টি আমার কথা শেষ হ'তেই একসঙ্গে ব'লে উঠলেন,—আমাদের দেশ সম্বন্ধে সারা জগতের যুবকরা যে আগ্রহ ও আন্তরিকতা প্রকাশ করে তার আভাষ আমরা

মাঝে মাঝে আমাদের সোভিয়েট ফরেন লিটারেচার সোসাইটির কাগজের মধ্যে পাই। আর আপনিও জানবেন আমরাও চাই আমাদের বিদেশী কমরেডদের সঙ্গে মিশতে। যুবক দু'টির চেহারার মধ্যে বিশেষত্ব দেখতে পেলাম, তাঁদের গায়ের রঙ্, চোখ এবং মুখশ্রীর মধ্যে। গায়ের রঙ্ উগ্র লাল, চোখেতে যেন শক্তির প্রাচুর্য্য প্রচুরভাবে ফুটে উঠেছে, মুখখানি বেশ ঢলঢলে, তবে কমনীয়তার মধ্যেও পুরুষালি কঠোরতার আভাষ পরিষ্কার হ'য়ে আছে।

ঘণ্টা খানেক ধ'রে চায়ের আসরে গল্পগুজব ক'রে কাটানোর পর আমরা চার জনে বেরিয়ে পড়লাম গ্রামের দিকে। সন্ধ্যার অন্ধকার গ্রামখানির মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে, আকাশে মেঘের হুড়োহুড়ি নেই, মাঝে মাঝে ইয়াকের গলার স্বর ভেসে আসছে। গ্রামের রাস্তাটির দু'ধারে বার্লির ক্ষেত, রাস্তাটি পাথর দিয়ে বাঁধানো। তাই ক্ষেতের ধারে রাস্তাটি থাকতে কোনো কষ্টই গ্রামবাসীদের হয় না পথ চলায়। তাঁদের দু'জনার মধ্যে একটি যুবক আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন কিরঘিজ ভাষায় কি যেন- আমি সে ভাষা বুঝতে না পেরে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে যুবকটি হেসে ইংরাজি ভাষায় ব'ললেন—আপনি কিরঘিজ ভাষা জানেন না তা'হলে। আমি এক রকম কৈফিয়তের স্বরেই ব'ললাম—আপনাদের দেশের ভাষা শেখার আগ্রহ আমার খুব, কিন্তু রিপাব্লিকের অন্যান্য বিষয় দেখা ও বোঝার জন্য আমার এতো সময় কেটে যায় যাতে আমি এই ভাষা শিখে নিতে সুযোগ বা সুবিধা পাই না। মেয়েটি এতক্ষণ চুপ ক'রে নীরবভাবে আমাদের সঙ্গে রাস্তা চলছিলেন। আমার কথা শেষ হবার পরেই তিনি ব'ললেন, —আমাদের দেশের ভাষা যদি আপনি কিছু শিখতে পারেন, তা'হলে আপনি আমাদের দেশের অনেক কিছুই বুঝতে

পারবেন। তারপর একটু থেমে তিনি ব'ললেন,—আপনাকে আমি এক সুন্দর পন্থা বাৎলে দিচ্ছি যাতে আপনি আমাদের দেশের ভাষা অল্প সময়ের মধ্যে শিখে নিতে পারবেন। যখনই আপনি ট্রেনে ভ্রমণ ক'রবেন যাত্রীদের মধ্যে নানা কথাবার্ত্তা শুনে আমাদের দেশের বিভিন্ন ভাষা শেখার সুযোগ পাবেন। ট্রেনের যাত্রীরা বা বক্তা শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে কেমন ক'রে হাত নাড়ে বা action দেয় এই সব জিনিষগুলি যদি লক্ষ্য করেন তা হলে কাজ চালানোর মতন আমাদের দেশের ভাষা শিখে নিতে আপনার বেশী দিন লাগবে না। মেয়েটিকে ধন্যবাদ জানিয়ে ব'ললাম—এইবার থেকে আপনার পন্থা মতো ভাষা শেখার জন্য চেষ্টা ক'রবো।

কথাবার্ত্তার মধ্য দিয়ে আমরা অনেক দূরে এসে পড়েছিলাম ষ্টেশন ছাড়িয়ে। সঙ্গের যুবক দু'টি আগ্রহ প্রকাশ ক'রলেন গ্রামের মধ্যে যাবার জন্য, কিন্তু শরীর আমার পরিশ্রান্ত ছিল ব'লে আমি ব'ল্লাম—আজ আর গ্রামের মধ্যে যাবো না যদি আপনারা মনে কিছু না করেন। মেয়েটি ব'ললেন—না—না —তবে থাক, কাল সকাল বেলাই আপনি গ্রাম দেখতে বেরুবেন। আমার ছেলেটি আপনাকে সব কিছুই দেখিয়ে নিয়ে আসবে। আপনার কোন অসুবিধাই হবে না। সকালে আমরা ডিউটিতে ব্যস্ত থাকবো ব'লে আপনার সঙ্গে যেতে পারবো না। তারপর একটু হেসে ব'ললেন—আপনি যে ক্লান্ত হ'য়ে আছেন তা বিকেল থেকেই লক্ষ্য ক'রেছিলাম। চলুন আমরা ফিরে যাই।

ষ্টেশনের দিকে চলতে চলতে আমাদের মধ্যে অনেক কথাই হ'য়েছিলো। খাবার টেবলে আলাপ-আলোচনাতে মসগুল হয়ে উঠেছিলাম; কিন্তু শোবার ঘরে যখন রাতের বিশ্রামের জন্য ঢুকলাম, তখন মনের মধ্যে সন্ধ্যার সমস্ত গল্পগুজব, আলাপ-আলোচনার

বিষয়ের মধ্যে একটি কথা আমার মনের মধ্যে জুড়ে বসলো. সেটি হচ্ছে এদের কতো আন্তরিকতা বিদেশীর কাছে নিজের দেশের কথা প্রকাশ করার। প্রতিদিনই এদের দেশের মধ্যে এই আন্তরিকতা, সহানুভূতি, অভিনন্দন পেয়ে চলেছি কিন্তু এই সব জিনিষ যেন আমার কাছে নিত্য নতুন ভাবে আনন্দে মন ভরিয়ে দিচ্ছে। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছিল, নিচের তলার ষ্টেশন ঘর থেকে ঘড়ি বাজার শব্দে মনের এই ভাবাবেশে বাধা প'ড়লো। আলো নিভিয়ে পরের দিনের অপেক্ষায় শয্যায় আশ্রয় নিলাম।

পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে গত রাত্রে গ্রামে যাবার কথা হ'য়েছিল মনে প'ড়ল। দিনের পোষাকে তৈরি হ'য়ে ঘরের বাইরে এলাম। আজকের এই পোষাকটি পিঠের ঝোলার মধ্যকার দ্বিতীয় পোষাক, দ্বিতীয় পোষাকটি খানিকটা ভারতীয় ছিল ব'লে এদেশে খুব অল্প পরবার সুযোগ পেয়েছি। এই দেশে এই ভারতীয় পোষাকটি আমি যখন পরতাম, তখন সেই সব জায়গার নরনারীর দল আমাকে এই পোষাকটির জন্য কত আগ্রহ সহকারে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ক'রত। আমার আশ্রয়দাত্রীও এই পোষাকটির সম্বন্ধে আমায় দেখলেই সে প্রশ্ন ক'রবেন। এই রকম ভাবতে ভাবতে পাশের চায়ের ঘরে এসে ঢুকলাম। ঘরের ভিতর ঢুকতেই গত রাত্রের রাশিয়ান যুবকটি আমায় প্রাতঃনমস্কার জানালেন। আমিও ঘরের সবাইকে প্রত্যভিবাদন জানালাম। আমার আশ্রয়দাতা এতক্ষণ কফি তৈরী ক'রতে ব্যস্ত ছিলেন। কফি তৈরী ক'রতে ক'রতে তিনি ব'ললেন—ব্রঁজুঁ, আপনি বলুন। গলার স্বরে শান্ত মিষ্টি ভাব অনুভব ক'রলাম। কত সুন্দর ব্যবহার এদের কাছ থেকে আমি পেয়েছি এতদিন। কিন্তু আজকের আমার আশ্রয়দাত্রীর কণ্ঠস্বরে আমাকে অনুভব করাচ্ছে—এদের সবায়েরি ব্যবহারে সমান আন্তরিকতা।

সকালের খাওয়া শেষ ক'রে আমরা যখন গ্রামের পথে বেরিয়ে পড়লাম, ঝকঝকে রোদ্দুর সারা গ্রামটিতে ছড়িয়ে পড়েছে। এই সময়ে এই গ্রামটিতে চলে চাষীদের বিশ্রাম। সমস্ত গ্রামের জমির ফসল পূর্ণমাত্রায় ফলে উঠেছে। চাষীরা আজ থেকে কিছু দিনের জন্য বিশ্রাম পেয়েছে। গ্রামের রাস্তার দুই পাশে খান আষ্টেক কাঠের চালা-বাড়ি। কাছে গিয়ে যখন পৌছুলাম তখন চোখে প'ড়ল একটি বড় প্যারামবুলেটার গাড়ীতে ছোট ছোট কয়েকটি শিশু বসে আছে। প্রত্যেক শিশুর পরণে উলের গলাবন্ধ ট্রাউষ্ট। তাদের হাতে ছোট ছোট খেলনা ও পুতুল। শিশু-গুলিকে গাড়ীতে চড়িয়ে প্রতি সকালে ও সন্ধ্যায় গ্রামবাসীরা মুক্ত বায়ু ও আলো পাবার জন্য ঘুরিয়ে নিয়ে আসে। আমার আশ্রয়দাত্রীকে শিশুগুলির সম্বন্ধে প্রশ্ন ক'রতে তিনি ব'ললেন—সহরে শিশুরা নির্দ্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে থাকে ব'লে শিশুদের এই রকম বেড়ানো আপনি তত দেখতে পান না। আমি জিজ্ঞাসা ক'রলাম—তা'হ'লে এখানে শিশুদের নিয়ম-মতন বেড়াতে গ্রামবাসীর মধ্যে একজনই কি নিয়ে যান? তিনি ব'ললেন,—না, তা নয়। সহরে যেমন শিশুরা ৮ ঘণ্টা নার্সদের তত্ত্বাবধানে থাকে, গ্রামে তা, থাকে না। প্রত্যেক গ্রামবাসীর মধ্যে যে কেউ প্রতি সপ্তাহে একদিন ক'রে ছেলেদের বেড়িয়ে নিয়ে আসবে—এইটি আমাদের গ্রাম্য পঞ্চায়েতের নিয়ম। বুঝলাম এখানকার গ্রামবাসীরা প্রত্যেকে প্রত্যেকেরই স্নেহের চাকর। কথাবার্ত্তার মধ্যে গ্রামের পাথরবাঁধানো রাস্তার ভিতর দিয়ে এগিয়ে চললাম এই গ্রামটির ক্লাবের দিকে। আমাদের পাশে পাশে শিশুগুলির প্যারামবুলেটার গাড়ী চলেছে।

প্রভাতের ঝকঝকে রোদ শিশুগুলির গায়ে বিছিয়ে দিয়েছে

রাস্তার পাশে বাড়ীগুলোর ফাঁক দিয়ে এলোমেলোভাবে। ভারি চমৎকার লাগছিল তখন শিশুদের দেখে। কিন্তু তারপর নিজের দেশের কথা মনে পড়ে তাদের দেখার আনন্দের মধ্যে কোথায় যেন গভীর বেদনা অনুভব ক'রলাম :

ক্লাব বাড়ীটির মধ্যে বাড়ীটির ডিজাইন আমার ভারি ভালো লাগলো। মঙ্গোলিয়ান বুদ্ধদের মঠ (Monastery) ধরনের অনেকটা দেখতে পেলাম। . বাড়ীটির মধ্যিখানে একটি প্রকাণ্ড হল। হলটির চারিদিকে বাঁকানো পাথরের আর্চ্চ দেওয়া। হলটির প্রবেশের পথে মুখোমুখি আমরা ৭।৮ জন নরনারীকে কথাবার্ত্তা কইতে দেখতে পেলাম। তাদের কাছে যেতেই একটি মহিলা আমার আশ্রয়দাত্রীটিকে সকালের নমস্কার জানালেন। আমি তাঁদের সবাইকে প্রতিনমস্কার জানালাম। হলের ভিতরে ঢুকে প্রথমে মনে হ'লো যে এ হলটি ক্লাব হল নয়, স্কুল হল।

কিছুক্ষণ বাদে হলটির এক কোণে একটি প্রকাণ্ড পিয়ানো, খান আষ্টেক ডেক চেয়ার দেখে মনে হলো, না, তা নয় !

জনকয়েক বৃদ্ধ গোছের চাষী নরনারী মধ্যিখানে প্রকাণ্ড একটি টেবল্‌ ঘিরে বসে আছেন চেয়ারে। তাঁরা যে বিষয় নিয়ে নিজেদের মধ্যে কথাবার্ত্তা কইছিলেন ভাষা না বুঝতে পারলেও আমার এই অনুভূতি হ'লো চাষের সম্বন্ধেই কোনো কথাবার্ত্তা তাঁদের হ'চ্ছিল। সামনে দেয়ালে কতকগুলি ক্ষেতের উপর লাঙল চলার বিভিন্ন রকমের ছবি টাঙান। আশ্রয়দাত্রীকে জিজ্ঞাসা ক'রলাম পিয়ানোর দিকে ইঙ্গিৎ করে,—আপনাদের ক্লাবের মিউজিক কখন থেকে আরম্ভ হয় ? তিনি হেসে ব'ললেন,—কেন আপনি বুঝি সকালে মিউজিক খুব ভালবাসেন ? আমি নিজেকে একটু সামলে নিয়ে ব'ললাম—ভারতবর্ষে সকালের ভৈরবী সুর মানুষের প্রাণকে নাড়া

দিয়ে দেয়। তিনি ভারতীয় মিউজিক সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা ক'রলেন। আমিও সাধ্যমত উত্তর দিলাম—কণ্ঠসঙ্গীতই ভারতবর্ষের সঙ্গীতরসের উৎস। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি ব'ললেন—ভারতবর্ষের সঙ্গে সঙ্গীত সম্বন্ধে আমাদের ভাববিনিময়ের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে—আপনি কি এ'কথা উপলব্ধি করেন? আমি ব'ললাম—নিশ্চয়ই, আমি দেশে ফিরে গিয়ে এ বিষয়ে ভারতীয় সঙ্গীতবিদগণের সঙ্গে আলোচনা ক'রবো।

তারপর এই বাড়ীটির মধ্যে ঘণ্টাখানেক আমার কাট্‌লো কথাবার্ত্তা, আলাপ-পরিচয় ও মিউজিক শোনার মধ্যে। বোখারার পথে গ্রামটিকে আমার খুব মিষ্টি লাগলো। গ্রামের চাষের ব্যবস্থা দেখাবার জন্য, একজন কশাক চাষী আমাকে তাঁর সঙ্গে যাবার জন্য অনুরোধ ক'রলেন। আমরা সেই চাষীটির সঙ্গে গ্রামটির শেষ প্রান্তে চাষের জমি যেখান থেকে সুরু হ'য়েছে সেখানে উপস্থিত হ'লাম। প্রশস্ত একটি পাথরের রাস্তা ক্ষেতের মধ্যিখান দিয়ে বহুদূরে চলে গিয়েছে। মাঝে মাঝে রাস্তার ধারে ছোট ছোট পাথরের বেঞ্চ আছে আর একফালি পাথর বাঁধান সরু রাস্তা ক্ষেতের ভিতরের দিকে চলে গিয়েছে। উৎপন্ন শস্যের মধ্যে কাল গম, বার্লি, শাকশব্জি বেশীর ভাগ চোখে পড়লো। প্রায় ঘণ্টাখানেক আমরা কয়জনে ক্ষেতের আশেপাশে ঘুরে বেড়ালাম। জমিতে কোনও আল দেওয়ার বালাই নেই, খালি মাঝে মাঝে সরু সরু পাথর বাঁধান রাস্তা চলে গিয়েছে ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে, চাষীদের শস্যক্ষেত্র দেখে বেড়াবার জন্য। এই সমস্ত জমি যখন কলের লাঙ্গল দিয়ে চষা হয় তখন সেটা একটা দেখবার জিনিষ।

একটি ছোট ডিজ্‌ল্ মোটর গাড়ী কলের লাঙ্গলকে টেনে নিয়ে চলে জমির উপর দিয়ে। খুব অল্প সময়ে ও সুন্দরভাবে এই কলের লাঙ্গল জমিটিকে চষে ফেলে। প্রত্যেক নরনারী চাষী অল্প-বিস্তর জানে কি

ক'রে ট্রাক্টার চালাতে হয়। রিপাব্লিকের কৃষি বিভাগের কৃষিশালা এই গ্রামটিতে দেখ্‌তে পেলাম ষ্টেসনে যাবার পথে। নানাবিধ লোহার যন্ত্রপাতি, মোটর গাড়ী, শস্য রাখবার গুদাম ঘর, ইলেকট্রিক পাওয়ার হাউস, ক্ষেত্রে জল সরবরাহ করবার জন্য (irrigation system) একটা প্রকাণ্ড ইলেকট্রিক টিউবওয়েল আছে। সঙ্গের যুবকটীকে জিজ্ঞাসা ক'রলাম—আপনাদের শস্য উৎপন্ন করবার জন্য যে জলের প্রয়োজন হয় তা কি আপনারা এই টিউবওয়েলের সাহায্যে সম্পূর্ণ পেয়ে থাকেন ? তিনি ব'ললেন—কাল গম ও বার্লি তৈয়ারী ক'রবার জন্যে জলের আমাদের খুব বেশী প্রয়োজন হয় না। কারণ এই দু'টি জিনিষ শুক্‌নো আবহাওয়ার মধ্যেই জন্মায়। আমি ব'ল্‌লাম—শুক্‌নো আবহাওয়ায় জমি কি সব সময় শুক্‌নো পান ? তিনি উত্তর দিলেন—আমাদের দেশের প্রায়ই জমি ভিতরে শুক্‌নো থাকে। বৃষ্টি খুব কম হওয়ার জন্য জমি প্রায়ই শুক্‌না থাকে। শীতকালে বরফ পড়ার পর বরফগলা জল প্রত্যেক গ্রামেই রিজার্ভ ক'রে রাখা হয় এবং এই জল চাষের কাজে লাগে। আমি জিজ্ঞাসা ক'রলাম—বরফ পড়ার সময় আপনাদের দেশে নিশ্চয়ই খুব অনিষ্ট হয় ? তিনি হেসে ব'ল্‌লেন—প্রথম রিপাব্লিক সৃষ্টি হওয়ার পরে কিছুদিন আমরা বরফ পড়ার জন্য অসুবিধায় পড়েছিলাম শস্য উৎপাদনের দিক দিয়ে। কিন্তু এখন ইলেকট্রিসিটি গ্রামে থাকায় আমাদের আর কোন অসুবিধাই নাই।

কথাবার্ত্তার মধ্য দিয়ে প্রায় এগারটার সময় গ্রামের ষ্টেশনে এসে পৌছুলাম। সকালের রোদ্দুর ফিকে হ'য়ে এসেছে, আকাশের গায়ে কুয়াশা জমা হচ্ছে। সামান্য ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে এসে ছোঁয়া দিয়ে গেল। আমার আশ্রয়দাত্রীকে বোখারার পথে রওনা হবার জন্য আগ্রহ জানালাম। তিনি ব'ল্‌লেন আরও দু একদিন থেকে যান না আমাদের গ্রামে।

আমি ব'ল্লাম—দু'একদিন থাকা এই গ্রামে আমার পক্ষে খুবই আনন্দের, কিন্তু ক'দিন ধরে বোখারা সহর দেখার লোভ আমার মনে প্রবল হ'য়ে উঠেছে। তাই আজ আমি আপনাদের কাছ থেকে বিদায়ের সম্মতি চাই। আমার কথা শুনে আশ্রয়দাত্রী মহিলা আমাকে গ্রামে থাক্‌বার জন্য আর অনুরোধ ক'র্‌লেন না। পিঠের বোচ্‌কা বুচ্‌কি নিয়ে চড়ে বস্‌লাম বোখারার পথে ট্রলিতে। মাইল কুড়ি গ্রামের মধ্যে দিয়ে এঁকে বেঁকে এসে পৌছুলাম সন্ধ্যার মুখে একটি বড় রেলওয়ে জংশন স্টেশনে। এইখান থেকে ট্রান্স্‌-কাস্পিয়ান রেলওয়ে চলে গিয়েছে বোখারা ও সমরখন্দ হ'য়ে কাস্পিয়ান সাগর পর্য্যন্ত।

ষ্টেশনটির মধ্যে রাতের আশ্রয় পেলাম, ষ্টেশন মাষ্টার এর সাহায্যে। তিনি আমাকে তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের পর নিমন্ত্রণ জানালেন রাতের খাবার জন্যে তাঁর সঙ্গে। আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে ব'ল্‌লাম— রাতের খাবার আমার কোন প্রয়োজন নেই, কারণ দুপুর থেকেই আমার শরীরটা কিছু খারাপ। ষ্টেশন মাষ্টারটী আমার শরীর খারাপ শুনে ব'ল্‌লেন—কিন্তু অসুস্থ শরীরে একেবারেই উপবাস করা উচিত নয়। বিশেষ ক'রে আজ যে রকম ঠাণ্ডা পড়েছে। বিকেল থেকেই বরফ পডে চলেছে, রেলওয়ে লাইনের দু'ধারে জড়ো হয়ে উঠেছে সাদা বরফের স্তূপ, ষ্টেশনের বাইরে যে পথ চলে গিয়েছে সেখানেও বরফের স্তূপ জমে উঠেছে।

সে দিন আর কোথাও বেরুতে মন চাইলে না। ষ্টেশনের ওয়েটিং রুমের দিকে পা চালিয়ে দিলাম, ষ্টেশন মাষ্টারের কাছে রাতের বিদায় নিয়ে। ওয়েটিং রুমটি প্রকাণ্ড একটা কাঁচে ঘেরা ঘর ষ্টেশন প্ল্যাটফর্মের উপরে। ঘরটার মেঝে কার্পেটে মোড়া। খান আষ্টেক ক্যাম্প খাট ঘরের কোণে পাশাপাশি

সাজান। পুরু গদি আঁটা রয়েছে খাটগুলির উপরে। রাতের যাত্রীরা একটা চাদর খাটটার উপর বিছিয়ে দিয়ে আরামে নিদ্রা যেতে পারে। খান কতক ইজি চেয়ার, টেব্‌ল, ড্রেসিং টেব্‌ল ইত্যাদিতে ঘরখানি ভর্ত্তি হ'য়ে আছে।

আমি ভিতরে ঢুকতেই ঘরের এক কোণে একটা ডিম লাইট জ্বল্‌ছে দেখতে পেলাম। স্বল্প আলোর মধ্যে একখানি ক্যাম্প খাটে একজন কে শুয়ে আছে চোখে প'ড়লো। তাকে নিদ্রিত মনে ক'রে সাম্‌নের টেব্‌লে বোচ্‌কা বুচ্‌কি নামিয়ে একখানা ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে দিলাম। জানি না কতক্ষণ এমনি ভাবে চেয়ারে প'ড়েছিলাম, হঠাৎ খেয়াল হ'লো পাশে একটি যুবকের আওয়াজ শুনে। যুবকটির পরনে আঁটসাঁট ব্লু রংয়ের গরম রেলওয়ে পোষাক। যুবকটি আমাকে উদ্দেশ ক'রে বল্‌লেন ভাঙ্গা ইংরাজি ভাষায় যে, ষ্টেশন মাষ্টারের কাছে আপনার এখানে আসার সংবাদ পেলাম। তিনি জান্‌তে পাঠালেন আপনার কোন জিনিষের প্রয়োজন আছে কি না। যুবকটিকে ধন্যবাদ জানিয়ে ব'ল্‌লাম—কোন প্রয়োজনই আমার আজ রাত্রে নেই কমরেডকে জানাবেন। কাল প্রভাতে আমি আপনাদের সঙ্গে দেখা ক'রবো। যুবকটি আমার কাছে উপযুক্ত শয্যা আছে কিনা জিজ্ঞাসা ক'রলেন। আমি তাঁকে জানালাম যে পথ চলা মানুষের জন্য যতটুকু প্রয়োজনীয় জিনিষ বহন করা সম্ভব তাই আমার কাছে আছে। তিনি ব'ল্‌লেন—আপনি কিছু সঙ্কোচ ক'র্‌বেন না। আমাদের দেশে রেলওয়ের যাত্রীদের ট্রেনে বা ওয়েটিং রুমে বিশেষতঃ শীতের দিনে প্রচুর গরম বিছানার বন্দোবস্ত আছে, আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে ব'ল্‌লাম—আমাকে মাত্র একখানি গরম র‍্যাগ্‌ দিলেই আমার প্রয়োজন মিটে যাবে।

তিনি আমাকে রাতের অভিবাদন জানিয়ে ওয়েটিং রুম ছেড়ে

চলে গেলেন। যুবকটির ব্যবহারে ও কথাবার্ত্তায় বেশ বোঝা গেল, বিদেশী অতিথি ব'লে আমার সঙ্গে শুধু যে নম্র ও সুন্দর ব্যবহার ক'রে গেলেন তাই নয় এটা রেলওয়ে প্যাসেঞ্জারদের প্রতি কর্ম্মচারীদের নিয়মিত কর্ত্তব্য। কিছুক্ষণ বাদে পুরু চামড়ার উপরে ভাল উলের ট্যান করা একটা প্রকাণ্ড র‍্যাগ পেলাম রাত কাটাবার জন্য। এতদিন সন্ধ্যাগুলি এই দেশে কাটিয়েছি কথাবার্ত্তার মধ্য দিয়ে, কিন্তু আজকের সন্ধ্যাটি আমার নির্জ্জনে কাটাতে হ'লো ব'লে মনের মধ্যে কোন বিরক্তি বা বিষণ্ণতার আভাষ পেলাম না। এতদিন যে উচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়ে এদেশের গ্রামে ও শহরে ঘুরে বেড়িয়েছিলাম আজ এই নিস্তব্ধ ওয়েটিং রুমে বসে তা' ভাবতে বড় মিষ্টি লাগ্‌লো। প্লাটফরমের কফি ষ্টল থেকে এক কাপ কফি খেয়ে ক্যাম্প খাটটির উপরে দিনের পোষাক পরে আশ্রয় নিলাম নিদ্রা যাবার জন্য। আমার খাটের পাশেই ঘুমিয়েছিলেন এক যাত্রী, তাঁর সঙ্গে আলাপের কোন সুযোগ না পেয়ে চোখে তন্দ্রা এসে ধরা দিল কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই।

পরের দিন সকালে যখন ঘুম ভাঙ্গলো, তখন অসহ্য মাথার যন্ত্রণা ও গা-হাত-পার ব্যথা তীব্রভাবে অনুভব ক'রলাম। চোখ চেয়ে দেখি সাম্‌নে টেব্‌লে বসে একটি তরুণী একরাশ কাগজপত্রের মধ্যে ডুবে আছেন। ঘরের এক কোণে প্রকাণ্ড বেডিং ও সুটকেশ জড়ো করা। নিজেকে বড় অসহায় মনে হ'লো, বিদেশী নারীর সাম্‌নে বেলা পর্য্যন্ত বিছানায় শুয়ে থাকা শুধু যে এ দেশের রুচির বাইরে তা নয় আমার রুচি ও স্বভাবেও এটা খুব বাধছিলো। মাথার ও শরীরের অসহ্য বেদনায় এমনভাবে অসহায় হ'য়ে পড়েছিলাম যে প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বিছানায় উঠে ব'স্‌তে পারলাম না। কিছুক্ষণ চোখ বুজে পড়ে রইলাম। তারপর কানে এলো ওয়েটিংরুমের বাইরে তীব্র ঘণ্টার ধ্বনি।

নিজেকে জোর ক'রে টেনে তুলবার চেষ্টা ক'রলাম বিছানা থেকে, কিন্তু পারলাম না। কয়েক সেকেণ্ড বসবার চেষ্টা ক'রে আবার শুয়ে পড়তে হ'লো বিছানায়। বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারলাম এতদিন শরীরকে নিরুপদ্রবে চালিয়ে নিয়ে যাবার পর আজ শরীরে এসেছে ব্যাধির উপদ্রব। মনের ও শরীরের এইরূপ অবস্থায় বিদেশে কেমন ক'রে ঘুরে বেড়াব এ প্রশ্ন কিন্তু আমার মনে একবারও জাগেনি। সামনের তরুণীটি হয়তো আমার এ অবস্থা কিছুক্ষণ ধ'রে লক্ষ্য ক'রছিলেন। আমার খাটের কাছে এসে ফ্রেঞ্চ ভাষায় কি যেন জিজ্ঞাসা ক'র্লেন। আমি ইংরাজি ভাষায় তাঁকে আমার শরীরের ও মাথার অসহ্য যন্ত্রণার কথা কোন রকমে জানালাম। তাঁকে অনুরোধ ক'রতে যাচ্ছিলাম, দয়া করে ষ্টেশন মাষ্টারকে সংবাদ দেবার জন্য কিন্তু তিনি আমাকে সে সুযোগ দিলেন না; তিনি ভাঙ্গা ইংরাজী ভাষায় 'আমি খবর দিচ্ছি ষ্টেশন মাষ্টারকে আপনার চিকিৎসার ব্যবস্থার জন্য' এই ব'লে ব্যস্তভাবে চলে গেলেন ওয়েটিং রুম ছেড়ে।

প্রায় মিনিট কুড়ি বাদে ষ্টেশন মাষ্টার ও ষ্টেশনের মেডিকেল অফিসারকে সঙ্গে করে মেয়েটি ঘরের মধ্যে ঢুকলেন। আমাকে পরীক্ষা ক'রে মেডিকেল অফিসার একটু গম্ভীর হ'লেন এবং বিদেশী ভাষায় ষ্টেশন মাষ্টারকে কি যেন ব'ললেন। আমার তখন শারীরিক অসহায়তা ক্রমশঃ বেশী হ'য়ে উঠছিল। আমি ডাক্তারের সঙ্গে কোন কথা বল্‌বার শক্তি পেলাম না। চোখের ভিতর অসহ্য জ্বালা অনুভব ক'রছিলাম, সমস্ত শরীর নিস্তেজ হ'য়ে পড়ছিল। ষ্টেশন মাষ্টার আমার মাথার কাছে এসে আমার কপালে হাত দিয়ে আপন জনের মত ব'ল্‌লেন,—আপনি চিন্তিত হবেন না কমরেড, আপনি শীঘ্র ভাল হ'য়ে যাবেন। ঘণ্টাখানেক বাদে একটা এক্সপ্রেস ট্রেন রওনা হবে। সেই ট্রেন্‌এ

আমরা আপনাকে বোখারা পাঠাবার বন্দোবস্ত ক'রছি। বোখারার হস্‌পিটালএ চিকিৎসা হ'লে পর আপনি ভাল হ'য়ে যাবেন। ষ্টেশন মাষ্টারের গলার স্বরে সহানুভূতি ও সান্ত্বনার সুন্দর আভাষ পেয়ে চোখ আমার বুজে এলো।

তিনদিন আমার কোন জ্ঞান ছিল না, জ্ঞান হ'লো রাশিয়ান তুর্কি-স্থানের চারটি রিপাব্লিকের প্রধান সহর বোখারার বিখ্যাত অরিয়েণ্টাল হস্‌পিটালে একটি ধবধবে সাদা বিছানাওলা খাটের উপর। চোখ খুলে দেখি যে ঘরে শুয়েছিলাম তার চারিধারে সাদা দেওয়াল, ঘরের জানালাগুলি কাচ দিয়ে ঘেরা। ঘরটির মধ্যে প্রায় কুড়িটি রোগী থাকার জন্য বন্দোবস্ত আছে। ঘরের মধ্যে প্রচুর আলো এসে ঢুকেছে। কুয়াশাভরা দিন ছিল ব'লে সময় কত হ'য়েছিল বুঝতে পারলাম না। শরীরের বেদনার চেয়ে দুর্ব্বলতাই অনুভব ক'রছিলাম বেশী। ঘরের মধ্যে অন্য কোন রোগী বা নার্সকে দেখতে না পেয়ে একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে গিয়েছিলাম। নিজের মনে ভেবে চলেছিলাম এলোমেলো অনেক কথা। হঠাৎ আমার এই এলোমেলো চিন্তায় বাধা প'ড়লো।

বিছানার পাশে টি-পয়তে খুট করে একটি আওয়াজ হ'লো, ফিরে চেয়ে দেখি—একটি বর্ষীয়সী মহিলা—পরণে সাদা ধবধবে নার্সের পোষাক, মাথায় সাদা একটি ওড়না। মহিলাটি আমার দিকে সস্নেহ দৃষ্টিতে চেয়ে একটু হাস্‌লেন। তারপর ইংরাজি ভাষায় ব'ল্‌লেন—Good-morning—আমি দু'বার এসেছিলাম আপনাকে ঔষধ খাওয়াবার জন্য, কিন্তু আপনাকে নিদ্রিত দেখে ফিরে যাই। তারপর সামনের একটি ট্রে থেকে একটা তাজা লাল ফুল উঠিয়ে আমাকে দিতে এলেন। সমস্ত শরীরে তখন অসম্ভব দুর্ব্বলতা অনুভব ক'রছিলাম। মহিলাটির সম্ভাষণ ও ফুল উপহার দেওয়ার প্রতিদানে কিছু দিতে পারলাম না। দুর্ব্বলতার জন্য আমার গলার স্বর অস্পষ্ট হ'য়ে উঠছিল; অসহায়

দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকাতে তিনি আমার অবস্থা বুঝতে পারলেন। সামান্য উদ্বিগ্ন হ'য়ে মহিলাটি খুব কাছে এসে জিজ্ঞাসা ক'রলেন —আপনি কি এখন খুব দুর্ব্বলতা অনুভব ক'রছেন? আমি ঘাড় নেড়ে জানালাম—হ্যাঁ। তিনি তখন ব'ললেন—তা'হ'লে আপনি শুয়ে থাকুন, শুয়ে থাকার অবস্থাতেই আপনার মুখ ধুয়ে দেব। তারপর ট্রে থেকে স্পঞ্জ করবার জন্য বড় একখানা তোয়ালে দিয়ে গলাটি ভাল ক'রে ঢেকে দিলেন। বাঁ হাত দিয়ে মাথাটি সযত্নে তুলে ধরে লোস্‌ন দেওয়া জলে মুখ ধুইয়ে দিলেন। প্রায় কুড়ি মিনিট ধ'রে সিস্‌টারের এই সেবা আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল যে আমি আমার বাড়ী থেকে বহু দূরে একটা বিদেশী হস্‌পিটালে পড়ে আছি। তিনি আমার মাথাটি বালিসের উপর রেখে আমার বিছানা পরিষ্কার ক'রলেন, ঝেড়েঝুড়ে গায়ের উপরকার সাদা কম্বলটি টেনে দিলেন গলা পর্য্যন্ত সস্নেহে। এই ক'টি কাজ অল্প সময়ের মধ্যে এমন নিখুঁত ও সাবলীল গতিতে ক'রে গেলেন যে আমাকে মুগ্ধ ক'রে দিল। ভারতবর্ষের হস্‌পিটালে দু'একবার আমি রোগশয্যায় কাটিয়েছিলাম; সেখানকার সিস্‌টার নার্সদের সেবাও পেয়েছিলাম, কিন্তু আজকের বোখারার এই হসপিটালে এই মহিলাটির সেবা আমার কাছে কেন জানি না অপূর্ব্ব লাগলো। যেন কোথায় পার্থক্য আছে গভীরভাবে ভারতবর্ষের হসপিটাল ও এদেশের হসপিটালের মধ্যে।

বিছানার পাশে একটা টুলে মহিলাটি এসে ব'স্‌লেন। সামনের ফিডিং কাপে গরম দুধ ভর্ত্তি ছিল। মহিলাটি তা' আমাকে পান করবার জন্যে ব'ললেন। নিজের হাতেই তিনি আমাকে দুধ খাইয়ে দিলেন। দুধ খাওয়ার পর ওষুধ খাওয়ান শেষ হ'লো। এইবার তিনি আমার কাছে বিদায় চাইলেন কিছুক্ষণের জন্য। এতক্ষণ নীরবে মহিলাটির সেবা ন'য়ে চলেছিলাম, তাঁকে নিজের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবার ভাষা জানাতে

একবারও পারিনি। তাই গলার স্বর জোর ক'রে টেনে এনে ব'ল্‌লাম —আপনার দেখা আবার কখন পাবো? তিনি হেসে ব'ললেন আমার কপালে হাত বুলিয়ে—বাঃ! আপনি যে কথা কইবার বল পেয়েছেন। এবার আপনি খুব অল্প দিনেই সেরে উঠবেন। ঘণ্টাখানেক বাদে ডাক্তারের সঙ্গে আমি আপনার কাছে আবার আসবো। এই ব'লে কপালে একটা মৃদু টোকা দিয়ে ট্রেটি নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন— আমি তাঁর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম। স্বদেশে রোগশয্যার মধ্যে প্রিয়জনেরা কাছ থেকে চলে গেলে যে ব্যথা ও অভিমান হয় আজ এত দূরদেশে তা' উপলব্ধি ক'রলাম।

তারপর প্রায় ঘণ্টাখানেক আমি একলা বিছানায় শুয়ে আমার দেশের কথা, আমার বাড়ীর কথা ভেবে চলেছিলাম। সকালের সিস্‌টার নার্সটি আবার ঘরে ঢুকলেন একটি যুবক ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে। ডাক্তারটির সঙ্গে পরিচয়ে জানতে পারলাম তিনি একজন তুর্কমেন। যুবক ডাক্তারটি আমাকে পরীক্ষা ক'রলেন তাঁর ষ্টেথিস্‌কোপের সাহায্যে নয়; চার পাঁচটি প্রশ্নের মধ্য দিয়ে তিনি জেনে নিলেন প্রথমে আমার শরীর কেমন আছে। তারপর তিনি আমার কাছ থেকে বিদায় নিলেন এই ব'লে—সন্ধ্যায় আপনার সঙ্গে দেখা হবে, তখন আপনার সঙ্গে অনেক কথাবার্ত্তা ও আলাপ করবার সময় পাবো।

আমি হাসপাতালের যে ঘরটিতে ছিলাম সেখানে অন্য কোন রোগী ছিল না। তাই সমস্ত দিন নিজেকে সম্পূর্ণরূপে একলা পেয়েছিলাম। মাঝে মাঝে সিস্‌টার নার্সরা পথ্য ও ওষুধ খাইয়ে মিষ্টি কথায় সামান্য আলাপ ক'রে যাচ্ছিলেন। রোগশয্যায় পড়ে থাকার জন্য কোন অসুবিধাই আমি অনুভব করি না। ডাক্তার আর সিস্‌টার নার্সদের শুশ্রূষায় দিন তিনেক বাদেই আমি রোগমুক্ত হ'লাম।

যেদিন হাসপাতাল থেকে বিদায় নিলাম, পরিষ্কার সকালের রোদ্দুর হাসপাতালটির প্রশস্ত বারান্দার উপর ছড়িয়ে পড়েছে। মিষ্টি ঠাণ্ডা হাওয়া গায়ে এসে লাগলো। তুর্কমেন ডাক্তার আর সিস্‌টার নার্সের সঙ্গে কথা কইতে কইতে বারান্দার শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়ালাম বিদায়ের জন্য। ডাক্তার আমাকে ব'ললেন,—সহরে গিয়ে আপনি স্টেট্‌-কমিউন্‌এ উঠবেন। সেখানে আপনার থাকার ভালো বন্দোবস্ত হবে। সুযোগ ও সময় পেলে আমরা নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে মিলিত হবো। বিদায় নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে যখন হাসপাতালের ফটকের দিকে এগিয়ে আসছিলাম তখন মনের মধ্যে খালি এই প্রশ্নই জাগছিল—ভারতবর্ষের হাসপাতাল আর এদেশের হাসপাতাল—তফাত কতখানি! রোগীকে শুশ্রূষা ক'রেই শুধু এরা বাঁচিয়ে তোলে না, রোগী ভালো হ'য়ে গেলে ডাক্তার বা শুশ্রূষাকারিণী নার্সরা রোগীর মনে একটি সুন্দর দাগ কেটে দেন তাদের বিদায়ের সময়।

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে সামনে বোখারা শহরের কোনো আভাষ তেমন পেলাম না। নিজের মনে ভেবে নিলাম যে ফিরে গিয়ে ডাক্তারটিকে জিজ্ঞাসা ক'রবো, বোখারা শহর এখান থেকে কতো দূর, কেমন করে যেতে হবে। হাসপাতালের দিকে ফিরে খানিকটা পা বাড়াতেই একটি বছর সতের ছেলে দেখি আমার দিকে এগিয়ে আসছে। পরণে তার হাসপাতালের পোষাক—সাদা এ্যাপ্রোন। ছেলেটি আমার কাছাকাছি আসতেই আমি তাকে জিজ্ঞাসা ক'রলাম—আপনি যদি আমাকে সাহায্য করেন বোখারা শহরে কি ক'রে পৌঁছবো সংবাদটি দিয়ে। ছেলেটি আমার কথা শুনে হেসে ব'ললে ভাঙ্গা ইংরাজী ভাষায়—আপনাকে বোখারা শহরে যাবার পথ দেখিয়ে দেবার ভার আমারই উপর দেওয়া

হ'য়েছে; আপনি আমার সঙ্গে চলুন। আমি ধন্যবাদ জানিয়ে ব'ললাম—কিন্তু আমার একটা কথা জানবার আছে—আপনি কি ক'রে আগে থাকতে জানলেন আমি বোখারো শহরে যাবো! ছেলেটি মৃদু হেসে উত্তর দিল চলতে চলতে—এই হাসপাতালে আমার কাজ হ'চ্ছে রোগীদের বিদায়ের পর তাঁরা কোনো অসুবিধায় পড়লে তাঁদের সাহায্য করা। হাসপাতালের সিনিয়ার ডাক্তার আমাকে জানিয়েছিলেন সকালে, যে আপনি একজন বিদেশী, শহরে পৌঁছাবার জন্য আপনার সাহায্যের দরকার হ'তে পারে। আমি ঠিক আপনার বিদায়ের সময় আপনার কাছে পৌঁছুতে পারতাম, কিন্তু সকালে হাসপাতালের বিশেষ একটি জরুরী কাজে আটকে যাওয়াতে আপনার সঙ্গে দেখা ক'রতে একটু দেরী হ'য়ে গেলো; তার জন্যে আমাকে ক্ষমা ক'রবেন! আমি যুবকটির মুখের দিকে চেয়ে ব'ললাম—আপনার তো দেরী হয়নি? যে সময় আমার সাহায্য দরকার হ'য়েছিল ঠিক সেই সময় আমি পেয়েছি।

এই সব কথাবার্ত্তার মধ্য দিয়ে আমরা দু'জনে হাসপাতালের সীমানা পেরিয়ে বড় রাস্তার উপরে এসে পড়লাম। ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা ক'রলাম—আপনি কতদূর লেখাপড়া ক'রেছেন? ছেলেটি ব'ললে—আমার যা কিছু লেখাপড়া শেখা ছেলেবেলা থেকে হাসপাতালেই হ'য়েছে—এখনো আমি ছাত্র। এ হাসপাতালটিতে ১৭।১৮ বছরের ছেলেমেয়েরা চিকিৎসা ও রোগের শুশ্রূষা সম্বন্ধে প্রাক্‌টিক্যাল্ শিক্ষা পেয়ে থাকে। ছোটবেলা থেকেই এই সব ছেলেমেয়েরা হাসপাতালের সংলগ্ন প্রাইমারী ও সেকেণ্ডারী স্কুলে লেখাপড়া শেখে। আমাদের কথাবার্ত্তার মধ্যে দিয়ে আমরা দু'জনের মধ্যে বন্ধুত্ব ক'রে ফেলবার সুযোগ পেলাম। ছেলেটি আমায় ব'ললে অনুরোধের সুরে—আপনার সঙ্গে কথা ক'য়ে এতক্ষণ আমার

খুব আনন্দ হ'লো। আপনি যদি আজকের দিনটা আমাদের বাড়ীতে অতিথি হন, তা'হ'লে আমার বাড়ীর সবাই খুব খুসী হবেন। আপনাদের দেশ সম্বন্ধে আমাদের তেমন স্পষ্ট ধারণা নাই। আপনার কাছ থেকে আপনাদের দেশের কথা শোনবার আমাদের বড় আগ্রহ। বোখারা শহরে পৌছবার আগ্রহ তখন আমাকে পেয়ে বসেছে—তাই ছেলেটিকে ব'ললাম—আমার খুবই ইচ্ছা ছিল আপনাদের কাছে আমার দেশের সম্বন্ধে অনেক কথা ব'লতে আপনাদের আজ অতিথি হ'য়ে। কিন্তু বোখারা শহরে পৌছানো আজ খুব বিশেষ দরকার। যদিও বোখারা শহরে আমার সেদিন কাজ এমন বিশেষ কিছু ছিল না, কিন্তু বহু প্রাচীন ও বিখ্যাত বোখারাকে দেখার জন্য আমি অধীর হ'য়ে পড়েছিলাম; তাই ছেলেটির কাছ থেকে এইভাবে বিদায় নিলাম। ভারতবর্ষে যদি আমি এই পথ দিয়ে ফিরি তখন তা'র সঙ্গে দেখা করবার জন্য ছেলেটি আমায় অনুরোধ ক'রলো বিশেষ ক'রে। ছেলেটির কথায় মনে হ'লো সে একটু ক্ষুণ্ণ হ'য়েছে আমি তাদের অতিথি আজ না হওয়াতে। এতদিন কোথাও আমি এদেশের নরনারীদের অতিথি হওয়ার অনুরোধ এমনভাবে প্রত্যাখ্যান করিনি, আর শক্তিও আমার ছিল না।

রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে যেখানে আমরা কথাবার্ত্তা কইছিলাম সেখানে একটি বাস সার্ভিসের স্টপ-স্ট্যাণ্ড নজরে পড়লো। স্টপ-স্ট্যাণ্ডের দিকে চেয়ে ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লাম—বোখারো শহরে যাবার কোন বাস বোধ হয় এখানে এসে থামে? ছেলেটি ব'ললে—'হ্যাঁ, আর মিনিট পাঁচেক বাদে শহরে যাবার বাসটি এখানে এসে দাঁড়াবে। আধ ঘণ্টার মধ্যে সেই বাসে আপনি শহরে গিয়ে পৌছুতে পারবেন। বেশ লম্বা প্রকাণ্ড একটি লাল রংএর ঝকঝকে কাঁচের জানালা আঁটা বাস এসে দাঁড়ালো স্ট্যাণ্ডে। জন কুড়ি নরনারী—

সবারই পরনে হাসপাতালের সাদা পাষাক। এরা নেমে যেতেই ছেলেটি আমাকে বাসের মধ্যে আসন গ্রহণ ক'রতে ব'ললো। ছেলেটির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাসটির মধ্যে ঢুকলাম। বাসটির ভিতরে গিয়ে গদিআঁটা খান তিরিশ চেয়ারের সারি বিশেষ ক'রে নজরে পড়লো। প্রত্যেক সিট্ স্বতন্ত্র। প্রত্যেক সিটের দু'পাশে দু'টি ছোট্ট অ্যাস্-ট্রে রাখা হ'য়েছে প্যাসেন্জারদের ধূমপানের সুবিধার জন্য। এই বাসটির মধ্যে আমি ছাড়া জন পনেরো যাত্রী। তাঁদের প্রত্যেকেরই পরনে আঁটসাঁট উলের পোষাক। এঁদের বেশভূষা দেখে মনে হ'ল এঁরা শহরের দিকে যাচ্ছেন। সবাইএর হাতে একটা না একটা কিছু পড়বার জিনিষ আছে। আমি জানালার ধারে একটি সিটে ব'সে পড়লাম।

বাস তখন ছুটে চলেছে। প্রশস্ত পাথরের রাস্তার দু'পাশে মাঝে মাঝে দু'একখানি বাড়ী ও বালির ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে বাসখানি এগিয়ে চলেছে শহরের দিকে। দুপুরের রোদের ভিতর দিয়ে মিষ্টি ঠাণ্ডা হাওয়া বাসের মধ্যে এসে সুন্দর একটি আবহাওয়া সৃষ্টি ক'রছিল আমার মনের মধ্যে। বাসের কন্‌ডাক্‌টার একটি উজবেক্ পুরুষ। বয়স প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি হবে। গাড়ীটির শেষ প্রান্তে কন্‌ডাক্‌টার্‌এর জন্য নির্দ্দিষ্ট একটি আলাদা গদি আঁটা চেয়ার নজরে পড়লো। এই কন্‌ডাক্‌টারটির আচার ব্যবহারে, কথাবার্ত্তায়, পোষাকে ভারতবর্ষের বাস কন্‌ডাক্‌টারের সঙ্গে অনেক পার্থক্য খুঁজে পেলাম। এই উজবেক্ ভদ্রলোকটি শুধু যে আমাকে টিকিট দিলেন বোখারা শহরে যাবার জন্যে দুই কোয়েপেকের বিনিময়ে তাই নয়; আমি শহরে কোথায় যাবো, কোথায় নামবো তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমার কাছ থেকে জেনে নিলেন। এখানকার বাস কন্‌ডাক্‌টাররা যে আমাদের দেশের মতন শুধু যাত্রীদের কাছ থেকে

পয়সা নিয়ে তাদের কর্ত্তব্য সমাধা করে তা নয়, তাদের ভ্রমণের সমস্ত সুবিধা-অসুবিধার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে। বাসের মধ্যে আমার সামনের চেয়ারে একটি মেয়ে একমনে উলের জিনিষ বুনে যাচ্ছিলেন। একজন বিদেশীর পাসে ব'সে মেয়েটি যে কিছুমাত্র সংকুচিত হ'য়েছিলেন তা একেবারে মনে হ'ল না। বুঝলাম মেয়ে এবং পুরুষ এক সঙ্গে ভ্রমণ করার মধ্যে এখন আর এদের কোন সংকোচ নেই। মেয়েটি এতো তন্ময় হয়েছিলেন হাতের বোনার কাজে যে আমার মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করবার প্রবল ইচ্ছা হওয়া সত্ত্বেও নীরব হ'য়ে রইলাম। এদেশের মেয়েদের আমার যেন ক্রমশঃ অপূর্ব্ব মনে হ'চ্ছে। পুরুষদের চেয়ে মেয়েরা কতকগুলি বিশেষ কাজে বেশী চটপটে ও অগ্রণী।

আমাদের বাসটি শহরের এলাকার মধ্যে ঢুকতেই চোখে পড়লো একটি প্রকাণ্ড পাথরের গেট্। বাইরে থেকে গেটটি প্রথমে দেখে মনে হ'লো যে এটি বহু প্রাচীন কালের। গেটের মধ্যে ঢুকে দু'পাশে খানকতক প্রশস্ত ঘর দেখলাম। ঘরগুলিকে আধুনিক ক'রে তোলা হ'য়েছে নানারকম আধুনিক সাজসরঞ্জামের সাহায্যে। একদিকের ঘরগুলিতে বোখারা সিটি অফিসারের অফিস। আর একদিকের ঘরগুলিতে সিটি ইন্‌ফরমেশন অফিস্। শহরের বাইরে থেকে কোনো বিদেশী যদি শহরে ঢোকে এই গেটটির মধ্যে দিয়ে, সেই সমস্ত বিদেশীদের অনেক কাজে লাগে এই দু'টি অফিস্। সিটি অফিসারএর কাজ হ'চ্ছে, তিনি লক্ষ্য রাখেন বাইরে থেকে অতিরিক্ত জিনিষপত্র ও খাদ্য বিদেশীরা যাতে আনতে না পারে। বোখারা শহর থেকে অন্য শহরে বা দেশে প্রত্যেকের নিজের ব্যবহারের অতিরিক্ত কোনো খাদ্যদ্রব্য বা অন্যান্য জিনিষ আনা-নেওয়ার নিয়ম নেই। প্রত্যেক শহরগুলি হচ্ছে স্বাবলম্বী।

বোখারা

আমাদের বাসখানি ফটকের মধ্যে ঢুকে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে রাস্তার ডান ধারে একটি প্রকাণ্ড লনএ ঘেরা সাদা দোতলা লম্বা বাড়ীর সামনে এসে থামলো। বাসের সমস্ত যাত্রী নেমে গেলেন এখানে। আমি একরকম নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসে আছি যে বাস আরও চলবে এবং স্ট্যাণ্ডে গিয়ে দাঁড়াবে; কিন্তু কন্‌ডাকট্টার আমাকে এমনিভাবে ব'সে থাকতে দেখে এগিয়ে এসে মৃদুস্বরে বিনয়ের আভাষ ফুটিয়ে তুলে ফ্রেঞ্চ ভাষায় ব'ললেন—"মোঁশিয়ে, আপনি এখানে শহরে কোথায় উঠবেন? ফ্রেঞ্চ ভাষা ভালো না জানা থাকাতে ইংরাজি ও ফ্রেঞ্চ মিশ্রিত ভাষাতেই ব'লতে হ'ল—আপনার এই বাসটি কি শহরের মধ্যে যাবে না? কন্‌ডাক্‌টার একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে আমাকে ব'ললেন —আপনি কি বোখারা শহরে এর আগে কখনো আসেন নি? আপনি কি নতুন বিদেশী? আমি ব'ললাম—হ্যাঁ, আমি একজন ভারতবাসী। আমাদের কথাবার্ত্তার মধ্যে দু'জনেরই অসুবিধা হ'ছিল ভাষার জন্য সামান্য। কিন্তু কন্‌ডাক্‌টারটি এমন সুন্দর ভঙ্গীতে আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা আরম্ভ ক'রলেন যাতে আমার ভারি সুন্দর লাগল তাঁর সঙ্গে আলাপ ক'রতে। আমি ভারতবাসী শুনে, কনডাক্‌টারটির মুখের ভঙ্গী ও ব্যবহারের মধ্য দিয়ে টের পেলাম তাঁর আনন্দের আভাষ। আমাকে তিনি নিমন্ত্রণ ক'রলেন কথাবার্ত্তা কইবার পর তাঁর বাড়ীতে। আমি ব'ললাম ধন্যবাদ জানিয়ে যে আমার বড়ই ইচ্ছা বোখারা শহরে ষ্টেট্ কমিউনে অতিথি হব। আপনি কিছু মনে ক'রবেন না, আপনার নিমন্ত্রণ আমি গ্রহণ ক'রতে পারলাম না ব'লে। এই নূতন বন্ধুটির কাছ থেকে ষ্টেট্ কমিউনে যাবার রাস্তা জেনে নিলাম।

বেলা তখন সাড়ে চারটে কি পাঁচটা হবে। পরিষ্কার আকাশ বিকেলের পড়ন্ত রোদ্দুরে রেঙ্গে উঠেছিল। বোখারা শহরের সবচেয়ে বড় রাস্তার উপরে ষ্টেট্ কমিউনে এসে পৌছুলাম। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ষ্টেট কমিউনের সেক্রেটারীর সহিত পরিচয় ও আলাপের পর তিনি আমাকে ৫।৬ মিনিট পরে দোতলায় একটি ছোট পরিষ্কার আসবাবপত্র দিয়ে সাজান ঘরে নিয়ে গেলেন। ঘরটি মাঝারি সাইজের। সেখানে প্রবেশ ক'রেই আমার নজরে প'ড়লো— নিত্য প্রয়োজনীয় প্রত্যেকটি জিনিষই এমন সুশৃঙ্খল ও সুন্দরভাবে সাজান রয়েছে যে তা' প্রত্যেক ভারতবাসী বিশেষতঃ বাঙ্গালীর কাছেই আশ্চর্য্য ব'লে মনে হবে।

কমিউনের সেক্রেটারি রাত্রে খাবার টেবিলে সাক্ষাত হবে ব'লে আমার সঙ্গে করমর্দ্দন ক'রে বিদায় নিলেন আমার থাকবার জায়গার বন্দোবস্ত ক'রে দিয়ে। ঘরখানির মধ্যে নিজেকে একলা পেয়ে তখন একরকম আত্মহারা হ'য়ে উঠেছিলাম এই ভেবে যে, এই ঘর খানির মধ্যে ভালো ক'রে বুঝবার অবসর পাবো আমাদের দেশের সঙ্গে এদের দেশের কতখানি পার্থক্য। পিঠের ঝোলা থেকে ডায়েরী বইখানি বার ক'রে কিছুক্ষণ ডায়েরী লেখার পর গরম কফি, কিছু বিস্কুট দিয়ে গেলো কমিউনের ওয়েটার। কফি খেয়ে যখন নিচের তলায় এলাম, রাত্রি তখন নেমে এসেছে বোখারা শহরের বুকে।

একতলার প্রকাণ্ড হলটি বিদ্যুতের আলোতে ঝলমল ক'রছে। হলটির মধ্যে তখন সবে একত্রিত হ'চ্ছেন সহরের নরনারী। তাঁদের পরনে লাল, ব্লু, হলদে রংএর পোষাক। একটি নারী ওয়েটারকে জিজ্ঞাসা ক'রলাম—এতো নরনারী কি রোজই আসেন আপনাদের কমিউনে'। তিনি ভাঙ্গা ফ্রেঞ্চ ভাষায় ব'ললেন,—হ্যাঁ, প্রতিদিন

এই হলটিতে কনসার্ট, নাচ, বক্তৃতা হ'য়ে থাকে সন্ধ্যার পর। আমি তাঁকে আবার হলের নরনারীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন ক'রলাম,—প্রত্যেকেই কি প্রতিদিন টিকিট কিনে এই রাত্রের আনন্দ পেতে আসেন? মেয়েটি একটু হেসে ব'ললেন,—ইউরোপের মত আমাদের এখানে আনন্দ বিক্রয় হয় না। আমাদের রিপাবলিকের মধ্যে amusement, recreation ইত্যাদি ষ্টেট্ থেকে একরকম বিনা পয়সায় জনসাধারণের পাবার বন্দোবস্ত আছে। নারী ওয়েটারটির এই জবাব পেয়ে নিজের মনে হ'লো এই দেশটির সব জায়গায় নরনারীর মনে যে প্রচুর শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতা তাদের রিপাব্লিকের আদর্শ ও কার্য্যধারার উপর গেঁথে গেছে তার প্রমাণ আজ আরো নিবিড়ভাবে পেলাম। নারী ওয়েটারটির সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করার পর হলটি থেকে বেরিয়ে পড়লাম রাতের বোখারা শহরকে দেখবার অভিপ্রায়ে।

প্রশস্ত রাস্তার দু'পাশে দশ হাত অন্তর বড় বড় লাইট-পোষ্টের সারি রাতের অন্ধকারকে শহরের বুক থেকে সরিয়ে দিচ্ছে। রাস্তার ডানদিকের ফুটপাত ধরে একমনে চলেছি। আশপাশের বাড়ীগুলির ভিতর থেকে প্রায়ই ভেসে আসছে পিয়ানো ও ভায়লিনের স্বর। মাঝে মাঝে পাশ দিয়ে একদল নরনারী রাতের পোষাক পরে প্রচুর হাসি ও কথাবার্ত্তা ব'লতে ব'লতে পথ চলছে। ভারি সুন্দর লাগলো বোখারা শহরের পথের এই প্রথম রাত্রি। শহরের এই পথটিতে নরনারীর চলাচল খুব ছিল কিন্তু তাদের চলার ভঙ্গীতে ও কথাবার্ত্তায় এমন একটি বিশেষত্ব ছিল যাতে বহু নরনারীর চলার পরেও পথ খুব বিশেষ কলরবপূর্ণ ব'লে মনে হ'চ্ছিল না।

পথের দু'পাশে বাড়ীগুলি প্রায়ই দু'তিনতলা, চৌকো প্যাটার্নের। বাড়ীগুলির কাচের জানালা আর দরজা বিদেশী

লোকদের আরও বেশীভাবে আকর্ষণ করে। দোকান, বাজার প্রায় আধ ঘণ্টা ঘুরে বেড়াবার পর এলাম শহরের মধ্যিখানে। এক সারিতে পঞ্চাশটি দোকান পাশাপাশি নানা জিনিষে ভর্ত্তি। এক একটি দোকানে এক এক রকমের বিশিষ্ট জিনিষ রাখা হ'য়েছে। চামড়ার জিনিষপত্র, উলের পোষাক ইত্যাদি। বাজার ব'ল্‌তে প্রকাণ্ড জায়গা প্রাচীর দিয়ে ঘেরা, মধ্যিখানে টিনের শেড দেওয়া প্রকাণ্ড হল। হলটির চারিধার কাঁচ ও জাল দিয়ে ঘেরা। প্রচুর শাকসব্জি, সী-ফিস, মাংস এই বাজারটিতে দু'বেলা—সকালে, সন্ধ্যায় বিক্রি হ'য়ে থাকে। রিপাব্লিকের তত্ত্বাবধানে এই বাজারটির জিনিষপত্র বিক্রি হয়।

একটা শাকসব্জির ষ্টলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। দোকানদারটি সেই সময় ব্যস্ত ছিলেন ২।৪ জন ক্রেতার সঙ্গে কথাবার্ত্তায়। কিছুক্ষণ বাদে আমাকে তিনি প্রশ্ন ক'রলেন উজবেক ভাষায়। আমি উজবেক ভাষা বুঝতে না পেরে ইংরাজিতে উত্তর দিলাম—মাপ করবেন, আমি উজবেক ভাষা বুঝতে পারি না। ইংরাজি ভাষায় আপনি দয়া করে আমার সঙ্গে কথা বলুন। এই সব্জি বিক্রেতার কাছ থেকে ইংরাজি শোনার আগ্রহ যেন আমাকে পেয়ে বসেছিল। ভদ্রলোকটি অতিকষ্টে ইংরাজি ভাষায় আমাকে বুঝিয়ে দিলেন যে তিনি ইংরাজি ভাষা জানেন না। তবে তিনি চেষ্টা ক'রছেন ঐ ভাষা শিখ্‌তে। আমি ইঙ্গিতে সামনে স্তূপাকার ক'রে রাখা শাকসব্জির দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে জানালাম যে এই শাকসব্জি কি প্রতিদিন আপনাদের এখানে তাজা আসে। তিনি ব্যস্ত হ'য়ে ঘাড় নেড়ে ভাঙ্গা ইংরাজি ভাষায় ব'ললেন,—হ্যাঁ, প্রতিদিন এখানে তাজা শাকসব্জী আসে। তারপর

শাকসব্জির ডালা থেকে দু'টি বড় বড় সুন্দর লাল টকটকে টমেটো চাইলাম। দাম জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে তিনি ব'ল্‌লেন—এক কোয়েপেক। একটি এক রুবলের নোট এগিয়ে দিয়ে ব'ললাম ঐ দুটি আমাকে দিতে। দোকানদারটি ঐ দু'টি টমেটো একটি পাতলা ঠোঙার ভেতর ভরে দিয়ে ঐ নোটের থেকে নিজের দাম কেটে নিয়ে বাকীটা আমাকে ফেরৎ দিলেন। দোকানদারটিকে ধন্যবাদ জানিয়ে কমিউনের দিকে রওনা হ'লাম। টমেটো দু'টো কেনার আমার কোন প্রয়োজনই ছিল না, কিন্তু জীবনে ঐরূপ সুন্দর টমেটো আমি দেখিনি। তাই প্রয়োজন না থাকলেও এ দু'টীর আকার, রং ও গন্ধ আমাকে মুগ্ধ ক'রেছিল।

যে পথে কমিউন থেকে বাজারে এসেছিলাম সেই একই পথে আবার ফিরে চল্‌লাম। পথে নরনারীর চলাফেরা যেন একটু বেশী বেড়ে চলেছে সন্ধ্যার তুলনায়, দোকানগুলির আশে পাশে যে ষ্টেট্ কফিখানা রয়েছে সেগুলি বেশ সরগরম হয়ে উঠেছে নানারকমের আনন্দ কলরবে। একবার ইচ্ছা হ'লো কফিখানাতে ঢুকে কিছু বাজনা শুনি ও শহরের নরনারীর সঙ্গে মেশার সুযোগ গ্রহণ করি। কিন্তু ক'দিন ধরেই শরীরে সামান্য দুর্ব্বলতা থাকার জন্য রাত্রে শহর বেড়ানর ইচ্ছা রদ ক'র্‌তে হ'লো। কমিউনে যখন এসে ঢুকলাম রাত্রি তখন ১১টা বেজেছে। প্রকাণ্ড হল ঘরটির সাম্‌নে বহু নরনারী সারি দিয়ে ব'সে আছেন। হলটির সামনের কাবারেটে চলেছে বক্তৃতা, উজবেক ভাষায়। বক্তৃতা দিচ্ছেন একজন নারী। খানিকক্ষণ এককোণে দাঁড়িয়ে এই বক্তৃতা শুনলাম। বক্তৃতার মধ্যে ক'টা কথা স্পষ্ট বুঝলাম। খাদ্য, পানীয়, আলো, বাতাস এই ছাড়া আর কোন কথাই বুঝতে পারলাম না। কিছু দূরে কমিউনের সেক্রেটারী বসেছিলেন—তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই

তিনি একটা লাল চেয়ার দেখিয়ে বস্‌তে ইঙ্গিত ক'রলেন। আমি বস্‌বার পর বক্তৃতাটি শেষ হ'ল।

কমিউনের সেক্রেটারী চেয়ার ছেড়ে কাবারেটের কাছে গিয়ে যে নারীটি বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তাঁকে কমিউনের তরফ থেকে ধন্যবাদ জানা-লেন। তারপর সমবেত নরনারী উজবেকী ভাষায় জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে সেই রাত্রের মত আনন্দের অনুষ্ঠান শেষ ক'রলেন। হলটি আস্তে আস্তে নির্জ্জনতায় ভরে উঠলো সকলের হলটি ছেড়ে যাওয়ার জন্য। বুঝলাম কমিউনের দরজা এবার বন্ধ হবে। কমিউনে যাঁরা থাকেন মধ্য রাত্রের খাবার খেয়ে তাঁরা বিশ্রাম নেবেন। সেক্রেটারী তাঁর কাজ শেষ ক'রে আমার কাছে যখন ফিরে এলেন তখন আমি সেইখানেই বসেছিলাম। এত ভাল লাগছিল আমার বোখারার প্রথম রাত্রিটি যে শরীর এত ক্লান্ত থাকা সত্বেও আমি বিশ্রাম নেবার কোন চেষ্টা ক'রলাম না। আমাকে এমনি ভাবে বসে থাকতে দেখে তিনি ব'ল্‌লেন—কমরেড, আপনি বিশ্রাম করবার জন্য আপনার ঘরে যান, হলটি এখন পরিষ্কার হবে। রাতের খাবার আপনার ঘরে পৌঁছে দেবার বন্দোবস্ত হ'য়েছে। এই ব'লে তিনি আমাকে শুভরাত্রি জানালেন।

দোতলায় আমি যখন আমার নির্দ্দিষ্ট ঘরটিতে এসে পৌঁছুলাম তখন দেখলাম ঘরের টেবিলের উপরে দু'টি কাঁচের ডিসে ঢাকা রাতের খাবার ও একটি বড় জগে কিছু লাল পানীয়। শহরের পথে ঘুরে এতক্ষণ একরকম অন্যমনস্ক ছিলাম। ক্ষিদে তেষ্টার কথা একেবারেই মনে ছিল না। নির্জ্জন ঘরে খাবার ঢাকা দেখে দিনের পোষাক না ছেড়েই খেতে বসে গেলাম। সামান্য মামুলি খাবার—বড় বড় কালো রুটির স্লাইস, খান চারেক মাখন লাগানো, আর খানিকটা মাংসের

রোস্ট। জগের লালচে পানীয় অনেকটা ভোদকার মত। খাবারের সঙ্গে খানিকটা ভোদকা খেয়ে রাতের পোষাক পরে, শয্যায় আশ্রয় নিলাম। শুয়ে শুয়ে খালি মাথার মধ্যে ভেসে উঠছিল পুরাতন ইতিহাসের কতকগুলি কথা। আজকের এই বোখারার সঙ্গে প্রাচীন বোখারার কত তফাৎ! তারপর কখন জানি না ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভাঙ্গলো, সকালে কমিউনের ঘড়িতে সাতটা বাজার শব্দ কানে আসতেই।

তাড়াতাড়ি দিনের পোষাক পরে নেবার জন্য বিছানা ছেড়ে উঠলাম। আধ ঘণ্টার মধ্যে নিজেকে তৈরী ক'রে যখন নিচে এলাম তখন ব্রেকফাষ্ট সুরু হ'য়ে গিয়েছে। সেক্রেটারী আমাকে প্রথম অভিবাদন জানালেন, তারপর তিনি আমাকে সঙ্গে ক'রে খাবার টেব্‌লে এনে বসালেন। প্রায় ৪০ জন নরনারী এই টেব্‌লে দেখতে পেলাম। সকলের কথা এবং ভঙ্গিতে বেশ টের পেলাম তাঁরা আগামী দিনের কার্য্যধারা সম্বন্ধে আলোচনা ক'রছেন। সেক্রেটারী আমাকে ব'ললেন—আপনি বোখারা শহর দেখতে যাবেন কি আজ? আমি ব'ললাম—শহরের কোন্ কোন্ জিনিষ আজ আমার দেখা উচিত? যদি আপনি আমার বোখারা দেখার প্রোগ্রাম ঠিক করে দেন তবে সব চেয়ে ভাল হয়। সেক্রেটারী একটু হেসে ব'ললেন—আপনি যদি আমার প্রোগ্রাম মত এই শহর দেখতে চান তবে আপনাকে বেশ কিছু দিন বোখারায় থাকতে হবে। আমি একটু আগ্রহসহকারে ব'ললাম—নিশ্চয়ই; আপনাদের রিপাব্লিকের প্রধান নগরে বেশী দিন থাকার সুযোগ তো প্রতি মুহূর্ত্তেই আমি চাই। ব্রেকফাষ্ট করার পর ঠিক হ'লো বোখারা শহরের সবচেয়ে বড় লাইব্রেরীটি দেখতে যাবার জন্য। সঙ্গে সাথী পেলাম কমিউন থেকে একজন তুর্কমেন মেয়ে গাইড। মেয়েটি এই কমিউনের

অনারারী গাইড। অন্য সময় তিনি এখানকার লাইব্রেরী সেক্সনে কাজ ক'রে থাকেন। বিদেশীরা কমিউনে উঠ্‌লে, মেয়েটি ভলাণ্টারি সার্ভিস দিয়ে থাকেন।

কমিউন থেকে বেরিয়ে দু'জনে বড় রাস্তায় গিয়ে বাস ধরলাম লাইব্রেরীতে যাবার জন্য। বাসে ক'রে এক ঘণ্টার মধ্যে আমরা একটা লম্বা প্যাটার্নের সাদা রংএর বড় বাড়ীর কাছে এসে দাঁড়ালাম। মেয়েটি আমাকে মৃদু হেসে ব'ললেন—কমরেড, আমরা লাইব্রেরীর কাছে এসে পড়েছি। তারপর আমরা দু'জনে বাস থেকে নেমে এসে লাইব্রেরীতে ঢুক্‌লাম। বাইরে থেকে লাইব্রেরীর বিল্‌ডিংটা বুঝতে না পেরে ভেবেছিলাম লাইব্রেরীটি ছোট। ভেতরে গিয়ে দেখলাম লাইব্রেরীটির প্রথম হলটা প্রকাণ্ড। তিনটি প্রকাণ্ড বইয়ের র‍্যাক লম্বাভাবে থাকে থাকে হলটির দেওয়াল জুড়ে রয়েছে। বইগুলি পাড়বার জন্য র‍্যাকগুলির মধ্যিখানে ছোট ছোট বারান্দা ও কাঠের সিঁড়ি। লাইব্রেরীটি দোতলা।—এর উপর তলাতেই কি শুধু বই রাখা হয়েছে? মেয়েটিকে আগ্রহ সহকারে আমি জিজ্ঞাসা ক'রলাম। মেয়েটি উত্তর দিলেন,—না, উপরে আপনি ছবি, ম্যাপ ও ম্যাগাজিন সকল দেখতে পাবেন।

মেয়েটিকে আমি ব'ললাম—তবে চলুন, আমরা উপরের সেক্সনটা আগে ভাল ক'রে দেখে আসি। মেয়েটি হেসে ব'ল্‌লেন—আপনি ছবি, ম্যাপ খুব পছন্দ করেন বুঝি? আমি মেয়েটিকে জানালাম—আপনাদের দেশের ছবি এবং ম্যাপের মধ্যে আমি অনেক কিছুই সহজে বুঝতে পারি। তাই বিশেষ ক'রে আপনাদের দেশের ছবিগুলি আমার দেখার এত আগ্রহ। তারপর আমরা উপরে গেলাম। প্রকাণ্ড হলটার মধ্যে খান পঁচিশ বড় বড় রিডিং টেব্‌ল সাজানো রয়েছে দেখতে পেলাম। নানা রঙের বহু ছবির বই টেব্‌লগুলিতে পাশাপাশি

বোখারার লাইব্রেরীর অভ্যন্তর

সাজিয়ে রাখা হ'য়েছে। প্রত্যেকটি টেব্‌লের চারিধারে ৫০।৬০ খানি ক'রে গদি আঁটা চেয়ার। প্রত্যেক দু'খানি চেয়ারের মাঝখানে নীল সেড দিয়ে ঢাকা টেব্‌ল ল্যাম্প। জনকতক ২২।২৩ বছরের ছেলেমেয়ে হলটির মধ্যে একমনে ছবির বই পড়ে যাচ্ছে। হলটির মেঝে গ্রীন রংএর মোটা কারপেটে মোড়া। আমাদের দু'জনকে দেখে ছেলেদের মধ্যে দু'এক জন হাত তুলে অভিবাদন জানালেন। ঘণ্টাখানেক ধরে আমরা দু'জনে এই সেক্সনটিতে ঘুরে বেড়িয়ে যখন নীচের তলায় এলাম তখন পিকচার সেক্সনের নির্জ্জনতা বেশ বুঝতে পারলাম। নীচের তলাতেও তেমনি নির্জ্জনতা অনুভব ক'রলাম। সঙ্গের মহিলাটিকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা ক'রলাম—এত বড় লাইব্রেরীতে লোকজন এত কম কেন? সাথীটি ব'ললেন—সন্ধ্যার পর এই লাইব্রেরীটি ভর্ত্তি হ'য়ে যায় অসংখ্য নরনারীতে। বোখারার প্রত্যেক নরনারী দিনের শেষে কিছুটা সময় ক'রে নেন লাইব্রেরীতে বই পড়ার জন্য।

তারপর আমরা কিছুক্ষণ লাইব্রেরীর র‍্যাকের বই দেখা শেষ ক'রে লাইব্রেরীর অফিস রুমে এসে ঢুকলাম। লাইব্রেরীর বই সংগ্রহের মধ্যে বিশেষভাবে নজরে পড়লো নানা ভাষার অনেক বই। তাজিক, তুর্কমেন, উজবেক, কিরগিজ ভাষার বই ছাড়াও ইংরেজী, ফ্রেঞ্চ ও জার্ম্মান ভাষার বহু বই দেখলাম। অফিস রুমের বাইরে মহিলাটি আমাকে দাঁড়াতে ব'লে ভিতরে ঢুকে গেলেন। মিনিট পাঁচেক বাদে তাঁর সঙ্গে একজন বয়স্ক কিরগিজ ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। ভদ্রলোকটির পরনে ইউরোপীয়ান পোষাক। তিনি ইংরাজী ভাষায় আমাকে সম্ভাষণ জানিয়ে অফিস রুমের মধ্যে আমাকে যাওয়ার জন্য অনুরোধ ক'রলেন। ভিতরে গিয়ে জানতে পারলাম এই ভদ্রলোক এই লাইব্রেরীটির প্রধান লাইব্রেরিয়ান।

কিছুক্ষণ তাঁর সঙ্গে আলাপ আলোচনার পর জানতে পারলাম এই লাইব্রেরীতে প্রায় দশ বার লক্ষ নানা রকমের নানা ভাষার বই সংগ্রহ ক'রে রাখা হ'য়েছে। জনসাধারণ বিনামূল্যে এই লাইব্রেরী ব্যবহার ক'রতে পারে। সেকেণ্ডারী স্কুলের ছেলেমেয়েদের জন্ত লাইব্রেরীটিতে বই পড়বার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। তারা সকালে ও দুপুরে পড়াশুনা ক'রতে আসে।

তারপর লাইব্রেরী থেকে আমরা দু'জনে যখন বাইরে বেরিয়ে এলাম তখন দুপুর গড়িয়ে এসেছে এবং সেখান থেকে শহরের আরও পাঁচটি বিভিন্ন লাইব্রেরী দেখার পর বাস ধরলাম কমিউনে ফিরে আসার জন্ত। গত রাত্রে বোখারা শহরটি তত স্পষ্টভাবে লক্ষ্য ক'রতে পারিনি, কমিউনে ফেরবার সময় দিনের বেলা শহরটির উপর ভাল ক'রে চোখ বুলিয়ে নিলাম। প্রাচীনকালের আমীরদের পাথরের গম্বুজওয়ালা ইমারতগুলি কিছু কিছু নজরে প'ড়লো। পুরাতন ইমারতগুলি সংস্কার করা হ'য়েছে। মহিলাটিকে জিজ্ঞাসা ক'রলাম—এই বাড়ীগুলির মধ্যে এখন কারা থাকেন? তিনি হেসে উত্তর দিলেন—এই পুরাতন বাড়ীগুলির মালিক এখন আমাদের ষ্টেট্। এখন এই বাড়ীগুলির মধ্যে কোনটি কফিখানা, কোনটি স্কুল, হোটেল বা শ্রমিকদের আস্তানাতে পরিণত হ'য়েছে।

কমিউনে যখন দুপুরের খাবার খেতে ফিরে এলাম তখন সেক্রেটারী এসে জানালেন যে আমাকে আমার দেশ সম্বন্ধে সন্ধ্যায় কিছু ব'লতে হবে। সহরবাসীদের অনেকেই সে সময় কমিউনের হলে এসে জমবেন। তাঁকে ব'ললাম—আমি ত' আপনাদের ভাষা জানি না, আমাকে বাধ্য হ'য়ে ইংরাজীতেই ব'লতে হবে—তাতে সকলেরই অসুবিধা হবে। তিনি ব'ললেন—ইংরাজী ভাষাতেই আপনি ব'লবেন, আমরা আপনার বক্তব্য অনুবাদ ক'রে দেবো।

সন্ধ্যার মধ্যেই হলঘরটি পূর্ণ হ'য়ে গেল নরনারীতে। সেক্রেটারী আমাকে সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার পর তাঁরা প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে ভারতবর্ষ ও ভারতবাসী সম্বন্ধে নানারকম প্রশ্ন ক'রলেন। প্রশ্নের মধ্য দিয়ে তাঁরা আমার দেশের সব কিছু জানলেন—রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি ও ধর্ম্ম বিষয়ক প্রশ্নই ছিল তাঁদের মূল জিজ্ঞাস্য।

সেদিন রাত্রে এক সুন্দর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ক'রলাম। নরনারীর বক্তৃতা শোনার কি অপরিসীম আগ্রহ!

তাজিক, তুর্কমেন, কিরগিজ ও উজবেক এই চারটি রিপাব্লিকের নরনারীদের বোখারার ফ্যাক্‌টরী, রেলওয়ে প্রভৃতিতে কাজ ক'রতে দেখতে পাওয়া যায়। পাঁচটি বড় বড় উলের ফ্যাক্‌টরি বোখারা শহরে ছড়িয়ে রয়েছে। কয়েকটি লোহা ও ইস্পাতের কারখানাও এখানে আছে। এই শহরে ট্রান্স-কাস্পিয়ান রেলওয়ের একটি বড় ওয়ার্কশপ আছে। এই শহরটি ট্রান্স-কাস্পিয়ান রেলওয়ের একটি বড় জংসন। এখান থেকে খিবার কোল, ম্যাঙ্গানীজ ও আয়রন মাইনের দিকে রেলপথ চলে গিয়েছে।

শহরের মধ্যে তেরটি সেকেণ্ডারী স্কুল আছে। প্রত্যেক স্কুলে সাত আট শ' ছেলেমেয়ে প্রতিদিন লেখাপড়া করে। এখানকার সেকেণ্ডারী স্কুলের শিক্ষা আমাদের ভারতবর্ষের শিক্ষা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। ছেলে-মেয়েরা অধিকাংশ সময়ই গবেষণাগারে ও হাতের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। বিজ্ঞান-শিক্ষা সেখানে বাধ্যতামূলক। প্রাথমিক সামরিক শিক্ষা (Primary military training) এখানে ছেলেমেয়েদের শিখতেই হবে। সামরিক পোষাকে সেকেণ্ডারী স্কুলের ছেলেমেয়েরা পথ দিয়ে যখন যায়, তখন সে দৃশ্য দেখবার মত!

বোখারা শহরের বুকে নরনারীর মধ্যে খুবই ব্যস্ততা। সকলেই সকল সময় নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু কোথাও শৃঙ্খলার কোন ব্যতিক্রম

নাই। প্রত্যেকেই যে যার কর্ত্তব্য সুন্দরভাবে ক'রে চ'লেছে। জনৈক উজবেক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপের মধ্য দিয়ে জানলাম উজবেকস্থানের কবিতা ও কাহিনী সম্বন্ধে অনেক কিছু তথ্য। উজবেকরা প্রায় স্বভাব-কবি। এদের আচার-ব্যবহার, চাল-চলন, কথাবার্ত্তা সবই যেন কবিত্বপূর্ণ। কয়েকটি প্রাচীন ও আধুনিক উজবেক কবির কবিতা ইংরাজী ভাষায় তর্জ্জমা ক'রে ভদ্রলোক আমাকে শুনালেন। উজবেক কবিরা কবিতা লিখে গেছেন ফুল, বাতাস, পাহাড় ও নানারকম প্রাকৃতিক দৃশ্য নিয়ে। আধুনিক কবিরা বিপ্লবাত্মক কবিতাও লিখে থাকেন। রাশিয়ান তুর্কীস্থান রিপাব্‌লিকের নরনারীর কাছে উজবেগী কবিতা খুব প্রিয়।

এদেশের এত নরনারীর মধ্যে কোথাও আমি একজন ভিক্ষুক দেখলাম না। ভারতবর্ষের গ্রামে বা শহরে ভিক্ষুকের দল নানাভাবে ঘুরে বেড়ায় কিন্তু এখানে একটিও ভিক্ষুক নাই। বোখারা শহর ত্যাগ ক'রে খিবার দিকে যেদিন রওনা হ'লাম, কমিউনের সেক্রেটারীর কাছে এই জিনিষটা জানবার আগ্রহ চেপে রাখতে পারলাম না। তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রলাম—আপনাদের দেশে অনেক জিনিষই ত' দেখলাম, কিন্তু কোন ভিক্ষুক শ্রেণীর লোক ত' দেখলাম না। সেক্রেটারী হেসে ব'ললেন—বিশ বৎসর আগে আমাদের দেশে এসে আপনি ভিক্ষুকের দল দেখতে পেতেন হাজারে হাজারে। দারিদ্র্যের যে করাল মূর্ত্তি তখন ছিল এদেশে, তা' কল্পনা ক'রতেই ভয় হয়! কিন্তু রিপাব্‌লিক সৃষ্টি হওয়ার পর দারিদ্র্য ও ভিক্ষাবৃত্তি আমরা সমাজ ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি। আমাদের দেশের অক্ষম ও পঙ্গু যারা, ষ্টেট্‌ থেকে তাদের সাহায্য করা হয় বটে; কিন্তু এই সকল লোকের কাজ করার মত পারিপার্শ্বিক অবস্থা ষ্টেট্‌ থেকে একান্ত যত্নের সহিত সৃষ্টি করা হয়। জগতের অন্যান্য দেশে একদিকে নরনারীদের মধ্যে প্রাচুর্য্য ও বিলাস, অন্য দিকে দারিদ্র্য ও ভিক্ষাবৃত্তি —সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনে এই ছবি এদেশ থেকে দূর হ'য়েছে চিরদিনের জন্য।

খিবা

বোখরা শহর থেকে রওনা হ'য়ে খিবাতে এসে উঠলাম যেদিন, সেদিন ছিল একটা উৎসবের দিন—সমস্ত শহরটির মধ্যে নরনারীরা উৎসবে মেতে উঠেছে। তাদের এই উৎসবটির মধ্যে নিজেকে মাতিয়ে তুলতে সুযোগ পেলাম অতি সহজেই। প্রতি বৎসর এই দিনটি খিবা শহরের শ্রমিক নরনারী উৎসব প্রতিপালন ক'রে থাকেন খিবার কলকারখানা ও খনি আবিষ্কারের প্রতিষ্ঠা দিবস ব'লে। প্রায় ৪০টি ইস্পাত ও লোহার কারখানা খিবা শহরটিকে ঘিরে আছে। ম্যাঙ্গানিজ ও লোহার খনি ৩টি শহরের শেষ প্রান্তে আছে কারখানা-গুলিতে কাঁচা মাল যোগানের জন্য। রাশিয়ান তুর্কিস্থানের অন্যান্য শহরগুলি থেকে এই শহরটির পার্থক্য দেখতে পেলাম। শহরটিতে কল-কারখানাগুলির শ্রমিক নরনারী ছাড়া কয়েকজন উচ্চপদস্থ সামরিক কর্ম্মচারী থাকেন, শ্রমিক নরনারীদের সামরিক শিক্ষা দেবার জন্য।

উৎসবের দিনটি কনসার্ট ও অন্যান্য আনন্দের মধ্যে কাটিয়ে পরের দিন সকালে খিবার সবচেয়ে বড় কয়েকটি ফ্যাক্‌ট্রি দেখবার জন্যে রওনা হ'লাম। সহরের শেষ প্রান্তে ফ্যাক্‌ট্রিটির সামনে পাঁচতলা লাল রঙের বাড়ীর মধ্যে এসে ঢুকলাম। এই ফ্যাক্‌ট্রি দেখবার জন্য শহর থেকে একজন যুবককে সঙ্গে পেয়েছিলাম। যুবকটি একজন শ্রমিক। যুবকটি আমাকে ফ্যাক্টরীর রিসিভিং অফিসের মধ্যে নিয়ে গেলেন। রিসিভিং রুমের মধ্যে ঢুকে নজরে পড়লো নানাবিধ মেশিনারীর মডেল চারিধারে কাঁচের কেসের মধ্যে সাজান আছে। মধ্যিখানে একটা প্রকাণ্ড টেব্‌লের চারিধারে কতকগুলি চেয়ার সাজান রয়েছে।

টেব্‌লের উপরে পাশাপাশি সাজানো রয়েছে বহু মাসিকপত্র। যুবকটিকে জিজ্ঞাসা ক'রলাম—এই ঘরটি কি শ্রমিকদের বিশ্রামের জন্য ব্যবহার করা হয়? যুবকটি ব'ল্‌লেন—শ্রমিকদের বিশ্রাম করবার জন্য আলাদা হল আছে—সেটা ফ্যাক্টরীর মধ্যে। এই হলটিতে বাইরে থেকে যাঁরা ফ্যাক্টরী দেখতে আসেন তাঁদের জন্য ব্যবহৃত হয়। টেব্‌লের উপর রাখা মাসিকপত্রগুলি মেশিনারী ও খনি সম্বন্ধে নানা ভাষায় প্রকাশ করা হ'য়েছে। আমরা যখন রিসিভিং রুমটির মধ্যে ঐ সকল জিনিষ দেখে চলেছি এমনি সময় কানে এলো ফ্যাক্টরীর ভিতর থেকে ঘণ্টা বাজার শব্দ। সঙ্গের সাথীটি ব'ল্‌লেন—চলুন, ঠিক সময় হ'য়েছে আমাদের ফ্যাক্টরীর ভিতরে যাওয়ার জন্য। কারণ, শ্রমিকরা এখন তাদের কাজের মধ্যে অল্প বিশ্রামের পর আবার কাজে লাগবে। বুঝলাম যুবকটি কর্ম্মরত শ্রমিক নরনারী ও কর্ম্মমুখর কারখানাটি দেখাবার জন্যে হলটির মধ্যে আমাকে অপেক্ষা ক'রতে বলেছিলেন।

রিসিভিং রুম থেকে বেরিয়ে আমরা দু'জনে এলাম কারখানার চিফ্‌-ইঞ্জিনীয়ারের অফিসে তিনতলাতে লিফ্‌টে ক'রে। আগাগোড়া কারপেট দেওয়া প্রকাণ্ড একটি বারান্দা পেরিয়ে চিফ্‌ ইঞ্জিনীয়ারের ঘরের কাছে এসে যখন দাঁড়ালাম, আমার সাথীটি একটু হেসে ব'ললেন—খুব সামান্যক্ষণ আপনাকে একলা এখানে অপেক্ষা ক'র্‌তে হবে। কারণ ফ্যাক্ট্রীর মধ্যে বিদেশীদের প্রবেশ করবার জন্য চীফ্‌ ইঞ্জিনীয়ারের অনুমতি প্রয়োজন। তারপর যুবকটি আমাকে বাইরে দাঁড় করিয়ে ইঞ্জিনীয়ারের ঘরের ভেজান দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে গেলেন। বারান্দার ধারে একটি গদিআঁটা বেঞ্চে বসে যুবকটির জন্য অপেক্ষা ক'রতে লাগলাম। ভারতবর্ষের কোন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে গেলে যেমন তাঁদের তক্‌মাধারী চাপরাশির সঙ্গে প্রথমে কথা না

ক'য়ে অফিসারদের সঙ্গেই দেখা হয় না, এইখানে এই ফ্যাক্ট্রীতে সেই নিয়মের সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম বেশ অনুভব ক'রলাম। চীফ্ ইঞ্জিনীয়ারের রুমের পাশাপাশি দশ বারটি রুম নজরে পড়লো, কিন্তু কোথাও তক্‌মাধারী চাপরাশি নজরে পড়লো না। ভারতবাসী হিসাবে মনের মধ্যে খালি এই প্রশ্ন জেগে উঠছিল—কি ক'রে এদেশের অফিসারেরা বিনা চাপরাশিতে তাঁদের কাজ-কর্ম্ম সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে ক'রে থাকেন।

মিনিট দশেক পরে আমার সাথী যুবকটি হাসিমুখে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। আমার কাছে এসে বিনয়মাখান সুরে ব'ল্‌লেন,—মাপ করুন কম্‌রেড, আপনাকে অনেক্ষণ একলা অপেক্ষা ক'রতে হ'য়েছে। তারপর একখানি লাল কার্ড দেখিয়ে ব'ললেন—আপনার পারমিসন্‌ পাওয়া গেছে ফ্যাক্ট্রী দেখবার জন্য। চলুন, আমরা এখন ফ্যাক্ট্রী দেখতে যাই। আমি সাথীটিকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লাম—এই ফ্যাক্ট্রীর সুপ্রিম অফিসারের সঙ্গে আলাপ করার সুযোগ আমি পাব কিনা। সাথীটি হেসে ব'ল্‌লেন,—শুধু বিদেশী হিসাবে নয়, মানুষ হিসাবে আপনি আমাদের দেশের সব কিছু দেখার, সবার সঙ্গে আলাপ করার সুযোগ এবং সুবিধা পাবেন। কিন্তু চীফ্ ইঞ্জিনীয়ার এখন বিশেষ কাজে ব্যস্ত আছেন; তিনি দুঃখিত আপনার সঙ্গে এখন দেখা কর্‌তে পারলেন না ব'লে। ফ্যাক্ট্রী দেখার পর আপনার সঙ্গে তিনি নিজে দেখা ক'রবেন। সাথীটির কথাবার্ত্তায় বেশ মনে হ'লো, আমার সম্বন্ধে চিফ্ ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে যুবকটির বেশ কথাবার্ত্তা হ'য়েছে।

কারখানার মধ্যে যেতে যেতে প্রশ্ন ক'র্‌লাম,—আচ্ছা, অফিসারের সঙ্গে দেখা করবার জন্য আপনাদের রিপাব্লিকে কোন বয় বা চাপরাশির দরকার হয় না কি? আমার প্রশ্ন যুবকটি ভাল বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন—কম্‌রেড, আপনি কি বল্‌তে চান

আমি বুঝ্‌তে পারলাম না। আমি পরিষ্কারভাবে তাঁকে ব'ল্‌লাম —আপনাদের অফিসারের ছোট-খাট ফরমাস খাটবার জন্য কি কোন লোকের দরকার হয় না? যুবকটি আমার কথা শুনে উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠে বল্‌লেন—না, আমাদের রিপাব্লিকের যত বড়ই অফিসার হউক না কেন তাঁদের ছোটখাট ফর্‌মাস খাটবার জন্যে কোন লোকের দরকার হয় না। কারণ, এই সব সামান্য কাজের জন্য যদি নর-নারীকে নিযুক্ত করা হয়, তা হ'লে প্রথমতঃ অফিসারদের দায়িত্ব-বোধ ততটা থাকে না; আর একদিকে কোন নরনারীকেই সামান্য খুঁটিনাটি কাজের গণ্ডির মধ্যে আট্‌কে রাখা হয় না। বুঝলাম, এদেশে অফিসারেরা তাঁদের কর্ত্তব্য কাজ ক'রে যান শ্রমিকদের সঙ্গে একযোগে সমান আত্ম-সম্মানের ভিতর দিয়ে।

প্রায় চারঘণ্টা ধরে আমরা কারখানাটির ভিতরে দেখে বেড়ালাম। লোহা গলানো হ'চ্ছে—ইস্পাতের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাত তৈরী ক'রে সেগুলিকে নানারকম মেসিনারি পার্টস তৈরী করা হ'চ্ছে। ফ্যাক্টরীর ভিতর ছড়িয়ে আছে চারিধারে ইলেক্‌ট্রীক ট্রলী লাইন, ভারী ভারী মালগুলো বহন ক'রে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নিয়ে যাবার জন্য। কারখানাটির শেষ প্রান্তে একটি প্রকাণ্ড হাইড্রোইলেক্‌ট্রিক পাওয়ার হাউস্‌। পাওয়ার হাউস্‌টি দেখে মনে হ'লো কারখানাটির প্রতিদিনের প্রাণ প্রতিষ্ঠা ক'রছে, এর বৈদ্যুতিক শক্তি।

সমস্ত কারখানার মধ্যে প্রায় দশ হাজার নরনারী দিনরাত কাজ ক'রে থাকে। মাঝে ফ্যাক্‌টি্র দেখার সময় আধ ঘণ্টা শ্রমিকদের সঙ্গে আলাপ করবার সুযোগ পেলাম। প্রতি তিন ঘণ্টা অন্তর প্রত্যেক নরনারী শ্রমিক আধ ঘণ্টা ক'রে বিশ্রাম নিয়ে থাকে। সুপ্রীম অফিসারদের বিশেষ দৃষ্টি থাকে শ্রমিকদের এই বিশ্রামের সময়টুকুর

জন্য। প্রকাণ্ড একটি হল কারখানার মধ্যে আছে শ্রমিকদের বিশ্রামের জন্য। বিশ্রামের সময় শ্রমিক নরনারী খাদ্য, পানীয়, বইপড়া, মিউজিক্ এই সবের ভিতর দিয়ে নিজেদের তাজা ক'রে তোলে।

এঁদের সঙ্গে কথা কইবার সময় আমার মনের মধ্যে খালি ভেসে উঠতে লাগলো ভারতের শ্রমিক নরনারীর কথা। মাঝে মাঝে কথাবার্ত্তার মধ্যে অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়ছিলাম। আমার পাশে একটি শ্রমিক নারী বসেছিলেন। তিনি আমার এই অন্যমনস্ক ভাব লক্ষ্য ক'রে ব'ললেন—কমরেড্ আমাদের ফ্যাক্টরীর কর্ম্মপদ্ধতি ও অন্যান্য জিনিষের সঙ্গে আপনাদের দেশের কারখানা ও কর্ম্মপদ্ধতির মিল কতটুকু? আমি নিজেকে সামলে নিয়ে আগ্রহের সহিত উত্তর দিলাম নারী শ্রমিকটিকে—আমাদের সারা দেশটিতে যতগুলি কারখানা ও মিল আছে সে সবগুলির মধ্যে মাত্র দু' একটি কারখানার সঙ্গে আপনাদের দেশের কিছু মিল পাওয়া যায়; তা ছাড়া আর সবগুলির সঙ্গে আপনাদের দেশের কারখানাগুলির অনেক পার্থক্য দেখতে পাওয়া যায়। পরাধীন আমাদের দেশ, তাই আমি আমাদের দেশের সঙ্গে আপনাদের দেশের কোন মিল খুঁজে পাচ্ছি না। তিনি জিজ্ঞাসা ক'রলেন, ভারতের শ্রমিক নরনারীদের কর্ম্মধারা ও জীবন যাপনের কথা। বিদেশিনী এই শ্রমিক নারীটির কাছ থেকে এই প্রশ্ন আমাকে মাতিয়ে তুললো নিজের দেশের নির্য্যাতিত, শোষিত অগণ্য শ্রমিক নরনারীর কথা খুঁটিনাটিভাবে বলবার জন্য। আমার কাছ থেকে নারীটি যখন শুনলেন আমেদাবাদের শ্রমিকদের কথা, টাটানগরের শ্রমিকদের কথা; তখন আমি লক্ষ্য কর'লাম তাঁর চোখ দু'টি মাঝে মাঝে ছলছল ক'রতে লাগলো। আমার সব কথা শোনার মধ্যে বিশেষ ক'রে একটি কথা আমাক দু'তিন বার খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলেন—ভারতের শ্রমিক নরনারীরা কারখানার মালিকদের বিরুদ্ধে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ায়

না কেন? আমি ব'ললাম—আমাদের শ্রমিকরা আপনাদের দেশের শ্রমিকদের মতন খাদ্য, বিশ্রাম, শিক্ষা ইত্যাদি স্বপ্নেও ধারণা ক'রতে পারে না। বহুদিনের নির্য্যাতন ও শোষণের ভিতর দিয়ে তাদের মন ভেঙ্গে গেছে। মনে তাদের বল নেই, দেহে তাদের শক্তি নেই তাই তারা তাদের আসল দাবী, আসল পাওনা আদায় ক'রতে পারেনি।

আমাদের কথাবার্ত্তার মধ্যে আর একটি যুবক শ্রমিক এসে যোগ দিলেন। নারী শ্রমিকটি তাঁকে তুর্কমেন্ ভাষায় কি ব'ললেন। তাঁর কথা বলার ভঙ্গীতে বুঝলাম যুবক শ্রমিককে তিনি আমাদের কথাবার্ত্তার বিষয় আগ্রহের সঙ্গে জানালেন। যুবকটি আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন,—ভারতে শ্রমিকদের নেতা শ্রমিকদের জন্য কি কাজ ক'রে থাকেন? আমি নিজের দেশের দীনতা, অক্ষমতা ও দুর্ব্বলতা প্রকাশ করবার ইচ্ছাকে দমন ক'রে যুবকটিকে উত্তর দিলাম সংক্ষেপে,—আমাদের দেশের নেতারা প্রাণান্ত পরিশ্রম ক'রছেন, সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'রছেন এই সব অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে; কিন্তু আপনাদের দেশের মত অল্প সময়ের মধ্যে তাঁরা কৃতকার্য্য হ'তে পারছেন না। কারণ আমাদের দেশের গবর্ণমেণ্ট বিদেশী; আর আমাদের দেশের ধনীরাও ভারতের বুকে বিদেশী গভর্ণমেণ্টের বনিয়াদ সুন্দর ও শক্তভাবে গেঁথে তুলতে সাহায্য ক'রছে।

যুবকটি আমার এই কথা শুনে খানিক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন; তারপর উত্তেজিত স্বরে ব'ললেন,—কম্‌রেড্, আপনাদের দেশের শ্রমিকদের এই ব্যথার কাহিনী আমাদের চিরকাল মনে থাকবে। আপনার কাছে আমার একটি অনুরোধ দেশে ফিরে গিয়ে আপনি এসিয়াটিক রিপাব্‌লিকের কথা আপনার দেশবাসীকে নিশ্চয়ই জানাবেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের দেশের সমস্ত পরিবর্ত্তন আপনার দেশবাসীকে শক্তি ও সাহস এনে দেবে।

আধ ঘণ্টা কথাবার্ত্তার মধ্যে দিয়ে কারখানার বিশ্রামের সময় কেটে গেল। আমার নূতন শ্রমিক বন্ধুরা বিদায় নিয়ে যে যার কাজে চলে গেলেন। আমিও আমার সাথী বিশ্রাম কক্ষ ছেড়ে কারখানার বাইরে যাবার জন্য অফিসের দিকে রওনা হ'লাম। পথে সাথীটি আমাকে চিফ্ ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ ক'রতে চাই কিনা জিজ্ঞাসা ক'রলেন। আমি আগ্রহের সঙ্গে উত্তর দিলাম,—নিশ্চয়, ওঁর সঙ্গে দেখা করা শুধু আমার প্রয়োজন নয়, কর্ত্তব্য। সাথীটি মৃদু হেসে আমাকে চিফ্ ইঞ্জিনীয়ারের ঘরে নিয়ে গেলেন।

প্রশস্ত একটি অফিস্ রুম। ঘরের দেয়ালের চারিধারে বহু রকম মেসিনারীর নক্সা, ম্যাপ ইত্যাদি সাজানো। খানকতক হেলান দেওয়া বেঞ্চ সেক্রেটারিয়েট্ টেব্লের সামনে রো ক'রে সাজানো। ঘরটির মধ্যে প্রথম ঢুকে মনে হ'লো যেন এটি একটি ক্লাসরুম; কিন্তু আমার এ ভুল ভেঙ্গে গেল সঙ্গে সঙ্গে টেব্লের উপর ফাইল, কাগজপত্র ও অফিসের অন্যান্য সরঞ্জাম দেখে। আমাদের দু'জনকে ঘরে ঢুকতে দেখে চিফ্ ইঞ্জিনীয়ার সহাস্যমুখে আমাকে অভিবাদন ক'রলেন।

লম্বা ছিপছিপে চেহারা, মুখখানিতে মাখানো রয়েছে দৃঢ়তার ছাপ, পরণে তাঁর গলাবন্ধ, আঁটসাঁট খাকি রঙের উলের পোষাক। আমাকে প্রথম সম্ভাষণ জানালেন—কমরেড ব'লে, তারপর করমর্দ্দন করবার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিলেন। ভদ্রলোকটির সঙ্গে করমর্দ্দন করবার সময় বেশ অনুভব ক'রলাম তাঁর গায়ের শক্তি। তিনি মৃদু ঝাঁকানি দিয়ে আমার সঙ্গে করমর্দ্দন শেষ ক'রলেন, তারপর সামনের বেঞ্চখানি দেখিয়ে আমাকে বসতে অনুরোধ ক'রলেন। আধ ঘণ্টা ধরে এঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তার মধ্যে দিয়ে খিবার অন্যান্য দেখবার জিনিষগুলি জেনে নিলাম। আমাদের কথাবার্ত্তার মধ্যে শিল্প, খনিজ-দ্রব্য ও পেট্রল সম্বন্ধে বেশীর ভাগই কথা হ'লো।

কুড়ি বছরের মধ্যে খিবায় গড়ে উঠেছে পনেরোটি প্রথম শ্রেণীর লোহা আর ইস্পাতের কারখানা। কয়লা, লোহা এবং ইস্পাতের খনি খিবা শহরে আছে চারিটি। খিবা শহরের শেষ প্রান্ত দিয়ে চলে গিয়েছে বাকু পেট্রোলিয়াম অয়েল মাইন থেকে একটি প্রকাণ্ড পাইপ লাইন সাইবেরিয়া পর্য্যন্ত। বিদায়ের সময় চিফ্ ইঞ্জিনীয়ারকে জিজ্ঞাসা ক'রলাম—আচ্ছা আপনার এই অফিস রুমের মধ্যে সারি সারি এতগুলো বেঞ্চ সাজানো কেন? উত্তরে তিনি ব'ললেন,—এই ফ্যাক্টরীর অন্যান্য অফিসার এবং প্রথম শ্রেণীর শ্রমিকদের নিয়ে মাঝে মাঝে আমাদের অধিবেশন বসে। অধিবেশন কখনও মাসে চার বারও হয়, কখনও দশ বারো বারও হ'য়ে থাকে। আবার বিশেষ কাজের চাপ পড়লে সেই সময় প্রতিদিনও হ'য়ে থাকে। কারখানার কাজ সুন্দরভাবে ও সববেতভাবে যাতে হয় তার জন্যই এই অধিবেশনের সার্থকতা। কারখানা ছেড়ে পথে এসে আমরা যখন দাঁড়ালাম দিনের আলো খিবা শহর থেকে সেদিনের মতন ছুটি নেবার চেষ্টা ক'রছে। হঠাৎ খানিকটা ঠাণ্ডা হাওয়া আমার সমস্ত মনকে রোমাঞ্চিত ক'রে তুললো। মনের মধ্যে এই চিন্তাই খালি আসতে লাগলো ভারত আর রুশো-তুর্কিস্থানের মধ্যে কতো পার্থক্য—আবার কতো কাছাকাছি!

আমার রাতের আশ্রয় ঠিক হ'য়েছিল সেদিন খিবা শহরে একটি শ্রমিক পরিবারের গৃহে। লম্বা বড় একখানি ফ্ল্যাট বাড়ীর মধ্যে প্রায় তিনশত জন শ্রমিক নরনারী বাস করে। ফ্ল্যাট বাড়ীটির পাশে শ্রমিক নরনারীদের বিশ্রামের জন্য একটি সুন্দর বাগান সাজান আছে। লাইব্রেরী, মিউজিক হল, ইলেক্‌ট্রিসিটি এই সব মিলে এই ফ্ল্যাটটি আমার মনে এক নূতন আনন্দের সঞ্চার করলো। ভারতের নরনারী শ্রমিকরা আজ স্বপ্নেও ধারণা

ক'রতে পারে না এত সুন্দর পরিবেশের মধ্যে বিশ্রাম করা কর্ম্মের অবসরে।

আমার আশ্রয়দাতার স্ত্রী খিবার কারখানার হাসপাতালে কাজ করেন। আশ্রয়দাতাটি খিবার লোহার কারখানার একজন নামজাদা বড় মিস্ত্রী। এঁর চেহারার মধ্যে ভারতের কারখানার মিস্ত্রীর সঙ্গে প্রচুর পার্থক্য দেখতে পেলাম। লম্বা, জোয়ান চেহারার উপরে লাল রঙের চামড়ার ক্লোক পরে তিনি আমার সঙ্গে কথা ব'লছিলেন যখন, তখন আমি মনে মনে আমাদের দেশের সরকারী উচ্চপদস্থ ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে তুলনা ক'রছিলাম। রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত আমরা খাওয়া দাওয়া ও কথাবার্ত্তার মধ্য দিয়ে কাটিয়ে রাতের বিশ্রামের জন্য বিদায় নিলাম। তখন কাঁচের জানালার ভিতর দিয়ে বাইরে বরফ পড়া চোখে পড়লো। রাত্রে এদেশে যখন বরফ পড়া সুরু হয় তখন সেটা যে শুধু দেখবার জিনিষ তা নয়, সেটা হৃদয়েও প্রচুর দোলা দেয়। আমার শোবার ব্যবস্থা হ'য়েছিল পাশের ছোট একটি কার্পেট মোড়া ঘরে। এই ঘরটিতে যখন ঢুকলাম আশ্রয়দাতা ও তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে রাতের জন্য বিদায় নিয়ে তখন সারাদিনের খিবার কারখানার মধুর মুহূর্ত্তগুলি আমার মনকে দুলিয়ে দিল। রাতের পোষাক পরে শয্যায় আশ্রয় নিতেই ঘুমে চোখ জড়িয়ে এলো।

সমরখন্দ

খিবা থেকে রওনা দিয়ে সমরখন্দ শহরে যে দিন পৌঁছালাম, সেদিন ছিল প্রচুর কুয়াশা ও বরফভরা দিনটি। এখানে এসে আশ্রয় পেলাম তুর্কমেন রিপাব্লিকের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর গৃহে। আমার আশ্রায়দাতার নাম ছিল নাসির বেগ। ইনি জাতিতে একজন তুর্কমেন। তিনটি কন্যা, একটি পুত্র ও রাশিয়ান স্ত্রী এই নিয়ে এঁর সংসার।

সমরখন্দ সহরের এক প্রান্তে কতকগুলি ছোট ছোট পাহাড়। তারই উপর সাজানো রয়েছে কতকগুলি বাংলো। এরই একটির মধ্যে বাস ক'রে চলেছেন কমরেড নাসির বেগ প্রায় ১৫ বৎসর ধরে। কমরেড নাসির বেগ সমরখন্দ শহরের একজন পুলিশের কর্ত্তা। সকালের চায়ের টেব্‌লে চা পান ক'রতে ক'রতে কমরেড বেগের ছোট্ট পরিবারের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা জমে উঠল সামান্য সময়ের মধ্যে। বড় মেয়েটির বয়স প্রায় একুশ, বোখারার মিউজিক স্কুলের একজন সিনিয়র ছাত্রী। তিনি ছয় মাস থাকেন বোখারাতে, ছয় মাস থাকেন সমরখন্দে। ছ'মাস সমরখন্দে থাকার সময় মেয়েটি সমরখন্দের একটি মিউজিক স্কুলে শিক্ষয়িত্রীরও কাজ করেন। বাইশ বছরে প'ড়লেই তাঁর মিউজিক শিক্ষা সমাপ্ত হবে। তাঁর নাম ফতিমা—সোনালি চুল, টানাটানা দু'টি চোখ তাঁর ভাবালু মনের পরিচয় দিচ্ছে। দ্বিতীয় মেয়েটির বয়স সতের। সমরখন্দ শহরেই থাকে বাপমার কাছে। প্রাইমারী শিক্ষা শেষ ক'রে সেকেণ্ডারী শিক্ষা শেষ হ'তে চলেছে—সমরখন্দের একটি বিখ্যাত সেকেণ্ডারী স্কুলে। ফতিমার মত কমরেড বেগের এই মেয়েটি শান্ত নয়! হাসি,

চঞ্চলতা, উচ্ছ্বাস এই সবের মধ্য দিয়ে চায়ের টেব্‌লে সে যেন একটি তুফান সৃষ্টি ক'রছে। মিসেস বেগ এ মেয়েটির নাম আমাকে ব'ললেন—লীনা। আমি একটু আশ্চর্য্য হয়ে মিসেস বেগকে জিজ্ঞাসা ক'রলাম—তুর্কমেন জাতির মধ্যে লীনা নামটির কি প্রচলন আছে? কমরেড বেগ হেসে উত্তর দিলেন—আপনি ঠিক ধরেছেন বন্ধু! কারণ লীনা নাম আমাদের তুর্কমেন জাতির মধ্যে তুর্কমেন ভাষায় পাওয়া যায় না—আমার মেজ মেয়েটির নাম ইউরোপীয়ান রাশিয়া থেকে আনা। মস্কোতে এর জন্ম হয়-তাই, আমার স্ত্রী আমার এ মেয়েটির নাম রাখেন লীনা।

চায়ের আসরে লীনার সঙ্গে আলাপের মধ্যে আমি বেশ সুন্দর একটি মিষ্টি সম্বন্ধ এই পরিবারটির সঙ্গে পাতিয়ে ফেললাম। সমরখন্দ শহরে আমার ঘুরে বেড়াবার সাথী হ'তে লীনা রাজী হ'লো। বেলা ১২টার সময় লীনা আমাকে নিয়ে রওনা হ'ল বাড়ী হ'তে শহরে ঘুরে বেড়াবার জন্য। শীতের রোদ্দুর ভারি মিষ্টি লাগছিলো পথ চ'লতে চ'লতে। মিনিট কয়েক ধরে পথ হেঁটে আমরা বাস পেলাম শহরের একটি বিশেষ অংশে যাবার জন্য। বোখারার পথে বাসের মত সমরখন্দের এই বাসগুলি ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে। বাসের মধ্যে লীনার সঙ্গে আমার আলাপ আরো ভাল ক'রে জমে উঠ্‌লো। আমি তাকে জিজ্ঞাসা ক'রলাম—আচ্ছা কমরেড, তোমাদের দেশের তরুণী মেয়েরা অনাত্মীয় তরুণদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ান; এতে তাঁদের মানসিক সঙ্কোচ কিছু আসে না? লীনা মৃদু হেসে উত্তর দিল—তরুণ-তরুণীদের মনে এই মানসিক সঙ্কোচ আসবার কোন উপায় নেই আমাদের দেশে। আমাদের দেশে সব তরুণ-তরুণীরাই পরস্পরকে বিশ্বাস ও নির্ভর করে থাকে। অনেক সময়—এমনও দেখতে পাবেন তারা পিকনিক্ এক্সকার-

সনে দল বেঁধে একসঙ্গে বাইরে বেরিয়ে পড়ে। অবস্থা গতিকে তাদের এক জায়গায় রাত্রি যাপনও ক'রতে হয়। আমি একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে জিজ্ঞাসা ক'রলাম—কিন্তু এই রকম মেলা-মেশাতে তুমি কি মনে কর না তরুণ-তরুণীদের মনে উচ্ছৃঙ্খলতা জমা হ'য়ে ওঠে? লীনা একটু সুন্দর হাসি হেসে ব'লল—এই উচ্ছৃঙ্খলতাটি আমাদের দেশ থেকে নতুন শিক্ষা পদ্ধতি ও ডিসিপ্লিনের মধ্য দিয়ে আমরা দূর করতে পেরেছি বলেই আমাদের সোভিয়েট রিপাব্লিক তরুণ-তরুণীদের মেলামেশা সমর্থন করে থাকেন। আমি লীনাকে জিজ্ঞাসা করলাম আরও ভাল ক'রে জানবার জন্য—আচ্ছা তুমি বলতে পার, তোমাদের দেশের মেয়েরা পুরুষদের কাছ থেকে কোন অত্যাচার ও নিপীড়ন এখন কি একেবারেই পায় না? লীনা একটু খানি মৃদু হেসে ব'লল—পুরাতন দিনের তুর্কীস্থানে মেয়েদের উপর যে নির্য্যাতন চলত আজ তা' একেবারে বন্ধ হ'য়ে গিয়েছে বটে; কিন্তু যাঁরা আমাদের দেশের এখনও প্রাচীন মানুষ বেঁচে আছেন, তাঁরা তাঁদের নারী নির্য্যাতনের স্বভাব একেবারে বদলাতে পারেন নি।

কথাবার্ত্তার মধ্য দিয়ে শহরের মাঝখানে এসে পৌছুলাম। বাসখানি থামতে লীনা আমাকে নামবার জন্য ইসারা করল। শহরের এই অংশটিতে ঘিরে আছে বারোটি বড় বড় সেকেণ্ডারী স্কুল। লীনাকে সঙ্গে ক'রে এই স্কুলগুলির মধ্যে বড় দু'টি স্কুল বিকাল পর্য্যন্ত দেখে বেড়ালাম। সারা রাশিয়ান তুর্কীস্থানের যতগুলি স্কুল দেখেছি সমস্ত একই ধরনের। কিন্তু সমরখন্দের এই স্কুলগুলি বিশেষ ভাবে একটি কারণে আমার মনকে দোলা দিয়ে গেল, সেটি হচ্ছে স্কুলের ছেলেদের আর মেয়েদের গাম্ভীর্য্য। লীনাকে আমি এর কারণ জিজ্ঞাসা করে জানলাম, সমরখন্দের ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রায়ই

রাজনীতি ক্ষেত্রে অনেকেই কর্ম্মজীবন পেয়ে থাকে, তাই স্কুল থেকেই স্বভাবতঃ এদের এই গাম্ভীর্য্য ও চিন্তাশীলতা গড়ে ওঠে।

সেদিন বিকালে লীনা তার একটি বান্ধবীর বাড়ীতে আমাকে নিয়ে যাবার জন্য যখন অনুরোধ জানাল, আমি সানন্দে আমার সম্মতি তাকে জানিয়ে দিলাম; কারণ সমরখন্দের অন্যান্য জিনিষগুলি দেখা সম্বন্ধে আমার আগ্রহ খুব বেশী ছিল। লীনা বলল,—তার এই বান্ধবীটি বহুদিন ধরে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক চিন্তা ক'রছেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ প্রচুর। লীনার এই কথা শুনে আমি তার সঙ্গে তার বান্ধবীর বাড়ীর দিকে রওনা হ'লাম। দিনের সূর্য্য এসেছে নেমে—সারা শহরটির বুকে ঘনিয়ে এসেছে শীতের মিষ্টি সন্ধ্যা।

লীনার বান্ধবীর বাড়ীতে গিয়ে যখন আমরা পৌছুলাম তখন তিনি বাড়ী ছিলেন না। ছোট একটি ফুটফুটে ছেলে আমাদের অভ্যর্থনা ক'রল। লীনাকে জিজ্ঞাসা ক'রলাম—এই ছেলেটি কে? সে ব'লল,—এই ছেলেটি আমার বান্ধবীর একমাত্র সন্তান। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—তোমার বান্ধবীর স্বামী এখন কোথায়? লীনা একটু শান্ত স্বরে বলল—ওঁর স্বামী আজ চার বৎসর মারা গেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম তাহ'লে তোমার বান্ধবী আর বিবাহ করেন নি? লীনা উত্তর দিল—না। আমি আরও একটু ভাল করে জানবার জন্য জিজ্ঞাসা করলাম—কিন্তু তোমাদের দেশে স্বামীর অবর্ত্তমানে স্ত্রী ত' আবার বিবাহ কর্ত্তে পারে। লীনা মৃদু হেসে উত্তর দিল—আমাদের দেশের নারীদের বিবাহের খুব সুন্দর সুবিধা থাকা স্বত্বেও তারা সব সুবিধা ইচ্ছা করে নেয় না। লীনা তারপর খানিকটা আগ্রহের স্বরে ভারতের নারীদের বিবাহ-পদ্ধতির কথা জিজ্ঞাসা করল। আমি যখন লীনাকে জানালাম আমাদের দেশের হিন্দু

বিধবাদের অবস্থা—লীনা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল—সত্যিই আপনাদের দেশের নারীরা আদর্শ জীবন যাপন ক'রে চলেছে। আমাদের দেশের নারীদের মধ্যে এই ভাবটা এখন বেশী দেখতে পাওয়া যায় যে স্বামীর মৃত্যুর পরে মৃত স্বামীর স্মৃতি নিয়ে জীবন কাটান। তবে বিধবা নারীরা নিজেদের জীবনকে শুধু কৃচ্ছ্র সাধনের পথে চালিয়ে নিয়ে যায় না—ভোগ ও সংযম এদের জীবনে দু'টোই দেখতে পাওয়া যায়।

আমাদের দু'জনের কথাবার্ত্তার মধ্যে অনেক সময় কেটে গেছল—জানলা দিয়ে বাহিরে তাকিয়ে দেখি রাত্রি নেমে এসেছে শহরের বুকে। লীনাকে ব'ললাম—তোমার বান্ধবী ত' এখনও এলেন না, চল আজ আমরা ফিরে চলি। এমনি সময় লীনার বান্ধবী ঘরে ঢুকলেন—পরনে হাঁটু পর্য্যন্ত চামড়ার বুট, ব্রীচেস, গলাবন্ধ কোট, মাথায় বাঁকান টুপি। তাঁর পরিচ্ছদের রং ছিল ব্লু। তাঁর এই পোষাক দেখে ভেবেছিলাম ইনি একজন সামরিক কর্ম্মচারী হবেন। কারণ তাঁর পেশা সম্বন্ধে লীনা এর আগে আমাকে কিছু বলেনি। এদেশের নিয়ম নয় যে কারও সঙ্গে পরিচয় করতে নিয়ে গেলে আগে তাঁর পেশা সম্বন্ধে কিছু বলা।

লীনার বান্ধবী আমাদের দেখে মনে হ'লো যেন খুব বেশী খুসী হয়েছেন। তাজিক ভাষায় লীনাকে হেসে কতকগুলি কথা তিনি ব'ললেন—লীনা ইংরাজীতে আমাকে তাঁর কথাগুলো অনুবাদ ক'রে ব'লল। লীনা আরও আমাকে জানিয়ে দিল যে তার বান্ধবী ইংরাজী মোটেই জানেন না—তার জন্য তিনি দুঃখিত। মেয়েটি আমার সঙ্গে করমর্দ্দন করে আমাকে বসতে অনুরোধ করলেন তাজিক ভাষায়। আমাদের প্রায় ঘণ্টা খানেক ধরে আলাপ চললো লীনার সাহায্যে। মেয়েটির নাম সাকিনা। সমরখন্দের নারী সিটি গার্ড এর একজন

উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী। এই নারী সিটি গার্ড বাহিনীতে ৫০০ হ'তে ৬০০ পর্য্যন্ত রাশিয়ান্ তুর্কিস্থান রিপাব্লিকের বিভিন্ন জাতির মেয়েরা আছেন। কোনও যুদ্ধ বা বিপ্লব আরম্ভ হলে নারী সিটি গার্ড বাহিনীর কাজ আসলভাবে সুরু হয়ে থাকে। সাধারণ সময় এঁরা বেশীর ভাগই কাটিয়ে থাকেন নাগরিকদের সেবা ও শৃঙ্খলা রাখবার কাজে।

ভারতের পুলিশবাহিনীর সঙ্গে যে এদেশের পুলিশবাহিনীর আকাশ পাতাল প্রভেদ. মেয়েটির কথায় বেশ বুঝতে পারলাম। এদেশের শহরগুলিতেই সিটি গার্ডদের প্রয়োজন হয়। কিন্তু গ্রামগুলির কোথাও সিটি গার্ড এর প্রয়োজন হয় না; গ্রামের পঞ্চায়েতমণ্ডলীই গ্রামের সকল কাজ তত্ত্বাবধান করে থাকেন। পুরুষ ও নারী সিটি গার্ড শহরের শৃঙ্খলাই যে শুধু রক্ষা করে থাকেন তাহা নহে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তাঁরা খুব পারদর্শী। সিটি গার্ড বিভাগের মধ্যে সবচেয়ে প্রধান জিনিষ যা আমার মন আনন্দে ভরিয়ে দিয়েছিলো, সেটি হচ্ছে এদের বিনয়ী ও নম্র স্বভাব। সিটি গার্ডদের নারী ও পুরুষ উভয়কেই উচ্চতর সামরিক শিক্ষা পেতে হয়; তা' ছাড়া সাহিত্য. মিউজিক্ সম্বন্ধেও এঁদের জ্ঞানার্জ্জন করতে হয়।

কমরেড্ সাকিনার কাছে বিদায় নিয়ে আমরা যখন ফিরে এলাম. তখন রাত্রি বেশী নয়। লীনা আমাকে নিয়ে ঢুকলো একটি সুন্দর মিউজিক্ হলে। এখানে একটা জিনিষ আমার বিশেষ নজরে পড়'লো, সেটি হচ্ছে মিউজিকের কয়েকটি বিশিষ্ট সুর। আফগানিস্থানের বিখ্যাত দিল্‌বাহার এই হলের মধ্যে প্রধান বাদ্য-যন্ত্র। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের কয়েকটি তারের বাদ্য-যন্ত্র চোখে পড়'লো। এখানেও ঘণ্টা-খানেক কাটিয়ে আমরা বাড়ী ফিরলাম। লীনার পিতামাতা রাতের খাবারের টেবিলে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আমাদের

দু'জনকে দেখে লীনার পিতামাতা জানালেন যে এই মাত্র তাঁরা আমাদেরই কথা ব'লছিলেন। লীনা হেসে তার বাবাকে বলল,—বাড়ী ফেরার পথে আমি কমরেডকে বলছিলাম যে বাড়ীতে আমার বাবা ও মা খাবারের টেবিলে অপেক্ষা করছেন। আমার ভারি সুন্দর লাগলো লীনাদের এই সকল কথাবার্ত্তা। ২০ বছর আগের সেই যাযাবর নরনারীর একি পরিবর্ত্তন আজ! সমস্ত সময় এরা সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে চলে। সারা দেশটির মধ্যে কোথাও কাহারও মুহূর্ত্ত সময়েরও অপব্যয় দেখিনি। লেখাপড়া, কর্ম্মজীবন, বিশ্রাম ও আনন্দের মধ্যে প্রতি মুহূর্ত্তেরই এরা সদ্ব্যবহার করে। আমাদের আহারাদি শেষ হলো ভারতের সম্বন্ধে আলাপের মধ্য দিয়ে।

মনের মধ্যে অসীম কৌতূহল নিয়ে সমরখন্দের বিচারালয় লীনার সঙ্গে দেখতে গেলাম। সমস্ত সময়েই তাজিক ভাষায় বিচারের কাজ চ'ললো। লীনা সঙ্গে থাকায় বিচার-পদ্ধতি তাজিক ভাষায় হওয়া সত্ত্বেও আমার বুঝতে অসুবিধা হয়নি। ৪ জন বিচারক প্রতি বিচারালয়ে থাকেন। ভারতবর্ষের ন্যায় উকিল, ব্যারিষ্টারের বালাই এদেশে নাই। আসামী আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য নিজেই বিচারক ও সাক্ষীদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালিয়ে থাকে। আসামীকে সকল রকমের সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়। প্রত্যেক আসামীকে সুন্দর বসবার আসন দেওয়া হয়। এদেশের বিচারকার্য্য অতি সংক্ষেপে হয়ে থাকে। আসামী দোষী হলে চারজন বিচারকের রায়ে আসামীকে রিফর্ম্মেটারীতে (সংশোধনাগার) পাঠানো হয়,—কয়েদখানায় নয়। এদেশের বিচারালয়ে প্রাণদণ্ড তাঁদেরই দেওয়া হয়ে থাকে, যাঁরা সোভিয়েটএর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বা বিশ্বাসঘাতকতা করেন। বিচারালয়ে ভারতের মতো অসংখ্য অপরাধীর ভিড় জমে না। প্রত্যেক বিচারালয়ে মাসে তিন চারটি অপরাধীর

বেশী দেখা যায় না। এইসব অপরাধীদের মধ্যে অধিকাংশই দেখা যায় যারা কর্ম্মজীবনে অসাবধানতা ও অবহেলা ক'রেছে। মাঝে মাঝে দু'একটি খুনী আসামীও পাওয়া যায়। এরা বেশীর ভাগই বৃদ্ধ তাতার। পুরাতন হিংস্র প্রবৃত্তি এরা এখনও সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে পারেনি। সংখ্যায় এরা খুব কম।

রিফর্ম্মেটারীগুলির মধ্যে সুইমিং পুল, খেলার মাঠ, স্কুল, কারখানা —প্রচুর আলো বাতাসে ভর্ত্তি। এখানে যারা আসে, তাদের অপরাধ-প্রবণ স্বভাব সম্পূর্ণরূপে বদলে যায় যখন তারা নির্দ্দিষ্ট সময়ের পর বেরিয়ে আসে।

ভারতে ফিরে আসবার আগের রাত্রে আমার আশ্রয়দাতার পরিবারের সঙ্গে শেষ বিদায়-ভোজ খাবার পরে যখন বিশ্রামের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম, মিসেস্ বেগ আমাকে একটি কথা বিশেষ জোর দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—সমরখন্দের রিফর্ম্মেটারী আমার কেমন লাগলো। আমি মিসেস্ বেগকে উত্তর দিলাম যে পরাধীন দেশের মানুষের কাছে, আপনাদের রিফর্ম্মেটারীগুলি বিস্ময়কর। তাদের কাছে ভারতবর্ষের জেলের বর্ণনা দিয়ে এও বললাম যে, আপনাদের রিফর্ম্মেটারীতে পাঠিয়ে দোষীকে মানুষ করা হয়; কিন্তু আমাদের দেশে দোষীকে জেলে পাঠিয়ে তা'দের আরো পাকা দোষী করে তোলা হয়।

পরের দিন দিনের আলো যখন শহরের বুকে ছড়িয়ে পড়বার আভাষ দিয়েছে, কমরেড্ নাসির বেগের পরিবারের কাছ হ'তে বিদায় নিয়ে আফিগানিস্থানের দিকে বাসে করে রওনা হলাম। বেলা বারোটায় বাসখানি আমু নদীর ধারে এসে থামলো। আমুর ওপারে আফগানিস্থানের সীমান্ত সুরু হয়েছে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই

তুর্কিস্থান রিপাব্লিক এর সীমান্ত ছাড়িয়ে গিয়ে পৌছুলাম আফগান সীমান্তের মধ্যে। আমার ছন্নছাড়া ভবঘুরে মন তুর্কিস্থান রিপাব্লিকের মধ্যে এতদিন আনন্দ ও তৃপ্তির ভিতর দিয়ে কাটিয়ে এসেছে, কয়েক ঘণ্টা বাদেই এক নীরস ও নিরানন্দময় জীবন কাটাতে হবে, এই চিন্তায় ভরে উঠলো। তুর্কিস্থানএর প্রতিদিনকার পিছনে ফেলা স্মৃতিগুলি আমার মনে এমনভাবে দোলা দিলো যে নিজের জন্মভূমিতে ফেরার আনন্দের আভাষ কণামাত্রও অনুভব করলাম না। বারবার এই কথাই মনে হতে লাগলো—এই দেশটি আমার ভারতবর্ষের কত কাছে অথচ আমরা কত কম জানি এদেশের সম্বন্ধে। সীমান্ত অফিসারটি যখন স্টীমারে আমাকে আফগান সীমান্তে যাবার জন্যে প্রস্তুত হতে বললেন, তখন প্রথম যেদিন রাশিয়ান তুকিস্থানএ এসে কমরেড সোফিয়া ও মামুদের সুন্দর ব্যবহার পেয়েছিলাম, এই সীমান্ত অফিসারের ব্যবহারের মধ্যে তাদের ব্যবহারের সঙ্গে কোনও পার্থক্য দেখতে পেলাম না। স্টীমারে করে রাশিয়ান্ তুকিস্থানের কাছ হতে বিদায় নেবার সময় কেবলি মনে হতে লাগলো যেন কত প্রিয়জনদের ছেড়ে চলেছি। অত্যাচার, নিপীড়ন, অশিক্ষা আমার গা-সওয়া হয়ে গেছলো নিজের দেশে; কিন্তু আজ মনে হচ্ছে রাশিয়ান তুকিস্থানএ কাটিয়ে; ভারতের এই অত্যাচার, নিপীড়ন ও অশিক্ষা ভারতের বুক থেকে ধুয়ে মুছে ফেলা কিছুই অসম্ভব নয় যদি সঙ্ঘবদ্ধতা ও নিয়মানুবর্ত্তিতার মধ্য দিয়ে আমরা চলি।

দিনের আলো শেষ হয়ে এসেছে। আমাদের স্টীমারটি আফগান সীমান্তে এসে আমাদের নামিয়ে দিলো। ৫০ জন ব্যবসায়ী আফগানের সঙ্গে পথ চলতে সুরু করলাম আফগান সীমান্তের কাষ্টম অফিস এর দিকে। লাল রঙের খাড়াই পাহাড়ের মধ্য দিয়ে চলে

গিয়েছে সাপের মতন এঁকে বেঁকে পায়ে হাঁটা ও মোটর চলার পথ; কোথাও গাছপালার চিহ্ন মাত্রও নাই। দিনের শেষ আলো পাহাড়-গুলির গায়ে পড়ে লাল রঙের পাহাড়কে আরও রাঙিয়ে তুলেছে। খানিকটা পাহাড়ে চলে একটি উঁচু টিলা থেকে তুর্কিস্থান রিপাব্লিক-এর দিকে চোখ পড়তেই দূরের তুর্কিস্থান রিপাব্লিককে দেখা যাচ্ছে এখান থেকে সরু একফালি ধোঁয়ার মতো। সন্ধ্যা পাহাড়ের বুকে তখন গাঢ়ভাবে নেমে আসছিলো, তাই আফগান সঙ্গীদের অনুরোধে পা চালিয়ে দিলাম রাতের আশ্রয়ের জন্য কাষ্টম অফিসের দিকে। মিনিট পনর বাদে আফগানিস্থানের সীমান্তে কাষ্টম অফিসে এসে যখন পৌঁছুলাম তখন রাতের আঁধার সবে পাহাড়ের বুকে এসেছে নেমে। দূরের একটি পাহাড়ের বুক থেকে আজানের স্বর কানে এলো। বহুদিন পরে এ আজানের স্বর মনকে আমার কেমন অন্যমনস্ক করে তুললো! কেবল মনে হতে লাগলো পিছনে ফেলা দিনগুলির মধুর স্মৃতি—ভাবতে লাগলাম, বহুদিনের গতানুগতিক জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত, কৃষ্টিহীন যাযাবরদের আজ রূপান্তরিত রূপ ;—আর তার পাশে দীর্ঘ দিনের পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ আমার দেশের মলিন ও ম্লান বেশ।

— শেষ —